# অনুশ্রুতি

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

# অনুশ্রুতি

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

# অবতরণিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমাদেরই মত জল্পনা-কল্পনা সঙ্কল্প-বিকল্প ক'রে কোন কাজ সাধারণতঃ আমরা করতে দেখি না। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এক জিনিস আর সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন বা মনন এক জিনিস। দুনিয়ার সব-কিছুর প্রতি আছে তাঁর একটা সহজ একাত্মবোধ, দরদ-নিজেরই স্বার্থবোধে তাই তিনি পারিপার্শ্বিক সব-কিছুর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নয়ন ও আনন্দের জন্য নিরন্তর সক্রিয়ভাবে সহজ অনুসন্ধিৎসার সহিত স্বতঃই লিপ্ত। তাঁর এই আপন-হারা, আপন-করা, আপন-ভোলা, আপন-ভাবের সাথে একটা অনুসন্ধিৎসা-মাখান সহজ তীব্র সক্রিয় ভালবাসা যেন সবাইকে বিশ্ব-জারক রসে এক ক'রে তুলতে চায়—তীব্র প্রেমে—প্রতি বিশেষের বিশিষ্টতাকে সম্যক স্ফুরিত ক'রে!

তাঁর এই এষণা স্বতঃস্বেচ্ছ—স্বাধীন—তা' নিত্য নবীন—বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে! কখন তাঁকে দেখেছি গাছপালা মানুষকে জড়িয়ে ধরতে একান্ত আপনভাবে আত্মহারা হ'য়ে, কখনও দেখেছি রোগে ধন্বন্তরির মত ঔষধের ব্যবস্থা ক'রে যমের হাত থেকে কত রুগ্ন মানবকে বাঁচাতে—আবার কখনও দেখেছি সদ্য পুত্রহারা শোকাতুরা মাতাকে আলিঙ্গনে ক্রন্দনে দিশাহারা ক'রে তাঁকে মা মা ব'লে ডেকে অসীম দরদ নিয়ে জড়িয়ে ধ'রে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিতে—কখনও দেখেছি বৃহস্পতির মত বিভিন্ন বিদ্যার আলাপ-নিরত, আবার কখন দেখেছি বালকের মত মাতৃ-অঙ্কে শায়িত—কখনও দেখেছি আবার আদর্শ পিতারূপে, আদর্শ স্বামীরূপে, আদর্শভ্রাতা, বন্ধু, গুরুরূপে প্রকটিত তাঁর মহিমা—একটা বলিষ্ঠ দায়িত্বপূর্ণ, কর্ম্মময়, আপনহারা আপনকরা লীলা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে তাঁর চিরনবীন জীবনচলনার প্রতিটি অমিয় ভঙ্গিমায়!

জীবনের প্রাচুর্য্যে, কর্ম্মের ঐশ্বর্য্যে, বাক্-এর বিচিত্র পরিবেষণে, অসীম সহৃদয়তায় তাঁর প্রেম মানবের চিরকল্যাণে প্রতিটি মুহূর্তে অভিনব সার্থকতা লাভ করছে নব-নব আবিষ্কারে নব-নব উদ্ভাবনায়, নব-নব কর্ম্মপ্রেরণায়, নব-নব বাণীদানে! অযাচিত, অজস্র এ দানের প্রাচুর্য্য ও দৈব বিভঙ্গ মানুষকে মোহিত করে, স্তব্ধ করে, আত্মহারা করে—সীমার মাঝে অসীমের জীবন্ত স্পর্শ এনে দেয়!

তাঁর উৎসমুখী সেবা-স্বার্থী মন প্রত্যেকটি বাস্তব ঘটনা, ব্যাপার, বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা ও পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত কারণ ও স্বরূপ উদঘাটন ক'রে সব-কিছুর সার্থক নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধানে সদাই তৎপর—তাঁর অননুকরণীয় মৌলিক ভঙ্গিমায়! তাই দেখা যায় বিশিষ্টকে কেন্দ্র ক'রে তিনি যে সমাধান দান করেন তাই আবার সর্ব্বজন ও সর্ব্বকাল-প্রয়োজনপূরণী বিশ্বরূপ নিয়ে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে!

ছড়ার বই-আকারে আজ এই যে তাঁর বিরাট বিশ্বকোষ প্রকাশিত হ'চ্ছে-এরও উদ্ভব অমন ক'রেই-বাস্তব বিশিষ্ট প্রয়োজনকে অবলম্বন ক'রে! দেশ-দেশান্তর হ'তে কত মানুষ তাঁর কাছে আসে কত ব্যথামাখা দরদ নিয়ে, কত সমস্যা নিয়ে, কত প্রশ্ন নিয়ে—বহুজন-পরিবেষ্টিত হ'য়ে

বিরাট মরীরূহের মত বহু শাখাপ্রশাখাময় তাঁর জীবন। কত জনের রাগদ্বেষ, হাসিকান্না, সুখদুঃখ, অভাব-প্রয়োজন, বেদনা-সংঘাত সব-কিছুর সঙ্গে কোথাও স্নেহময় পিতার মত, কোথাও মাতার মত, কোথাও বন্ধু, ভাই, দরদীর মত অসীম দরদে একান্ত নিবিড়ভাবে জড়িত হ'য়ে আছেন তিনি। সহস্র-সহস্র বিচিত্র মানবের ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও সংঘগত-জীবনের চলস্রোতা বিপুল আবর্ত্তনের পাকে-পাকে তাদের প্রতিটি বিশিষ্ট জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকেও তিনি এর বহু উর্দ্ধে, "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"—তাই প্রত্যেকটি অবস্থা, ঘটনা ও সমস্যাকে বিশ্লেষণ ক'রে তিনি আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিতে পারেন এবং দিচ্ছেনও অতন্দ্র অমানুষী প্রচেষ্টায়! কোন্ অবস্থায় কেমন ক'রে চললে তার নিরাকরণ হ'তে পারে, কোন্ বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান কী, কোন্ জিনিসের প্রকৃতিই বা কী এবং কোথায় কেমন ক'রে চললে আমরা মঙ্গলের আবাহনে ধন্য হতে পারি-সে-সব বিষয়ে একটা সহজ অনুসন্ধিৎসা-মাখান সহানুভূতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়ায় প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি অকাতরে তাঁর বাণী, তাঁর সেবা, তাঁর ছড়া, তাঁর উপদেশ স্বতঃপ্রাচুর্য্যে অমরার মন্দাকিনী-ধারার মত উচ্ছল কলতানে অবিশ্রান্ত বিতরণ করছেন! লক্ষ-লক্ষ মানুষ আজ সে সুধাধারা পান ক'রে অমৃতত্ব লাভ ক'রে ধন্য হচ্ছে!

তিনি কত কথা বলতেন—তাঁর শত সহস্র বাংলা ও ইংরেজী বাণী, কথোপকথন—ইত্যাদি কত বিষয়ে-কত সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছে! ব্যক্তিজীবনের কত দুর্য্যোগ, দাম্পত্যজীবনের ঘনঘটাচ্ছন্ন কত অবস্থা, সমাজজীবনের কত সমস্যা, পারিবারিক জীবনের কত বিভ্রান্তি, রাষ্ট্রজীবনের পথহারা যাত্রীদের কত বিচিত্র সমস্যা এক অপূর্ব্ব আলোক, সমাধান ও পথ-নির্দ্দেশ পেল তাঁর আলাপে, মধুর আলোচনায়, বিচিত্র প্রেমময় ব্যবহারে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তা' দেখে, তা' অনুভব ক'রে, তাঁর সে বাণী আমরা লিপিবদ্ধ ক'রে ধন্য হচ্ছিলাম! শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা তখন হ'তেই মাঝে-মাঝে বলতাম ইংরাজীতে বাংলাতে সব কথাই তো হ'ল, এখন ছড়ার মত ক'রে সহজ রকমে এই ভাবধারাগুলি যদি দেন তবে সব অজান মানুষ পর্য্যন্ত আপনার ভাবধারা পেয়ে উদ্বুদ্ধ হবে, উপকৃত হবে! তিনি তখন হেসেই উড়িয়ে দিতেন! বলতেন, 'আমি আবার ছড়া বলব কেমন ক'রে-আপনারা পাগলের মত কী যে বলেন!' আমরা চুপ করে থাকতাম, মাঝে-মাঝে আমাদের প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে নিবেদন করতাম। সে প্রায় দশ বৎসর হ'ল-১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে-১৩৪৬ সালের পৌষ মাসে!

তাঁর সাধারণ নীতিকথাগুলি টোটকা ছড়ার ভিতর-দিয়ে যদি ব'লে দেন তবে জনসাধারণের বুঝতে, ধরতে ও অনুসরণ করতে অনেক সুবিধা হ'তে পারে এমনিভাবে তাঁর কাছে আমাদের অন্তরের ঐ একান্ত আবেদন বার-বার জানাচ্ছিলাম। বললে মাঝে-মাঝে বলতেন, "আমি তো অমনতর কখন বলিনি, দেখি পরমপিতার দয়ায় আসে যদি কিছু তবে বলব।" ঐ ১৩৪৬ সালের পৌষ মাসেই একদিন সকাল হ'তে তিনি ঝর্-ঝর্ ক'রে কতকগুলি ছড়া বলতে লাগলেন। তখন কিছুদিন হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে বলতেন, আজ ছড়ার মত হ'য়ে অনেক কথা মনে আসছিল। সেদিন অবিশ্রান্ত ঝরণাধারার মত নানা বিচিত্র ছন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছড়াগুলি প্রথম বলতে সুরু করলেন। প্রথমেই সদাচার হ'তে আরম্ভ ক'রে নানা বিষয়ে এক ঝলক ব'লে গেলেন!

দশ বৎসর অতীত হ'ল প্রায়-তবু বেশ মনে পড়ে দু'-একদিনের কথা। অস্তিকায়নে লতায় ঘেরা তাঁর ঘরটিতে পদ্মার ধারে তিনি ব'সে আছেন। সামনে দক্ষিণে আঁকাবাঁকা ঝিলগুলি নিয়ে বিরাট দিগন্ত-প্রসারী মাঠ। তিনি অস্তিকায়নের কাঠের ঘরটিতে ব'সে সামনের দিকে আকাশ আর মাঠ সুদুরে যেখানে মিশেছে সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে যেন কী দেখছেন-কিছুই যেন ভাবছেন না-মাঝে মাঝে দু'—একটি কথা বলে যাচ্ছেন—যেন অসীমের থেকে কার নির্দ্দেশে তাঁর মনে বাণীগুলি ভেসে-ভেসে আসছিল—আর তিনি যেমন পাচ্ছিলেন তেমনই যেন ব'লে যাচ্ছিলেন—একটা প্রচেষ্টাহীন সহজ ঔদাসীন্যের তন্ময়ত্ব যেন থম্-থম্ করছিল সে পাতায়-ঘেরা নিবিড় নীড়টির ভিতর-তাঁর মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে! সে স্তব্ধতা, সে বাণীর জন্য আকুল অপেক্ষা, সে নিরালা ঘরের ধ্যানমগ্ন মনের উচ্ছ্বাস-বাহিরের সে আকুল-করা মাঠ ও আকাশ-মাঝখানে তাঁর সে প্রখর উদাসীন দিব্য দৃষ্টিভঙ্গিমা ও সহজ প্রতীক্ষা-সবটা মিলে-মিশে এমন একটা দিব্য মায়ার সৃষ্টি করত—ছড়াগুলি বেরিয়ে আসত তাঁরই শ্রীমুখ থেকে ঝলকে-ঝলকে—স্তবকে-স্তবকে—থরেথরে—অগোছানো রকমে স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা-খচিত হ'য়ে—পরমাগ্রহে আমরা তা' লিখে নিতাম!

প্রায় সময়ই আমরা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকতাম—বিভিন্ন মানবের গূঢ় জীবনের সংস্পর্শে ও অপূর্ব্ব নিয়ন্ত্রণে তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা কখনও আলাপে, কখনও আলোচনায়, কখনও ছড়ায় প্রকাশ করতেন, সে-কথাগুলি যথাসাধ্য আমরা দুইজনই সংগ্রহ করতাম।

যখন কোন ঘটনা ঘটত বা জীবনের কোন গূঢ় নিয়ন্ত্রণ তাঁর করতে হ'ত তখনই সেগুলি তিনি ছোট-ছোট দুই লাইনের ছড়াতে প্রকাশ ক'রে বলতেন। মাঝে-মাঝে আমাদের একজন বাইরে গেলে অপরে এই ছড়া সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত থাকতামই। কারণ, কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ ব্যাপারকে অবলম্বন ক'রে যে ছড়া, স্লোগান, কবিতা বা গানগুলি বেরুবে তার কোনই ঠিক-ঠিকানা ছিল না—তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত দিব্য অবদান পরমাগ্রহপূর্ণ সমুৎকণ্ঠা নিয়ে লিপিবদ্ধ করতাম,—তাঁর অজস্র দানের অনেকগুলি আমাদের অনবধানতায় আমরা হারিয়েছি, সম্যক্ লিপিবদ্ধ করতে পারিনি!

সে এক যুগ গেছে—পর পর-কয়েক মাসের ভিতরই প্রায় দেড় হাজার ছড়া তিনি দিলেন-কত যে বিষয় তার আর অন্ত নেই। কী যে ভঙ্গিমা তা'র—কবির ছন্দে বলছেন বটে কিন্তু কবিয়ানা তা'তে নেই—আছে গভীর জীবনানুভূতির সুষ্ঠু একটা সহজ প্রকাশ! কত সত্য, কত শিব মঙ্গলময় সেগুলি—তাই কত সুন্দর! অল্পের ভিতর বিষয়টির মেক্যানিজ্‌ম্ ও অপূর্ব্বকৌশল যথাসম্ভব তিনি খুলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন! আলাপ-আলোচনা, শোনা, শোনান ও ছড়া লিপিবদ্ধ করার আকুল উন্মাদনায় দিনগুলি কোথা দিয়ে চলে যেত— টের পেতাম না! পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুর-বাড়ীর ঠিক অপর পারেই শিলাইদহ—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক প্রধান লীলাকেন্দ্র! কবি যেখানে মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভু—কবি যেখানে বাস্তব ঋষি—সেই ঋষির প্রতিভা যে সহজ লীলায়িত ছন্দে জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতাখচিত হ'য়ে অপরূপরূপে কবীরের দোঁহার মত বিকশিত হ'য়ে ওঠে—তারই অপূর্ব্ব নিদর্শন এই ছড়াগুলি! প্রত্যেকটিকে আমরা কুড়িয়ে-পাওয়া হীরার টুকরারই মত নবীন বিস্ময়ে সবাই মিলে নেড়ে-চেড়ে দেখতাম। কখন কোন্ টুকরোটি বেরুল দেখবার

জন্য দলে-দলে লোক সমবেত হ'ত! তাদের ছড়াগুলি প'ড়ে শোনান হ'চ্ছে—শুনতে শুনতে আবার হয়তো তাঁর গভীর তারে ঘা পড়ে গেল—তৎক্ষণাৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠত তা',—আরো কত ছড়া টুক্ ক'রে বেরিয়ে আসত! এইভাবে কত না ছুতোয় কত ছড়া তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়ে নিত্য নির্গত হ'ত—বিভিন্ন বিষয়ের কত অপূর্ব্ব সহজ সমাধান নিয়ে! সাধারণতঃ গেঁয়ো রকমের হ'লেও ভাব, ভাষা ও ছন্দের ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যবান গতিভঙ্গিমায়, প্রেরণার দুর্ব্বার আবেগে, অনুভূতির গভীরত্বে, ব্যাপকত্বে ও বৈচিত্র্যে, উদ্বোধনার তড়িৎ সংঘাতে, বিজ্ঞান ও রসের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে, দীপন সৌন্দর্য্যে, অনবদ্য মাধুর্য্যে—সর্ব্বোপরি অপূর্ব্ব সমাধানের মূর্ত্তি নিয়ে সহস্রদল লীলাকমলের মত স্বতঃই বিকশিত হ'য়ে উঠত সেগুলি—পরম কল্যাণময় খামখেয়ালের মত! আনন্দে আমরা সে স্বতঃ-উৎসারিত সুধাপানে বিভোর হ'তাম! প্রতিদিন শ্রবণদ্বার দিয়ে এই শ্রুতিসমূহ অন্তরে প্রবেশ ক'রে ধীরে-ধীরে এক নূতন জীবনবেদ রচনা ক'রে তুলল! কত না বিষয়ে সহস্র-সহস্র ছড়া, গান, কবিতা শ্রুতির ভেতর দিয়ে লিপিবদ্ধ হ'ত—তাই শোনবার পর এগুলি লেখা হ'ত বলে, 'অনুশ্রুতি' এই নামে এগুলি প্রকাশিত হ'ল। বিভিন্ন বিষয়ে সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে এগুলি বলা—তাই পরস্পর এদের খুব বেশী সামঞ্জস্য ও পারম্পর্য্য থাকা মোটেই সম্ভব নয়। তবুও আমাদের বুদ্ধিমত তাঁর বিভিন্ন বিষয়ক উক্তিগুলি যথাসাধ্য গ্রথিত ক'রে আমরা সাজিয়ে এই 'অনুশ্রুতি' প্রকাশ করছি। এই গ্রথিত-করণের যা-কিছু ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা সবই আমাদের!

বলা বাহুল্য, এখন যেভাবে, যে-পর্য্যায়ে এগুলি প্রকাশিত হ'চ্ছে, গোড়ায় এমন ক'রে তিনি এই ছড়াগুলি বলেননি। পূর্ব্বেই বলেছি—বিভিন্ন সময়ে উক্ত এসব ছড়ার প্রত্যেকটি যদিও নিজস্বভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবুও এগুলির মধ্যে একটা ধারা, ক্রমপারম্পর্য্য ও পরিণতি দেখা যাচ্ছে— আর সব-কিছু মিলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সত্তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও জীবনবেদ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—যা'স্বমহিমায় বিপ্লবজলমন্ত্রে রূপ পরিগ্রহ করেছে—কোনটাকে ভেঙ্গে নয়, কিন্তু সব-কিছুর একটা কেন্দ্রায়িত সংশ্লেষী সমন্বয়ে-ক্ষয়ের জয়গানে নয়, বৃদ্ধির উদাত্তসুরে-মরণের উদার আলিঙ্গনে নয়, জীবনের তাপস অভিনন্দনে—কাউকে ছোট ক'রে নয়, কিন্তু সবাইকে বড়র দিকে মুখ ফিরিয়ে চলন্ত ক'রে,—বিজ্ঞকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন ক'রে নয়, কিন্তু অজ্ঞকে হাতে-কলমে বিজ্ঞতায় উন্নীত ক'রে,—জীবনের ক্ষুধা, যৌন আকাঙক্ষা ও অন্যান্য প্রবৃত্তি-প্রয়োজনকে অস্বীকার ক'রে নয়, কিন্তু তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে-তাদিগকে সত্তাসর্ব্বদ্ধনী ক'রে, সত্তাসর্ব্বদ্ধনার অপচয়ী যা' তা'তে অহিংস হ'য়ে নয়-কিন্তু তা'কে নিরোধ ক'রে সক্রিয়তায়, ধনিক-শ্রমিকের বিরোধ সৃষ্টি ক'রে নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি শ্রমিককে আদর্শ ধনিক ক'রে তোলার অপূর্ব্ব কলাকৌশল উদ্ভাবনে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে নয়, কিন্তু তা'কে সার্থক ক'রে সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে—ইষ্টানুগ পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রগতিপন্ন ক'রে সংহতি-শক্তিতে ও ঐক্যে—ব্যক্তিস্বার্থকে বলি দিয়ে নয়, কিন্তু তাকে স্বতঃ ক'রে তুলে পারিপার্শ্বিকের সেবায়, সংঘ বা সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে নয়, কিন্তু তাকে সার্থক ক'রে তুলে প্রতি বৈশিষ্ট্যের উৎসারণে, বাস্তবতাকে উড়িয়ে দিয়ে নয়, কিন্তু তা'কে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলে আদর্শে। নবযুগের এই নবীন জীবনতন্ত্র—এই 'অনুশ্রুতি'তে ধর্ম্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সমাজ, সাহিত্য, বিবাহ, প্রজনন, সমাজসংস্কার, রাষ্ট্র, দর্শন, বর্ণাশ্রম, দশবিধ-সংস্কার, সাধনা ও কৃষ্টি প্রভৃতি জীবনের কোনদিকই বাদ যায়নি—এমন-

কি প্রবৃত্তিপ্ররোচিত কুৎসিত কলঙ্কিত জীবনও অধঃপাতের দিকে আরও না হ'য়ে কেমনভাবে নিম্নাবস্থা হ'তে উন্নীত হ'য়ে নিজেকে ভাবী জীবনে ধন্য ও সার্থক ক'রে তুলতে পারে—ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে, কুৎসিত সংক্রমণকে সংকীর্ণ ক'রে-তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অঙ্কিত করতে তিনি কসুর করেননি! অতি ব্যাপক মানব-জীবন এর পরিধি—তাই সাধারণের সুবিধার জন্য এমনতর ক'রে ছড়াগুলি অখণ্ড সমগ্ররূপে গুচ্ছে-গুচ্ছে স্তরে-স্তরে সাজান হ'ল—যাতে যার যেমনতর প্রয়োজন তিনি তেমনি ক'রে এই মহাজীবন-কোষখানি তাঁর ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন।

ছড়া ও কবিতাগুলি আত্মবিস্মৃত জাতির মূর্চ্ছাহত চেতনানয়নে বিশল্যকরণীস্বরূপ। এগুলি পাঠ ক'রে আমরা আমাদের সত্তা ও কৃষ্টিকে নূতন ক'রে ফিরে পাই, হারিয়ে-যাওয়া জীবন যেন তা'র সব জলুস দিয়ে বিমোহনমূর্ত্তিতে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়! পূর্ব্বেই বলেছি, সমাজের কল্যাণের দিকে চেয়ে মানুষের দোষ, ত্রুটি, দুর্ব্বলতা সব সত্ত্বেও তাকে কেমন ক'রে পরিশুদ্ধ ক'রে সত্তাসম্বর্দ্ধনার পথচারী ক'রে তোলা যায়, সমাজের প্রাণশক্তি ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রেখে,—তারও অমোঘ অমৃত সংকেত এর মধ্যে দেওয়া আছে। এর অনেক কিছু প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হ'তে পারে—কিন্তু তা' জাতির উচ্ছৃঙ্খল অবনতিকে উন্নত করবার অমোঘ বিধি ও নীতিতে সার্থক। বাস্তবতার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে শুভবুদ্ধি-প্রবুদ্ধ হ'য়ে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সশ্রদ্ধ, নিরাসক্ত, প্রাজ্ঞ ভঙ্গীতে যদি আমরা অনুধাবন করি তবে তা'র অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা আমাদের কাছে স্বতঃই প্রতিভাত হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ছড়াগুলির আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এ-গুলির ভিতর চুম্বকে তত্ত্বগুলি সূত্রাকারে প্রকাশিত থাকলেও ঐ স্বল্প পরিসরেই প্রায় ব্যাপার বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত তথ্য ও মরকোচ উদঘাটিত করা আছে, তাই এর ভিতর-দিয়ে মানুষের ভাবসম্পদ যেমন বৃদ্ধি পাবে, বোধসম্পদও তেমন পুষ্ট হবে, এবং ফলে মানুষের চলার পথ সুগম ক'রে তুলবে। সমগ্র গ্রন্থখানিই মোহমগ্ন, তন্দ্রাচ্ছন্ন, তমঃ-অভিভূত জাতির রুদ্ধদ্বারে প্রচন্ড কর্ম্মের বিপ্লব-বজ্র-আহ্বান নিয়ে আজ সমুপস্থিত। আমরা যেন সেই মহা-আহ্বানে যথাযথ সাড়া দিতে পারি,—হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী—সব-কিছু দিয়ে!

জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে—ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মহারা বিকৃত বোধনা ও বিপরীত চলনা যখন প্রলয়ান্ত প্রচন্ডতায় সব-কিছু গ্রাস ক'রে দুনিয়ার দরবারে আমাদের দেউলিয়ার বেশে দাঁড় করাতে উদ্যত হয়েছে,—বিধাতার অঙ্গুলি-হেলনে যুগ-প্রয়োজনে সেই মুহূর্ত্তেই বিকশিত হ'য়ে উঠেছে ভারতের শাশ্বতসাধনার চিন্ময়ী প্রজ্ঞা—এই সমাধানী অমর বাণী-মূর্ত্তিতে! তাঁর দৈবী আশীর্ব্বাদ—অনুশাসন-বাক্য—আমরা যেন পরম-শ্রদ্ধায় ভক্তি-অবনতচিত্তে গ্রহণ ক'রে, জীবনে প্রতিফলিত ক'রে, সমাজের স্তরে-স্তরে, পরতে-পরতে, কথায়-কথায়, গাথায়-গাথায়, চিত্রে-চরিত্রে, কর্ম্ম-কলায় চারিয়ে দিয়ে নবীন জীবনচর্য্যার উদ্বোধনে সপারিপার্শ্বিক ধন্য হতে পারি,—কৃতকৃতার্থ হ'তে পারি—তবেই এ 'অনুশ্রুতি' নবীন জীবনবেদরূপে গৃহে-গৃহে আবালবৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে-কণ্ঠে বিঘোষিত হ'য়ে নব সঞ্জীবনী-মন্ত্রে জন ও জাতিকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবে! বন্দে পুরুষোত্তমম্।

বিনয়াবনত

সৎসঙ্গ, দেওঘর — শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

১লা আষাঢ়, ১৩৫৬ — শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

## তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। এই সংস্করণে প্রতিটি ছড়া মূলের সাথে ভালভাবে মিলিয়ে দেখে দেওয়া হ'ল। এই মুদ্রণে কোন-কোন ছড়ার মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাবে। সেগুলি পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর পরবর্ত্তীকালে যেমন-যেমন বলেছেন সেইভাবেই ক'রে দেওয়া হয়েছে। তা' ছাড়া, পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে বেশ কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও ছিল। সেগুলিও সংশোধন ক'রে দেওয়া হ'ল। আর, বিবাহ, ব্যবহার, বৃত্তিধর্ম্ম, সংজ্ঞা, অনুরাগ, কর্ম্মকৌশল, ধর্ম্ম, সাধনা, আর্য্যকৃষ্টি, এই নয়টি বিভাগের কয়েকটি ছড়া অন্যান্য বিভাগেও সন্নিবেশিত হ'য়েছিল। এবার সেই পুনরুক্তি বর্জ্জিত হ'ল। মোট ১৫টি ছড়া এইভাবে ক'মে গেছে! তার ফলে, এই গ্রন্থে মোট ছড়ার সংখ্যা এখন দাঁড়াল ১৯২৫।

প্রতিটি ছড়াই জীবনে চলার পথের অপরিহার্য্য পাথেয়। এগুলি নিত্য অধ্যয়ন ও অধিগমন করার ভিতর-দিয়ে মানুষের জীবনে নেমে আসুক স্বস্তি, স্বধা ও সংবর্দ্ধনা-এই আমাদের প্রার্থনা পরমপিতার শ্রীচরণে।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
ইং ১৪/১/১৯৮৩
২৯শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৯

বিনয়াবনত
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

## ভূমিকা
### (চতুর্থ সংস্করণ)

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ছড়া-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ড। এই গ্রন্থের বর্তমান চতুর্থ সংস্করণটি তাঁরই জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই বাণীগুলি প্রতিটি সংসারে পঠিত, পাঠিত ও পরিবেশিত হ'য়ে আনুক সাম্যচলন, বিদূরিত করুক সকল অজ্ঞান অন্ধকার, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

প্রকাশক

সৎসঙ্গ, দেওঘর
দোল পূর্ণিমা
১৩৯৩ বাং

# ভূমিকা
## (পঞ্চম সংস্করণ)

অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। অদ্যাবধি অপ্রকাশিত দুটি ছড়া এই খণ্ডে আদর্শ অধ্যায়ে সংযোজিত হ'ল। তার ফলে আদর্শ অধ্যায়ের মোট বাণীসংখ্যা হ'ল ৮২।

বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এবং সহজ আবৃত্তিযোগ্য এই অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডটি প্রতি সংসারে পঠিত ও আলোচিত হয়ে দূর করুক সর্ব্ববিধ অজ্ঞান-অন্ধকার, প্রতিটি জীবনকে ক'রে তুলুক কেন্দ্রায়িত, উচ্চেতিত ও সদাচার-সংবুদ্ধ, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

শ্রীঅশোক চক্রবর্ত্তী

# ভূমিকা
## (ষষ্ঠ সংস্করণ)

অনুশ্রুতি প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

মানব জীবনের সর্ব্ব-সমস্যা-সমাধানী এই বাণীগুলি প্রতিটি সংসারে পঠন পাঠন আলাপ-আলোচনা ও পরিবেশনার মাধ্যমে প্রতিটি জীবনকে শান্তি স্বস্তি সমৃদ্ধের অধিকারী ক'রে তুলুক, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
১লা বৈশাখ
১৪ এপ্রিল, ২০০৪

প্রকাশক

সত্তা সচ্চিদানন্দময়, অসৎ-নিরোধী স্বতঃই
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তাহাই ধর্ম্ম
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি
ধৃতি আনে সহানুভূতি
সহানুভূতি আনে সংহতি
সংহতি আনে শক্তি
শক্তি আনে সর্ব্বর্দ্ধনা;
আর, ঐ ধৃতি আনে প্রণিধান
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতনসমুত্থান!

## পঞ্চবর্হি*

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বপূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি
সত্তানুগুণ বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি
পূর্ব্বাপূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি
ইহাই আর্য্যায়ণ
ইহাই সদ্ধর্ম্ম
আর ইহাই শাশ্বত শরণ্য।

---

* হিন্দুমাত্রেরই এই পঞ্চবর্হি বা পঞ্চাগ্নি স্বীকার্য্য—তবেই সে হিন্দু, হিন্দুর হিন্দুত্বের সর্ব্বজনগ্রহণীয় মূল শরণমন্ত্র ইহাই।

## সপ্তার্চ্চি*

নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ।
তথাগতাগ্র্যো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট বিশেষবিগ্রহঃ।
তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যন্নেতরৎ।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ।
সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগজীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।
বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ
স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে—ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়।
তথাগত তাঁর বার্ত্তাবহগণ অভিন্ন।
তথাগতগণের অগ্রণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম পূর্ব্বপূর্ব্বগণের পূরণকারী
বিশিষ্টবিশেষবিগ্রহ।
তদনুকূলশাসনই অনুসর্ত্তব্য—তদিতর কিছু নহে।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়—অপোহ্য নহে।
বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষহেতু
প্রতিলোমাচার স্বভাবপরিধ্বংসী।

*    *    *    *    *

"মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুম্ অবলোপয়।"
ম'রো না, মেরো না, যদি পার মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর।

---

* পঞ্চবর্হি যেমন প্রত্যেক হিন্দুর স্বীকার্য্য ও গ্রহণীয়, এই সপ্তার্চ্চিও তেমনি প্রতি মানবের অনুসরণীয় এবং পালনীয়।

আমার কথাগুলি যদি তোমার-
শুধু কথা-ভেতরেই খোরাক মাত্র হয়-
করার বা আবরণের ভেতর দিয়ে
পোশাকে যদি-
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পারে-
তবে-
পাওয়া যে তোমার
উম পাঁজরেই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয়-

তোমার "আমি"

# সূচীপত্র

# নীতি

না ক'রে যে পেতে চায়
দুঃখ তা'র পিছে ধায় । ১।

ভাবে বলে করে না
তা'র কেউ ধারে না । ২।

'হাঁ' বলাকে এড়িয়ে চলে
পারার ঝোঁকটি পড়েই ট'লে । ৩।

'না'র সাথে যা'র কোলাকুলি
'না'র বুকেতে পড়েই ঢুলি' । ৪।

ভাবে কয় করে না
আশা তা'র ফলে না । ৫।

দোষ-দেখা ঝোঁক গজালে ওরে
সেই দোষেতেই ধরবে তোরে । ৬।

শূন্যে যা'রা ঝোলে
পড়েই মাটির কোলে । ৭।

বলায় পটু কাজে কম
নিজেই হয় নিজের যম । ৮।

স্বভাব-দোষেই অভাব ঘটে
সৎক্রিয়তায় বিভব বটে । ৯।

সৎক্রিয়তার বাড়া ঝোঁক
নিপাত যাক্ অভাব-রোগ । ১০।

কর্জ্জে দান সঙ্গতি নাই
বাড়বে শুধু ব্যর্থতাই । ১১।

গোলামী ক'রে বইলে জীবন
বংশ লোভী নয় বিচক্ষণ । ১২।

গোলামী ক'রে বইলে জীবন
বংশ হারায় চক্ষী চলন । ১৩।

ভাল কয়, ধরে না
দুর্দ্দশা ছাড়ে না । ১৪।

মান ভয়ে যা'র কপট চলন
থামেই কিন্তু তা'র উন্নয়ন । ১৫।

বিপদ-কালেই আপদ-নীতি
তা' বিনে সে মরণ-নীতি । ১৬।

পেতে চাস্ তো দিতে থাকিস্
যে-অবস্থায় যেমন পারিস্ । ১৭।

বিপদ্ ভেবেই ঘাব্ড়ে যায়
জানিস্ আপদ্ তা'রেই খায় । ১৮।

যেটা নাই পেতে চায়
লোকে বেশী কয় তা'য় । ১৯।

অপাত্রে অযোগ্যে দান
দাতা গ্রহীতা দুই-ই ম্লান । ২০।

কর্ম্মহীন চিন্তা সৎ
পাথর-বাঁধা নরক-পথ । ২১।

শ্রদ্ধা-তপে যোগ্য যা'রা
দাবীর পূরণ পাবেই তা'রা । ২২।

অকৃতজ্ঞ দুর্ব্বলের
সমর্থনই হয় পাপের । ২৩।

মননে করণে মিতালি নাই
খাঁকতি জ্ঞানের সর্ব্বদাই । ২৪।

পণ ক'রে নেয়, দেয় না
শতেক দিলেও পায় না । ২৫।

বৃদ্ধিতে যা' হানি আনে
টেনে নেয় তা' নরক পানে । ২৬।

অপাত্রে দান সিদ্ধ নয়
ওতে কিন্তু বাড়ায় ভয় । ২৭।

লাভ না দিয়ে চাওয়ার দাবী
খাওয়ায়, খায় সে স্বতঃই খাবি । ২৮।

কথায় নীতি, কাজে নয়
ভণ্ডামিতেই তা'র ক্ষয় । ২৯।

না ভজালে নিন্দা-ঘোঁট
ধরে বিপাক, করে জোট । ৩০।

স্বভাব-গুণেই অভাব নষ্ট
এটা কিন্তু খাঁটি স্পষ্ট । ৩১।

পারাতে সন্দেহ যার
সে কি কভু করে?
পারগতা দূরে যায়
পথ যায় স'রে । ৩২।

বিপদে যদি বাঞ্ছা থাকে
বিপন্নতায় টান,
ভাল দেখে কাতর হ'তে
হ'য়ো রে আপ্রাণ । ৩৩।

যে-সংস্রবে শরীর-মনে
তোমার যেমন হয়,
অপরেরও ঠিক তেমনই
জেনো তা' নিশ্চয় । ৩৪।

অর্জ্জী যদি নাই হ'লি তুই
ভালমন্দ কী?
বিদ্যাবুদ্ধি লাখ থাকুক না
ছাইয়ে ঢালা ঘি । ৩৫।

হয় না যা'র—
পায় না সে,
ব্যর্থ জীবন
হা-হুতাশে । ৩৬।

অভাব যদি সুভাব ভাঙ্গে
ভাবটা হ'ল কী?
ভাবের নামে করলি যা' তুই
ঢাললি ছাইয়ে ঘি । ৩৭।

যেথায় যেটুক বললে তুমি
ফল পাবে সুন্দর,
সেইটুকুই তো ন্যায্য বলা
নইলে অবান্তর । ৩৮।

কী চাস্ আগে ঠিক ক'রে নে
দ্যাখ্ সোজা পাস্ কী ক'রে,
ওরে পাগল, বৃত্তি-মাতাল!
সৎভাবে চল্ তা'ই ধ'রে । ৩৯।

পথ খুঁজে তুই কাল হারালি
অনুষ্ঠানের মহড়ায়,
অনুষ্ঠানই বস্‌লো পেয়ে
পাওয়া গেল গোল্লায় । ৪০।

বিধির নিয়ম পালবি যেমন
যতটা বা যতটুকু,
কেটে-ছেঁটে সব মিলিয়ে
পাবিও ফল ততটুকু । ৪১।

হিতের পথে মিষ্টি বোল
সুকৌশলী সমাধান,
সহ্য ক'রে কৃতী হওয়াই
কর্ম্মফলের অবসান । ৪২।

কারু স্তুতি করবে না যে
আপন কথায় ব্যস্ত,
হামবড়ায়ী আহম্মক সে
সকল সময় ত্রস্ত । ৪৩।

যা'-যা' ক'রে চললে ভাল
সেই চলনে ধা'—
অমনতর ঠিক চলনে
আসেই সুবিধা । ৪৪।

প্রতিযোগিতায় ইতর অহং
মাথা তুলেই রয়,
প্রতিপূরণে আত্মপ্রসাদ
চিত্তপ্রসার হয় । ৪৫।

তালিম মত তাল মিলিয়ে
না চললে কোন তালে,
করার ফলটি শুকিয়ে ওঠে
না-পাওয়া ঘটে ভালে । ৪৬।

আগের করা কর্ম্ম যত
প্রসব ক'রে ফল,
ধায়ই জানিস্ জীবের পিছু
দিয়ে বলাবল । ৪৭।

আলোচনায় বুঝ-মীমাংসা
চাহিদা ওঠে জেগে,—
পাওয়ার মতন কর্ম্ম করায়
আগ্রহ ছোটে বেগে । ৪৮।

পাওয়ার ধ্যান তুই যতই করিস্
করার তপটি বাদ দিয়ে,
পাওয়ার আশা বন্ধ্যা ততই
নাকাল হ'বি খেদ নিয়ে। ৪৯।

সব সময়েই ভাল কথায়
হয় না সবার আনতি,
যদি তা'দের নাই রে থাকে
মন-অবস্থার সঙ্গতি । ৫০।

প্রয়োজনে সুবিধা নেয়
স্বার্থে ক্ষতি করে,
অকৃতজ্ঞ এমন হ'তে
থাকিস্ দূরেই স'রে । ৫১।

পাওয়ার দিকে ঝোঁক দিলে তোর
করার নেশা টুটবে,
করার দিকে ঝোঁক দিলে তোর
আপনি পাওয়া ফুটবে। ৫২।

আপদ্-ধর্ম্মে বইলে জীবন
বিপদ-পায়েই থাকতে হয়,
সুপথ থাকে দূরেই স'রে
মরণ গাহে যমের জয় । ৫৩।

করার রোখটি বৃত্তি-মায়ায়
রুদ্ধ হ'য়ে পড়ে,
অভীষ্ট তা'র হয় না পূরণ
দুঃখ তা'রেই ধরে । ৫৪।

তা'তেই শুধু অবাধ তুমি
যা'তেই ভাল হয়,
পারই না তা' করতে যা'তে
পরের আনে ক্ষয় । ৫৫।

শুনেই বুঝিস্ করলে কিবা
হয় বেদনার ক্ষয়,
মন না বুঝে করলে সেবা
সবই ব্যর্থ হয় । ৫৬।

লাখ ধান্দায় মনটি ব্যস্ত
ইষ্ট-ধান্দাই বইলি না,
তবুও চাস্ বিধির দয়া
মতিচ্ছন্ন বুঝলি না ! ৫৭।

বেকুব বিবেচনার ফলে
অশুভ পণ করিস্ যদি
করিস্ নে তা', বিনিয়ে বলিস্—
রাখিস্ মনে নিরবধি । ৫৮।

কথাই দাও আর পণই কর
বুঝেই ক'র তা',
বেচাল কওয়া, বেকুবী পণ
আনেই শঠতা । ৫৯।

প্রতিজ্ঞা যদি ক'রেই থাকিস্
যদি তা' সৎ হয়,
প্রাণপণেতে পালবি সেটা
পাবি ওতেই জয় । ৬০।

সামর্থ্যে তোর সজাগ থেকে
দায়িত্ব নিবি যত,
জীবন হবে সহনপটু
হবিই রে উন্নত ।৬১।

দোষদৃষ্টি রাখলে পুষে
ভাবনা কিসের আর?
সত্বরই তুই শিকার হবি
ব্যর্থ প্রহেলিকার ।৬২।

কর্ম্মকে যে খেলিয়ে নিয়ে
ফলেই করে সমাহার,
এই ঝোঁকেতে চলন যাহার
ফলই ধারে তাহার ধার ।৬৩।

পারবি রে তুই কী?
কারু ভাল করবি না তুই
কথার চক্‌মকি—
পাওয়ার বেলায় ন্যায়পরতা
কেবল ঝক্‌ঝকি ! ৬৪।

যা' ইচ্ছা তাই করবে তুমি
তা' কিন্তু রে চলবে না,
ভাল ছাড়া মন্দ করলে
পরিস্থিতি ছাড়বে না। ৬৫।

সাশ্রয়ে যে কাজ ক'রে দেয়
সুষ্ঠু সমাপন,
মন্দ দলি' খ্যাতি রটায়
হিতার্থী সে-জন। ৬৬।

সন্দেহেতে দোদুল চিত্ত
ভেবেই দেখে দোষ,

আপদ-বিপদ আনেই ডেকে
কী আছে আপসোস? । ৬৭।

বিপদ বাধা অন্তরায়ের
কাঁটায় ভরা ভেবেই পথ,
থেমেই যদি যাস্ রে ওরে
ভাবিস্ পূরবে মনোরথ? ৬৮।

শোনা কথায় চললে শুধু
তবেই কিন্তু ঠকবি,
কাজ-কর্ম্মে দেখবি যাহা
বুঝলি, সেটাই ধরবি । ৬৯।

মরণ-সমর মথন ক'রে
সামাল দিয়ে সকল দিক,
দ্রষ্টা ঋষিই বক্তা নীতির—
নীতিই জাতির বাঁধন ঠিক । ৭০।

উচিত-বাদের দম্ভ কর
হিতের ধারটি ধারছ না,
এমন চলায় চললে জেনো
পাবেই পাপের লাঞ্ছনা। ৭১।

দিতে চেয়ে স্বার্থ-নেশায়
করে প্রবঞ্চনা,
দুঃখ তাহার দারুণ বেগে
আনেই লাঞ্ছনা । ৭২।

পালক যে তোর সাশ্রয়ে সে
উপ্‌চে ওঠে সেইটে কর্,
না করলে তোর বাঁচা-বাড়া
ক্রমেই যাবে যমের ঘর । ৭৩।

লোকের করায় চ'লছ বেঁচে
এটাও যেমন সত্য,

তোমার করাও তেমনি তা'দের
    বাঁচা-বাড়ার পথ্য। ৭৪।

যা'রই রে তুই খেয়ে মানুষ
    ধারিস সদাই তাহার ধার,
দুর্ব্বিপাকে অমনি যাবি
    চাওয়ার আগেই করবি তা'র । ৭৫।

জীবন-চলায় স্বাধীন তুমি
    মরণে কিন্তু নয়,
মরণ-চলন সংক্রমণে
    অন্যেরও হয় ক্ষয় । ৭৬।

কামিনী-কাঞ্চন নয় রে দোষের
    প্রেষ্ঠ-স্বার্থী যদি হয়,
প্রেষ্ঠ-স্বার্থে আনলে ব্যাঘাত
    ত্যাগই কি তা'র উচিত নয়? । ৭৭।

বিশিষ্টকে করলে বাতিল
    যম-বাঘা সব পিছু ধায়,
চলার পথে বিনা বাধায়
    ঘাড় মট্‌কে রক্ত খায়। ৭৮।

হোস্‌না রে তুই কৃপণ-স্বভাব
    করায় করবি পণ,
কৃপণতায় কাছিম করে
    পড়শী-বিরাগ-মন । ৭৯।

ফলের নেশায় করলে রে কাজ
    করার ঝোঁকটা হয় শিথিল,
নিষ্ফলতা মুচ্‌কে হেসে
    বেকুব বুদ্ধি করে হাসিল । ৮০।

গণকে যদি গুরুর পূজায়
বাড়িয়ে তুলতে পারিস্,
সাফল্য তোর সামগানেতে
ভ'রেই তুলবে দিশ্ । ৮১।

হামবড়ায়ী স্পর্দ্ধী নেশার
যখনই যে ব্যাঘাত হানে,
তখনই তা' মুষড়ে গিয়ে
ফোলেই ক্রোধে অভিমানে । ৮২।

ভাল-প্রয়াসী মন্দ যা'
সেও তো ভাল ঢের,
ভাল-মুখোসে মন্দ ঘৃণ্য,—
লোকে পায় না টের । ৮৩।

অর্থ যখন সবার স্বার্থ
বিশিষ্টতায় করে পূরণ,
সাম্যে ভরা সেই নীতিটা
সাম্য-নাচেই নাচে তখন । ৮৪।

উদ্‌ভাবনী বুদ্ধি-হারা
একঘেয়ে যা'র উপার্জ্জন
যোগ্যতাহীন বুদ্ধি বেকুব
সেই মানুষই হয় কৃপণ । ৮৫।

চিন্তা যদি একপেশে হয়
সঙ্গতি সব বাদ দিয়ে,
বুঝের মাথা ঘায়েল ক'রে
আসবে দম্ভ অবুঝ নিয়ে । ৮৬।

রোগ বা বিশেষ কারণ ছাড়া
কর্ত্তা, চাকর আর স্বজনে
সমান খাবার, ন্যায্য তোষণ—
চলেই এমন শ্রেষ্ঠগণে। ৮৭।

একের স্থিতি অন্যের টানে
অন্যে একের পানে,
এমনি ক'রেই সত্তা সকল
চ'লছে র'য়ে স্থানে। ৮৮।

যা' পেয়ে যে বাঁচাবাড়ার
চলায় যত উন্নত,
তা'ই বুঝে তা' করলে রে দান
সার্থক সে দান হয় তত। ৮৯।

বড়র মত চাল মারিস্ তুই
চালিয়াতি চাল ধ'রে,
অভ্যাস, ব্যবহার, দক্ষতা আন্—
নইলে বড় কী ক'রে?। ৯০।

এক লহমার বেফাঁস কথা
চিন্তা, কর্ম্ম, আলোচনা,
ছোটেই নিয়ে পিছু-পিছু
দুরদৃষ্টের কী লাঞ্ছনা!। ৯১।

বিধির নীতির একটু ব্যাঘাত
একটু অবহেলা তা'র,
আকাশ-পাতাল তফাৎ করে,
দুঃস্থি আনে অবস্থার। ৯২।

শ্রেষ্ঠ জনে করলে প্রণাম
নিয়ত মাথা ঠেকিয়ে পায়,
নিজের ভাল হ'লেও কিন্তু
তাঁ'র আয়ুটি ক্ষ'য়েই যায়। ৯৩।

এমন তাপের করবি সৃজন
অত্যাচারের হয় নিকেশ,
অনুতপ্ত অত্যাচারীর
রয় না যা'তে পাপের লেশ। ৯৪।

যে দায়িত্ব নেবে যাহার
ঝটিতি কর তা',
কথা দিলেই করবে যা'তে
রয় না কৃতঘ্নতা। ৯৫।

যুক্তি-কারণ না বাতলে তুই
উড়িয়ে দিস্ না কারু কিছু,
বাতলে শুভ মন্দে বাতিল
করলে আসে শুভই পিছু। ৯৬।

পুরাতনের চর্য্যা নিয়ে
নূতনে ক'রে স্থিতি,
আদর্শেতে চলবি সাধু—
এই তো চলার নীতি। ৯৭।

দান ক'রে যে হরণ করে
কিংবা বেশী লয়,
কুহক-ঝরা কুদিন এসে
সকলই করে ক্ষয়। ৯৮।

বিধি কিন্তু নয়কো জ্ঞানী,
নয়কো জ্যান্ত, নয় চেতন—
ইষ্টানুগ বেত্তা-জ্ঞানীর
জ্ঞানেই বিধির নিয়ন্ত্রণ। ৯৯।

বিধির নীতির একটু বেচাল
একটু বেসামাল,
দক্ষতাহীন শিথিল চলন
ভাঙ্গেই জীবন-তাল। ১০০।

নিন্দা-কথায় কান দেয় যে
মোকাবিলায় মিলায় না,
অনাহূত পাতিত্য পায়
শুভ তা'রে চালায় না। ১০১।

জীবনধারার সহজ ঝোঁকেই
ধ'রে চলা নীতির পথ,
বৃত্তিমুখর প্ররোচনা
বাঁকিয়ে ধরায় নীতি অসৎ। ১০২।

অসৎ কর্ম্ম করবি না আর
প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হ'বি,
এই নীতিতে অপকর্ম্মীর
পরিত্রাণে যত্ন ল'বি। ১০৩।

কারু বিষয় ভালমন্দ
বুঝলেও কিন্তু মনে বেশ,
বলতে বলিস্ হিসেব ক'রে
নইলে পাবি শুধুই দ্বেষ। ১০৪।

কাজ ও কথায় অমিল যেথায়
লোক-ভাঁড়ান গোপন চলন,
এমন চলায় নিছক জানিস্
লুকিয়ে আছে কুটিল পতন। ১০৫।

ভাল বললেও উল্‌টো বোঝে
রূঢ় ভাষায় প্রতিদান,
স্বর্গও যদি মর্ত্ত্যে আসে
তৃপ্তিতে তা'র নাইকো স্থান। ১০৬।

কুহক-বিধুর কৃতজ্ঞতা,
ন্যায়পরতা, নীতির টান,
ইষ্টহারা অনর্থেতে
করেই জীবন অবসান। ১০৭।

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন যে
বিশ্বাসঘাতক,
তা'র সঙ্গ সাহচর্য্য
অনন্ত নরক। ১০৮।

যেমন করায় যা' ফল মেলে
তেমনি যদি না কর তা',
প্রাপ্তিপথে ব্যাঘাত আসে
দুঃখ-সহ ব্যর্থতা। ১০৯।

চিন্তাগুলি কর্ম্মে যতই
বিচ্ছুরিয়ে মূর্ত্ত হয়,
মগজটা তোর অমনি হ'লেই
উত্তেজনা-মুক্ত রয়। ১১০।

উপদেশ আর বুদ্ধিদানই
আত্মপ্রসাদ যা'র আনে,
রিক্ত-কর্ম্মা এমন জনার
সার্থকতা নাই প্রাণে। ১১১।

যে সময়ে লাগবে যা'-যা'
গুছিয়ে আগেই ব্যবস্থিতি,
ক'রে সদা তৈরী থাকা
দক্ষকৃতীর স্বভাব-নীতি। ১১২।

অর্জ্জনাকে বাড়তি রেখে
ব্যয়টাকে কর নিয়ন্ত্রণ,
এমনতর চলিস্ যদি
চলনা পাবে স্থিত-চলন। ১১৩।

বুকের পাঁজর চূর্ণ ক'রেও
সুখী করার সব প্রয়াস,
এক লহমার চলা-বলা
ঘৃণ্য হ'লেই সব নিকাশ। ১১৪।

সজাগ সন্ধিৎসা নিয়ে
চলাই ভাল সর্ব্বদাই,
কোন্ অবস্থায় কীই বা ভাল
আগাম ভেবে করবি তা'ই। ১১৫।

শাস্তি দেওয়ায় শান্তি যদি
নাই আনতে পারে,
মাছি-বওয়া সংক্রমণায়
শান্তি ছিটবে না রে? ১১৬।

তাচ্ছিল্যই যদি থাকে—
অবুঝ হ'তে ভাবনা কিসের?
ব'সে পাবি তুই তা'কে ! ১১৭।

যে-ভাব নিয়েই থাকিস্ না—
সেই ভাবেরই দক্ষতাতে
চল্‌বি রে তুই জানিস্ না? ১১৮।

স্মৃতির বুকে অযুত নীতির
হীরক-মাণিক জ্বলে
সেইটি বুঝে কুড়িয়ে পড়িস্
সুফল যা'তে ফলে। ১১৯।

অস্তিত্ব সহ আদর্শকে
সার্থক পূরণ করে,
এইটি বুঝে কহিস্ করিস্
ঠকবি নাকো পরে। ১২০।

পাওয়া-দেওয়ার মাঝখানে—
চলে জীবন পুষ্টি পেয়ে
স্বস্তি-পায়ে—সাবধানে। ১২১।

শোক যদি রে তুলতে পারে
করায় বলায় স্বর্গপানে,
তবেই তা'কে রাখবি ধ'রে—
নইলে ছিঁড়িস্ সটান টানে। ১২২।

'না' সুন্দরী বধূ যা'র
'হয় না' যা'র শালা,

অলক্ষ্মী তা'র ঘরে গিয়ে
সব করেছে কালা। ১২৩।

তামিলদারী বুদ্ধি যাহার
পুষ্টপ্রখর ক্ষিপ্র হয়,
হুকুমদারী তা'রই সাজে
শক্তি গাহে তা'রই জয়। ১২৪।

গুণগ্রাহিতা-মুখর হ'য়ে
স্নেহপূর্ণ শাসন সেবায়,
সুফল চলায় জীবন চলে
দাঁড়িয়ে দীপন প্রতিষ্ঠায়। ১২৫।

ভাবের আবেগ রুদ্ধ হ'য়ে
অভিব্যক্ত নাই হ'লে,
ভাবটা যে তোর নিথর হবে
উঠবে না স্বভাব ফ'লে। ১২৬।

লোক-ক্ষুধা মিটল রে যেই
আদর-সেবা করলি না,
মর্য্যাদা যে ডুবল রে তোর
সম্পদে পা ফেললি না। ১২৭।

উৎস যা' তোর রক্ষণা তা'র
সুখ-সুবিধার চেষ্টা
যেই হারালি, ভর-জীবনে
ঘুচবে না তোর তেষ্টা। ১২৮।

ইষ্টাদর্শে পায়ে দ'লে
যেই গোলামী ভজে—
জীবনপথে হরেক কাঁটা
লোভে বংশ মজে। ১২৯।

সুচিন্তাতেই বিভোর র'লি
করলি না তো কাজে—
নরক-পথটি শ্বেত পাথরে
বাঁধলি ব'সে বাজে! ১৩০।

কোন-কিছুর ভারটি নিয়ে
যদিই তা' শেষ করতে নারিস,
না-পারায় তুই বিবশ হ'য়ে
ভূতের মত ছুটবি জানিস্। ১৩১।

নীতি দাবী করে না কারু
স্বস্তি-নেশাই নীতিকে ডাকে,
নীতি ধ'রেই বাঁচা, বাড়া
ওঠেই বেড়ে বাধার ফাঁকে। ১৩২।

ইষ্টস্বার্থ অটুট রেখে
যে-কর্ম্মেই না জুটলি,
সেবার পরশ পেয়েই তেমনি
গোলামিত্বে টুটলি। ১৩৩।

জন্ম নেছ একা কিন্তু
পরিস্থিতির মধ্যে,
বাঁচা-বাড়া রয়েছে তাই
তাহাদেরই সাধ্যে। ১৩৪।

ভৃত্যেরে তুই ভাবলি আপন
ভর্ত্তারে বাদ দিয়ে?
ভর্ত্তারই দান ভৃত্যে জোগায়
দেখ্ কৃতঘ্ন চেয়ে! ১৩৫।

যা' ব'লে কিছু নিবি কারু
করবি হ'য়ে অকপট,
না করলে তুই ঝুলিয়ে দিলি
লাভের পথে অন্ধপট। ১৩৬।

অসৎভরা অন্যায় যা'
উৎখাতে তা'র পুণ্য তোর!
প্রশ্রয় বা ঔদাসীন্যে
জানিস্ কিন্তু নরক ঘোর। ১৩৭।

কস্‌রতেতে সংযমী যেই
হ'তেই যাবি তুই,
কোন্ ফাঁকে তা'র বাঁধন ভেঙ্গে
ফেল্‌বে তোরে নুই'। ১৩৮।

কৃতজ্ঞতা ভুল হ'য়ে যায়
স্বার্থে অন্যায় দাবী,
উপকারীতে নাই অনুকম্পা
মিত্রে সন্দেহ-ভাবী,
বৃত্তিস্বার্থ ফুরিয়ে গেলে
সম্বন্ধ মিটে যায়—
এমন দেখলে বুঝে চলিস্
ছোঁয়াচ না লাগে গায়। ১৩৯।

যে-চাহিদায় ঝুঁকবি রে তুই
সেইটিই মন ভাব্‌বে,
যা' ক'রে তা' পেতে পারিস্
তা' থেকে কিন্তু সরবে,
পেতেই যদি চাস্ রে পাগল
সেইটি তবে কর্,
যে-করাতে ঝোঁক দিলে তোর
পাওয়াই হবে বর। ১৪০।

খুঁজিয়া জীবনী যত পাঁতি-পাঁতি করি'
সুবিচারে ভাল-মন্দ করিয়া বিচার,
নিজের জীবনটাকে উপযুক্ত করি'
প্রস্তুত থাকিও ভ্রমে পাইতে নিস্তার। ১৪১।

ভাবা যা' তা' ফুটলে করায়
প্রকৃত তখন হয়,
প্রকৃত হ'লেই জানিস্ ওরে
পাওয়ার উপচয়;
প্রকৃত যদি নাই হ'লি তুই
পাওয়া হবে না তোর,
ভাবের জলে তৃষ্ণা কি যায়?
তৃষ্ণায় রইবি ভোর! ১৪২।

# সন্তানচর্য্যা

আর্য্যনীতির দশ রকমের
সংস্কারেরই এমনি রীতি,
উপ্তি হ'তে খতম অবধি
পুষ্টি পোষণ সংস্কৃতি;
যে-সময়ে যে-বয়সে
যে-সংস্কার মাথা তোলে,
অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
জাগায় তা'রে শিষ্ট রোলে;
তা'র ফলেতে তেমনি ঝোঁকের
পায়ও এমনি রসাল গতি,
অভ্যাসে আর দক্ষতাতে
শ্রেষ্ঠ সবল হয় সন্ততি। ১।

জন্মযুত সংস্কার সব
শিশুর মাথায় ঘুমিয়ে রয়,
পারম্পর্য্যে সময়-মাফিক
ফাঁকে-ফাঁকে হয় উদয়;
পরিস্থিতির সাড়া পেয়ে
শিশু যেমন বৃদ্ধি পায়,
দেহ-মনের বৃদ্ধিক্রমে
সংস্কারও তেমনি গজায়। ২।

যে-বয়সে যে-সময়ে
যে-সংস্কার হয় উদয়,

সেইটি ধ'রে অভ্যাসেতে
না ধরালে উবেই ক্ষয়;
তারপর তুই যতই করবি
ধ্বস্তাধ্বস্তি শাসন-রাগ,
ভয়ে বালক শীর্ণ হবে
বিরক্তি না মানবে বাগ। ৩।

জন্ম হ'তে পাঁচ-সাত বছর
একীবদ্ধ সম্বেগবেগ,
ছেলেপুলের অন্তরেতে
প্রায় চলে হ'য়ে সবেগ;
এরই ভিতর যে-সম্বেগ
যেমনভাবে মাথা তোলে,
তা'রই তেমন নিয়মনে
জানার দীপ্তি তেমনি খোলে;
ও-বয়সে মায়ের কাছে
ছেলেপুলে থাকবে যত,
মায়ের সূক্ষ্ম সম্পোষণে
সংস্কার হবে দক্ষ তত। ৪।

প্রসব করা কঠিন যদিও
সন্তান-পোষণ সহজ নয়,
সন্ধিৎসাসহ বুদ্ধিমতী
দক্ষনিপুণ হ'তেই হয়;
অভ্যাস-ব্যবহার এস্তামাল
সেবানিয়মন দায়িত্ব-বুদ্ধি,
এ না থাকলে সব মেয়েরই
সন্তান-প্রসবে নাইকো শুদ্ধি;
তাইতো বলি মেয়ে আমার!
মায়ের আসন নেবার আগে,
উমার মত ওঠ্ গজিয়ে
দুনিয়া সাজা তেমনি রাগে। ৫।

দুষ্টু ছেলে হোক না যতই
জানিস্ ওটা ততই ভাল,
মায়ের প্রতি টানটি ছেলের
থাকলে অটুট আর ঝাঁঝাল;
মায়ের একটু প্রীতির আশে
করতে নারে এমন কাজ,
ভাবতে নারে আছে জগতে
সেই তো হ'ল মহান ধাঁজ! ৬।

সৎখেয়ালে সাধুবাদে
নিয়ন্ত্রণে বাড়াস্ রোখ,
অসৎ হ'লে রকম দেখে
দিস্ ঘুরিয়ে ছেলের ঝোঁক। ৭।

শিশু যখন আধবুলিতে
যে-লক্ষ্যেতে যা'-যা' কয়,
তা' না বুঝে চাপান কথায়
আনেই বোধের বিপর্য্যয়। ৮।

দেখো দেখো লক্ষ্মীছেলে
একটুও কিন্তু কাঁদে না,—
এমন বলায় প্রায় ছেলেই
বায়না তেমন ধরে না। ৯।

স্বাস্থ্য ক্ষিধে বুঝে তবে
ছেলেপুলের খাদ্য দিবি,
ও না হ'লেই জানিস্ সেধে
রোগের পূজোয় দিন যাপিবি। ১০।

যে-আচারে স্বাস্থ্য প্রতুল
মায়ের আচার তেমনি হ'লে,
সৎচলনে পাল্‌লে ছেলে
অটুট স্বাস্থ্য তবেই ফলে। ১১।

অনুসন্ধিৎসা থাকলে মায়ের
সাহচর্য্য, দক্ষ সেবা,
সন্তানের ঝোঁক সেই পথেতেই
উঠবে ফুটে, রুখবে কেবা? । ১২।

যে-সময়ে যে-বয়সে
সংস্কার-ঝোঁক যেমন ফোটে,
তৎক্ষণাৎই সেইটি ধ'রে
অভ্যাসে দক্ষ করতে হয়,
এর অভাবে ছেলেপিলের
এমনতরই কাণ্ড ঘটে,
উবে গিয়ে সংস্কার-ঝোঁক
সে কাজ করতে আসে ভয়। ১৩।

পুষ্টি সহজ-স্ফূর্ত্তি মনের
বাহ্যিনিঃস্রাব স্বাভাবিক,
ক্ষুধাতৃষ্ণা সহজ মত
সুস্থ ছেলে বাস্তবিক। ১৪।

লোভ দেখিয়ে সেবা নেওয়া
ছেলে-মেয়ে-সন্তানের,
মাতাপিতা-গুরুজনের—
এমনি ডাকটি সব নাশের;
দক্ষ আবেগ পাওয়ার লোভে
লভে নিরোধ, মিয়িয়ে যায়,
অপটুত্ব রাহুর মত
সব কাজে তার পিছু ধায়! । ১৫।

গুরুজনে সন্তানে তোর
কুকাজে যদি শাসন করে,

ছেলের পক্ষ নিবি নাকো
বুঝাস্ সমবেদন ধ'রে;
অমন স্থলে তা'র সমর্থন
ঘায়েল করে ছেলের জীবন,
কুকাজে রতি হয় স্বাভাবিক
চায় না কভু আসতে বরে;
ছেলের যদি দোষও না হয়
তবুও বুঝিয়ে বলবি তা'কে,
না-বুঝানোর দোষ ক'রে তুই
তা'তেই কিন্তু পড়বি পাকে। ১৬।

পারে না ছেলে এমনতর
বুদ্ধি ও ভাব এনে ফেলে,
মাথায় কিন্তু নেই ধরাতে
ওতেই জানিস নষ্ট ছেলে। ১৭।

পরের ব্যথায় সমবেদনা
যা'তে গজিয়ে ওঠে বুকে,
তা'র পূরণে প্রশ্রয় পায়
করিস্-বলিস্ তেমনি মুখে। ১৮।

পালন না ক'রে নীতি-বাক্য
শুনিয়ে ছেলেয় যাস্নে থেমে,
এতে কিন্তু ছেলেপুলে
ইতরামিতে চলেই নেমে। ১৯।

ভাল কিছু করতে গিয়ে
আসে যদি হ'টেই ছেলে,
এমনি ক'রে উস্কে দিবি
বাহবা নিতে ক'রেই ফেলে। ২০।

অভ্যাস-ব্যবহার পছন্দ-ঝোঁক
ছোট হ'তেই সতের দিকে,
নিখুঁতভাবে এস্তামালে
স্বভাবটিতে দিবি এঁকে। ২১।

আধকথার সময় হ'তেই
ক'রে করিয়ে যা' শেখাবি,
সেইটিই হবে মোক্ষম ছেলের
হিসাবে চল্, নয় পস্তাবি। ২২।

খারাপ দিকে অবাগ রোখ্
ছেলের যদি দেখতে পাস,
যা'তে ফেরে এমনতর
সম্ভব কঠোর শাসনে ধাস্। ২৩।

যে-অভ্যাস যে-ব্যবহার
চিন্তা-কথা-কায়দা তোদের,
ঐ সকলের সেচন পেয়ে
প্রকৃতি গজায় সন্তানের। ২৪।

ছেলেপুলে দিতে এলেই
বাহবা দিয়ে সেইটি নিবি,
সৎদানের প্রবৃত্তিটিরে
ঐ তালেতে গজিয়ে দিবি। ২৫।

মায়ের উচিত পিতার প্রতি
ছেলেপিলের শ্রদ্ধানতি
বাড়ে যা'তে তেমনি করা—
উছল এতেই সন্ততি। ২৬।

মাতৃটানে বৃত্তি কাবু
ছেলেপুলের যেইখানে,

সার্থক বৃত্তি সমাহারে
স্বতঃ-উন্নতি সেইখানে। ২৭।

নিজ অভ্যাস-ব্যবহারে
ঘৃণ্য রেখে যদি
সন্তানেরে হ'তে ভাল
বলিস্ নিরবধি,
উল্টো হবে, পারবি না তা'
ক্ষোভে ভরবে মন,
অভ্যাসে আর ব্যবহারে
থাকিস্ সচেতন। ২৮।

সেবাবুদ্ধি স্বতঃই জাগে
এমনি ধাঁজেই মানুষ করিস,
বড়র মানটি রাখে যা'তে
কথায়-কাজে সেইটি ধরিস্। ২৯।

ভাল করার রোখটি যা'তে
গজিয়ে উঠে অটুট হয়,
ওতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিস্
ও বিনে সব হবেই ক্ষয়। ৩০।

পিতৃমাতৃকুল-গরিমা
ছেলের কাছে ধরবি এমন,
ফুল্ল হ'য়ে শিউরে উঠে
বাস্তবে হয় দক্ষ চেতন। ৩১।

ইষ্টকথায় সদাচারে
ঝালিয়ে দিবি মনের রং,
স্বভাব হবে তেমনি ছেলের
চলন-বলন তেমনি ঢং। ৩২।

পিট্‌নি দিয়ে শাসন ক'রে
শেখাতে যাস্‌নে ছেলেয় কিছু,
কুবুদ্ধিটি তল্‌ছা মেরে
ছুটবে সর্ব্বনাশের পিছু। ৩৩।

সমঝ-শাসন করার পরে
নরম মতি দেখতে পেলে,
আদরভরা সহানুভূতি
দিয়ে সৎ-এ ধরিস্‌ ছেলে। ৩৪।

ছেলের বাঁচাবাড়ার দিকে
নেহাৎ যদি মনই যায়,
নিজ অভ্যাস-ব্যাভার-ঝোঁকে
রাখিস্‌ কাজে সৎ-ধাওয়ায়। ৩৫।

খারাপ কিছু করতে গেলেই
বুঝিয়ে বলিস্‌, করতে নেই,
না করবে যেই দিস্‌ বাহ্‌বা
উন্নয়নের এইটি খেই। ৩৬।

না দেখলে মা'য় আঁধার দেখে
দুষ্টুমি হয় হতভম্ব,
এইটি বড়ই সুলক্ষণের
বর্দ্ধনেরই দৃঢ় স্তম্ভ। ৩৭।

পিতার উচিত মাতৃভক্তি
অটুট থাকে সন্তানের—
ব্যাভার-আচার-কথায় তেমনি
পুষ্ট করাই মঙ্গলের। ৩৮।

ছেলেপুলোয় ভয় দেখাস্‌নে
সাহস সাথে এষণায়
বাড়িয়ে দিবি এমনিভাবে—
বাহবাভরা ভঙ্গিমায়। ৩৯।

পাঁচ বছরেই ছেলেপুলের
অভ্যাস-ব্যাভার ঝোঁক্—
যেমনি আন্‌বি এস্তামালে
তেমনি জীবনের রোখ্। ৪০।

যেমন স্বভাব-আচার-বিচার
পড়শী-পরিবারে,
সন্তানেরও স্বভাব বাঁধা
জানিস্ তেমনি তারে। ৪১।

স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে
ছেলেপুলেয় দেখে,
গোল্লায়েরই সদর দ্বারে
বাছাগুলোয় রাখে। ৪২।

# শিক্ষা

মাটি ফুঁড়ে জন্ম যা'দের
মা'র পোষণে যেমনি গজায়,
চলতি পথে লক্ষ্য যেমন
প্রকৃতি তা'য় তেমনি সাজায়। ১।

যেমনভাবে যে-সময়ে
সক্রিয় হয় যে-সংস্কার,
অমনি শিশু সেই তালে রয়
চলন-বলন করতে তা'র;
ঐটি দেখে ধরবি তখন
ওরে শিক্ষক বুদ্ধিমান্,
আলাপ-কথায় খেলার তালে,
অভ্যাসে কর্ দক্ষপ্রাণ;
ভালমন্দ সে-সংস্কারে
কেমন বা কী করতে হয়,
এমন তালিম ক'রে দিবি
স্বভাবে গাঁথা রয়ই রয়। ২।

সহজাত সংস্কারে ঝোঁক
জুড়ে দিবি এমনি যত,
জানার পাল্লা বাড়বে তেমনি
অভ্যাসে দক্ষ হবে তত;
সহজাত সংস্কারেরই
তোষণ-পোষণ আর স্ফুরণে,

তুচ্ছ ক'রে শিখাতে গেলে
শিক্ষা যাবেই ঠিক মরণে,
তাইতে আগে সহজাত
সংস্কারে তুই পুষ্ট কর্,
তারপরেতে তেমনি জুড়িস্
বাড়িয়ে তুলতে আরোতর। ৩।

করার পথে চলতে গেলে
এতই ঠকা শেখাই দায়,
অতো ঠকে শিখতে গেলে
জীবনে কি পাড়ি পায়?
শিখেছে যে তা'র কাছে তাই
শেখায় শরণ নেওয়াই ভাল,
নইলে যে তোর বোকা সাহস
ভরজীবনই ঠকিয়ে গেল। ৪।

আচার্য্যে নাই অনুরতি
শিখতে যাচ্ছে কী?
শ্রদ্ধা, প্রশ্ন, সঙ্গ, সেবায়
শিক্ষা ছাড়া সব মেকী। ৫।

ইষ্টপ্রাণ জনসেবা
কর্ম্ম সেই মননে,
এই তো শিক্ষার মূল
রাখিও স্মরণে। ৬।

ব্রহ্মচর্য্যে সদ্‌গুরু-সঙ্গ
ভিক্ষা, তপস্যা, সেবা অঙ্গ। ৭।

শিক্ষা যেথায় শ্রমের সাথে
আদত শিক্ষা জানিস্ তা'তে। ৮।

অভ্যাস, ব্যবহার ভাল যত
শিক্ষাও তা'র জানিস্ তত। ৯।

মুখে জানে ব্যবহারে নাই
সেই শিক্ষার মুখে ছাই। ১০।

শেখাবার মত দায়িত্ব-ভরা
ভরদুনিয়ায় কী কাজ আছে,
শিক্ষক-স্বভাব বিচ্ছুরণে
উপ্‌চে ওঠে ছাত্র মাঝে। ১১।

সবই জানিস্ শিক্ষারই দান
শিক্ষাতেই সব গজিয়ে ওঠে,
শিক্ষাতে তাই আনবে, যা'তে
উন্নততর ঝোঁকটি ফোটে;
উন্নতিপ্রাণ জ্ঞান-গবেষণ
কর্ম্মনিষ্ঠ তৎপরতা,
শিল্পমুখর শিক্ষা আনে
দক্ষনিপুণ ক্ষিপ্রতা। ১২।

বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ যা'তে
উন্নত-ঝোঁকে পরিপুষ্ট,
তা'কেই বলে আদত শিক্ষা
তা' বিনে ও হবেই দুষ্ট। ১৩।

বৈশিষ্ট্যে তোর নাকাল ক'রে
হ'লি কতই বিদ্যাবান্,
শিখতে গিয়ে সাজলি খোজা
জনম ছাপটি করলি ম্লান। ১৪।

ঈর্ষ্যা, আক্রোশ, হীনত্বে তোর
করলি শিক্ষার উদ্বোধন,

প্রকৃতি তোর নীচুই রইল
বৃহৎ ইতর জীবন-মন। ১৫।

শিখলি যে তুই কত-শত
বোধ তো কিছুই ফুটল না!
স্মৃতির বলদ্ হ'লি শুধু
একমুঠো ভাত জুট্‌ল না? । ১৬।

দায়িত্বভরা যা'কিছু তা'র
সবার সেরা শিক্ষকতা,
ইষ্টনিষ্ঠ স্বভাব ছাড়া
অধ্যাপনা বর্ব্বরতা। ১৭।

ঝোঁক না বুঝে শিক্ষা দিলে
পদে-পদে কুফল মিলে। ১৮।

শিক্ষকের নাই ইষ্টে টান
কে জাগাবে ছাত্রপ্রাণ। ১৯।

থাকলে ছাত্রে ইষ্টে টান
তবেই জাগে করার প্রাণ। ২০।

লেখাপড়ায় দড় হ'লেই
শিক্ষা তা'রে কয় না,
অভ্যাস, ব্যাভার সহজ জ্ঞান
না হ'লে শিক্ষা হয় না। ২১।

ব্যবহার আর অভ্যাসের
সঙ্গতি যা'র যেমনই,
লেখাপড়া যাই না জানুক
শিক্ষা কিন্তু তেমনই। ২২।

শেখায় কওয়ায়, করায় না
গুরুত্ব তা'র দাঁড়ায় না। ২৩।

শিখতেই যদি চাস্—
শ্রদ্ধাভরে পরিচর্য্যায়
শোনায়-করায় ধাস্। ২৪।

বোঝাবার এক সোজা পথ
কী আছে তা' জানিস্?
সমঝা পথের ভিতর-দিয়ে
বুঝের পথে আনিস্। ২৫।

শেখাই যদি সাধ—
হাতে-কলমে না শিখলে তোর
সবই যে বরবাদ। ২৬।

জানতেই যদি চাস্—
আলস্যহীন অনুরাগে
জ্ঞানীর পানে ধাস্। ২৭।

বুঝতে রাখবি শিশুর মত
সন্ধানী তোর শ্রদ্ধানতি,
মুগ্ধ নেশায় বুঝবি তাহা
করায় নিবি দক্ষগতি। ২৮।

স্বতঃস্বেচ্ছ অভিধ্যানে
ছুটলে আবেগ কাজের পথে,
শিক্ষা তখন সহজ পায়ে
গজিয়ে ওঠে মনোরথে। ২৯।

আলোচনায় দেখে-শুনে
কিংবা করায় আসে বুঝ,

তর্ক-নিকষে প্রশ্ন ক'ষে
বাড়েই বড়াই আর অবুঝ। ৩০।

লেখাপড়া শিক্ষা দিতে
এমনি ধাঁজে শেখাস্ তা'য়,
শেখার লোভের অটুট টানে
শিক্ষা-চাপে টের না পায়। ৩১।

অভ্যাস-ব্যাভারে সৎ-এতে ঝোঁক
প্রবৃত্তি পারে না ফিরাতে রোখ্,
সেবাপটু শিক্ষকে টান
সেই ছাত্র হয় মতিমান্। ৩২।

পরিবারটি সহজ শেখায়
গেঁথেই তুলতে চাস্ যদি,
গবেষণাগার শিল্প-কুটীর
পাল্ কৃষি-ভুঁই নিরবধি। ৩৩।

বংশক্রমিক যে-জীবিকা
তা'রই পূরণ-টানে,
শিক্ষায় জ্ঞানের ব্যাপকতা
বৃহৎ বৃদ্ধি আনে। ৩৪।

উপাধি দেখেই শিক্ষার হিসাব
করতে গেলেই ঠক্‌বি,
অভ্যাস-ব্যাভার-ঝোঁকেই বিদ্যা
নইলে বেবুঝ থাকবি। ৩৫।

আপ্রাণ ইষ্টনিষ্ঠ যিনি
সাশ্রয়ী আচারে অর্জ্জিত জানা,
সমাহারী পর্য্যায়ী জ্ঞান
ভাবায়-করায় দীপ্তটানা,

সেবা-সম্পদ সহানুভূতি
আপন-করা বুকের টান,
শিক্ষক ব'লে তা'কেই জানিস্
তিনিই বাস্তব বিদ্যাবান্। ৩৬।

শিক্ষকেতে শ্রদ্ধাশীল
সেবাপটু ঝোঁক,
দোষ দেখার কু-অভ্যাসে
নাইকো যা'র রোখ্;
সুচিন্তায় করণীয় যা'
উদয় হ'লেই জ্ঞানে,
বুঝে-সুঝে জোগাড় ক'রে
মূর্ত্ত ক'রেই আনে;
সন্ধিৎসাটি বুঝ-পরায়ণ
দক্ষ কর্ম্ম-বুদ্ধি,
সেই ছাত্রই পায় অচিরে
সর্ব্ব কর্ম্মে শুদ্ধি। ৩৭।

শিক্ষাতে আন্ শ্রদ্ধা-সেবা
ব্যবহারে বৃদ্ধি-সুর,
অভ্যাসে হ' দক্ষনিপুণ
দৈন্য-পিশাচ কর্ রে দূর। ৩৮।

শ্রদ্ধাচর্য্যা প্রশ্ন-সেবায়
অনুনয়ী আলোচনা,
এই হ'চ্ছে বোঝার রীতি
এতেই কর্ম্ম-উদ্দীপনা। ৩৯।

মাতৃভক্তি অটুট যত
সেই ছেলেই হয় কৃতী তত। ৪০।

# স্বাস্থ্য ও সদাচার

সদাচারে বাঁচে-বাড়ে
 লক্ষ্মী বাঁধা তা'র ঘরে। ১।

সদাচারে রত নয়
 পদে-পদে তা'র ভয়। ২।

সদাচার বলে কা'রে
 তা' কিরে তুই বুঝিস্?
যে-আচারে বাঁচে-বাড়ে
 সদাচার তা' জানিস্। ৩।

সদাচারে লক্ষ্য রেখে
 যে-কাজ করিস্ চলিস্ দেখে,
অনাচারে বাড়বে ভয়
 আনবে কতই বিপর্য্যয়। ৪।

স্বাস্থ্যটিকে নিয়ন্ত্রণে করি' দৃঢ়তর
 থেকো তুমি সুজাগ্রত ওহে অনুক্ষণ—
পূজিবারে ইষ্টদেবে সার্থক আচারে
 নীচ বুদ্ধি, অহমিকা করিয়া বর্জ্জন। ৫।

আচার বিনয় বিদ্যা কাজে
 দেখবি যেমন দক্ষ যা'য়,

তেমনি কুলের গরব নিয়ে
জন্মেছে সে এ ধরায়। ৬।

ইষ্টনেশায় তুষ্ট প্রাণ
সদাচারী হ'লে,
মনের স্বাস্থ্য জীবনশক্তি
অটুটভাবেই চলে। ৭।

ইষ্টনিষ্ঠ সদাচারী
নীচ জাতিও হ'লে,
অন্নপানীয়ে কমই দোষ
জাত যায় না ছুঁলে। ৮।

স্বতঃই তুষ্ট বিপত্তিতেও
নয়কো মনের ধাঁজ এমন,
সদাচারী স্বভাব-ঝোঁকা
রয় না যাহার অনুক্ষণ;
পরিবার আর পাড়াপড়শীর
সেবা প্রীতি-অনুরাগে,
উচ্ছলতায় উন্নয়নে
ধায় না প্রীণন-প্লাবন-যাগে;
আহার-বিহার চেষ্টা কাজে
সাম্যস্বভাব নয় যে-জন,
আগন্তুকী ব্যাধির পূজায়
কাটায় জানিস্ ভরজীবন। ৯।

সদাচারী নয়কো যে-জন
ইষ্ট-বিহীন রয়,
পান ও ভোজন তাহার হাতে
বিষ-বহনী হয়। ১০।

ব্রাত্য-অন্ন দুষ্ট হবেই,
দ্বিজ-অন্ন নয়,

শ্রদ্ধা-বিনয়ী সদাচারী
যদ্যপি সে হয়। ১১।

ঘুমিও তুমি ততটুকই
অবসাদ না আসে,
চেতন থাকাই বর বিধাতার
জড়ত্ব যা'য় নাশে। ১২।

কাজের ঝোঁকে চল্‌বি যতই
শরীর ভুলে থেকে,
শরীর হবে সহনপটু
স্বাস্থ্য আসবে হেঁকে। ১৩।

গম্যাগমন পুষ্ট করে
সর্ব্বদেহের স্নায়ুজাল,
অভাব বা তা'র অত্যাচারে
আয়ু স্নায়ু পয়মাল। ১৪।

মাদক-মাতাল হওয়া জানিস্‌
বড়ই নিঠুর পাপ,
বাতুল বিষাদ-উত্তেজনায়
আনেই অপলাপ। ১৫।

রোগ হ'লে তুই থাকিস্‌ স'রে
কিছুতেই তা' ছড়াবি না,
ছোঁয়াছুঁয়িতে নাকাল হ'বি
সাবধান ওটা চারাবি না। ১৬।

নাকে-মুখে আঙ্গুল দিয়ে
অমনি তাহা ধুতেই হয়,
নইলে কুটিল রোগের হাতে
নষ্ট মানুষ হয়ই হয়। ১৭।

দাঁড়িয়ে হাগা, প্রস্রাব করা
দুই-ই মস্ত কু-অভ্যাস,
স্নায়ুশিথিল ক্লৈব্য আসে
থাকেই হ'য়ে ব্যাধির দাস। ১৮।

মুখে দিয়ে কোন-কিছু
উগরে সেটি খাস্‌নে ফিরে
ওতেও কিন্তু স্পর্শি' লালায়
অনেক ব্যাধি ধরেই ঘিরে। ১৯।

বাহ্যি-প্রস্রাব-শৌচ সেধে
পা-হাত-মুখ ধুয়েই ফেলিস্‌,
উড়ুক্কু মল প্রস্রাব-কণা
বয়ই ব্যাধির অশেষ বিষ। ২০।

পরের গামছা কাপড় পরা
বিছানা-বালিশে শোওয়া,
ব্যাধির বিপাক দুর্দ্দশাকে
কুড়িয়ে দেহে নেওয়া। ২১।

বাহ্যি ক'রে ময়লা ঘেঁটে
হাতটি ধুয়ে ফেলে,
ভাল ক'রে মাটি-জলে
শুদ্ধি নাহি পেলে,
চর্ম্মরেখায় মলের কণা
লুকিয়ে ধ'রে লক্ষ ফণা,
চোখ আড়ালে ছোবল দিয়ে
মারেই বিষটি ঢেলে। ২২।

বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড়
নিত্য-ব্যবহারী কাপড়-জামা,
জলে ধুয়ে রৌদ্র-তপ্ত
না করলে ঘটে ঢের হাঙ্গামা। ২৩।

সূঁচ-কাঠি আর ছুরি কিংবা
আর যা'-কিছু হোকই না,
ভাল ক'রে না শুধরে তা'য়
দিবি না মুখে, খুঁটবি না;
এটি করা বেজায় দোষের
হঠাৎ বিপদ আসে প্রাণের,
শক্ত রোগের বাগে প'ড়ে
দিগ্‌বিদিক্ তুই দেখবি না। ২৪।

হরদম রোগ লেগেই থাকে—
দ্যাখ্ আগে তুই ছেলের মাকে,
নিশ্চয় বেকুব অজান বেটী
আচার-বুদ্ধি নেইকো খাঁটি,
পরিপাটি নয় কর্ম্ম তাহার
ধারে না বিধি-নিষেধের ধার,
ভাল-মন্দ জানে না কিসে
বেটী এমনি হারাদিশে,
তাইতো অমন রোগ-বালাই
শোধরান ছাড়া ওষুধ নাই। ২৫।

পাক-পোষণী রক্তচাপ
অধিকভোজীর বেড়েই যায়,
মস্তিষ্ক না পোষণ পেয়ে
ক্রমেই চলে ক্ষীণতায়। ২৬।

ছেলে হ'তে নিঃস্রাব যত
হ'য়ে হয় তা' পচনশীল,
প্রাণধ্বংসী বীজাণুতে
বিষিয়ে দেয় প্রতি তিল। ২৭।

শুদ্ধ হাওয়া মৃদুল আলো
চলতে পারে এমনি ক'রে,

আঁতুড় ঘরটি একটু দূরে
রাখবি কিন্তু তৈরী ক'রে। ২৮।

চোখের জল বা পিচুটি মুছে
চোখ-হাত ধুয়ে ফেলাই ভাল,
নইলে কিন্তু হ'বি সবই
হরেক ব্যাধির কুজঞ্জাল। ২৯।

একই পাত্রে অনেক জনে
ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে খাওয়া,
এটা কিন্তু রোগবাহী
অভ্যাসেরই লাই দেওয়া। ৩০।

একই জলে বারবার
হরেক জিনিস ধোওয়া,
মরণ-কণা বহন ক'রে
পরিচ্ছন্ন রওয়া। ৩১।

বাজার থেকে এনে জিনিস
না ধুয়ে, ফুটিয়ে, রৌদ্রে দিয়ে,
খাওয়ায় কিংবা ব্যবহারে
আসেই ব্যাঘাত ও-পথ বেয়ে। ৩২।

শিক্নি ঝেড়ে ধোয় না হাত
বক্ষব্যাধির হয় উৎপাত। ৩৩।

মলত্যাগ আর প্রস্রাব ক'রে
উপযুক্ত শৌচে যাবি,
নইলে জানিস্ খল ব্যাধিতে
হঠাৎ কিন্তু নষ্ট পাবি। ৩৪।

দাঁত, মুখ, জিভ্ রাখবি সুস্থ
উদরটাকেও তেমনিই,

রইবে সুস্থ দেহ-জীবন
এ নীতিটা এমনই। ৩৫।

জলাশয়ে প্রস্রাব ক'রে
কলসী ক'রে সে-জল আনে,
তাই খাইয়ে মৃদুল বিষে
পরিজনের জীবন হানে। ৩৬।

বাঁচাবাড়ার ধার ধারে না
অভ্যাস-আচার মলিন,
অসৎ-বংশ-উচ্ছ্রিত সে
বোঝে না সমীচীন। ৩৭।

ঘৃণা যতই উথলে ওঠে
অপ্রবৃত্তি ফোটে,
মনে আসে চঞ্চলতা
অস্বস্তিও জোটে;
এমনতর স্থান-পাত্র
কিংবা কিছু হ'তে
এড়িয়ে চলিস্, ধরিস্ না তা'—
হীনস্বাস্থ্য ওতে। ৩৮।

মনটা দুষ্ট হ'লেই জানিস্
রোগের আথাল হয়,
ঐটাকে তুই এড়িয়ে চলিস্
করবি ব্যাধি জয়। ৩৯।

মন যেমন তোর থাকলে শুদ্ধ
সুস্থ সবল হ'বি,
পড়শী তেমনি না হ'লেও কি
স্বাস্থ্যে অটুট র'বি?। ৪০।

আঁতুড়ে যেয়ে ছুঁয়ে-নেড়ে
বাইরে এসে শুদ্ধ গায়ে
অন্য কিছু ছোঁয়া-নাড়া
করবি, নইলে পড়বি দায়ে। ৪১।

আঁতুড়ে গিয়ে ছুঁয়ে-নেড়ে
পরিশুদ্ধ না হ'য়ে কেউ
ছুঁয়ে-নেড়ে একশা করলে
সইতে হবেই রোগের ঢেউ। ৪২।

ঋতুমতী নারী হ'লেই
তিন কিংবা চারটি দিন,
খাওয়া-শোওয়ার জিনিসপত্র
ছোঁয়া নয়কো সমীচীন;
অন্তঃরুদ্ধ সঞ্চিত বিষ
শোণিত-স্রাবে ধৌত হয়,
ছোঁয়া-নাড়া স্পর্শদোষে
উহাই কিন্তু সঞ্চরয়;
সুস্থ দেহে ঐ বিষেতে
দুষ্ট রোগের হয় আবাস,
পরিবারটি ঘিরে ধরে
ফলে-মূলে হয় নিকাশ। ৪৩।

ঋতুগায়ে নারী যা'রা
ছোঁওয়া-নাড়া করে,
নিজেও নষ্ট হয় তাহারা
মারেও অপরে। ৪৪।

সদাচারে রয় না নারী
বয় না আচারে সন্ততি,
অশ্রদ্ধাতে স্বামী ভজে
অতৃপ্ত রয় দম্পতি,

আহার-বিহার পয়সা-কড়ি
    এতেই বাতুল রতি যা'র,
প্রেষ্ঠস্বার্থে নয় পটু মন
    বৃত্তিস্বার্থই বোধের সার,
পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থিতি
    কাজে-কর্ম্মে কভু নয়,
ঢালা-ফেলা খাওয়া-দাওয়া
    বেহিসাবে ক'রেই রয়,
এমন নারীর চতুর্দ্দিকেই
    বালাইভরা রোগের জাল,
দৈন্যভরা ব্যাধি-পিশাচ
    ধ'রেই চলে চণ্ডতাল। ৪৫।

ঋতুগায়ে তিনচার দিন
    নারীর ছোঁয়া-নাড়ার দোষ,
এই স্বভাবে বয়ই নারী
    জীবনভরা শোক-আপসোস। ৪৬।

অন্নে জানিস্ মন বয়
অন্ন-মাফিক প্রবৃত্তি হয়। ৪৭।

বাহ্যি-প্রস্রাব সেরে কিন্তু
    শৌচ ক'রে যথারীতি
পা-হাত-মুখ অমনি ধুবি—
    স্নায়ু পাবে স্থৈর্য্য-স্থিতি। ৪৮।

যে-সংসর্গে পালন-পোষণ
    যেমন অন্ন খায়,
সেই সংস্কার পুষ্টি পেয়ে
    জীবন-পথে ধায়। ৪৯।

না নেয়ে যায় রান্নাঘরে
    এঁটো ধোওয়ার নাই রেওয়াজ,

যে যা'র খুশি পাক ছুঁয়ে দেয়
তা' খেতে তুই হ'স্ নারাজ। ৫০।

লোক-সমাগম ছোঁয়া-নাড়া
হামেশা যেথায় হ'তে পারে,
তা'র তফাতে আঁতুড়-ঘরটি
রাখিস্ ক'রে একটি ধারে। ৫১।

রাঁধা-বাড়া খাদ্য যত
সক্‌ড়ি বলে তা'য় নিয়ত,
ধরা-ছোঁয়ার সতর্কতায়
রাখতে-ঢাকতে হয়;
সক্‌ড়ি যা' সব পচন-প্রবণ
রোগজীবাণু বয়,
ছোঁয়া-নাড়ায় সাবধান তা'য়
ধুলেই শুচি হয়। ৫২।

চুমুক দিয়ে খেয়ে কিছু
না ধুয়ে পাত্র খাস্‌নে আবার,
জীবাণু অযুত লালার সাথে
করতে পারে ঢুকে সাবাড়। ৫৩।

যা' ছুঁলে যা' ধরলে রে তোর
শরীর-জীবন বিষাক্ত হয়,
সেই ধরা, সেই করাগুলিতেই
অস্পৃশ্যতার নীতি রয়। ৫৪।

সুষ্ঠু দেওয়ায় বাড়ে মায়া
সু-আহারে পুষ্টি কায়া। ৫৫।

অধিক ভোজন যা'রাই করে
দরিদ্রতায় প্রায়ই ধরে। ৫৬।

বিপ্রও যদি কদাচারী
শীল ও শ্রদ্ধা-হারা,
তা'রও দত্ত ভোজ্য অন্ন
বয় বিষেরই ধারা। ৫৭।

ইষ্টনিষ্ঠ নিখুঁত চলায়
শুদ্ধ সদাচারী,
বিনয়ভরা শ্রদ্ধাশীল যে
ভোজ্য অন্ন তা'রই। ৫৮।

ব্যাধিমুক্ত গুরু ছাড়া
কারু এঁটোই খেতে নাই,
এতে কিন্তু ধ'রেই থাকে
জীবনভরই রোগবালাই। ৫৯।

বাসী কিংবা পচা জিনিস
বাহন কিন্তু অশেষ রোগের,
ওর ব্যাভারে সাবধান র'বি
বাহক ও-সব দুর্ভোগের। ৬০।

সহজ আহার, শ্রম স্বাভাবিক
সহজ সুখে বসবাস,
উন্নয়নেই তৎপরতা
দক্ষকর্মী ন্যায়ের দাস;
যত সহজ এই যেখানে
স্বাস্থ্য সেথায় হাস্যমুখ,
অমনতর স্বাস্থ্য পেলেই
দেহের আয়ু প্রাণের সুখ। ৬১।

রবি গুরু পৌর্ণমাসী আর চতুর্দ্দশী
অমাবস্যা, সংক্রান্তি কিংবা একাদশী
এ-ক'টা দিন অন্ততঃ থাকিস্
পাতলা-পুতলি খেয়ে,

ব্যতিক্রমে পয়মালে যায়
ঘৃষ্ট আঘাত পেয়ে। ৬২।

আপদে রোগে বিধিমত
আমিষে দোষ হয় না তত। ৬৩।

খাস্‌নে মাদক-পিঁয়াজ-রসুন
মাছ-মাংস নানাবিধ,
ওতে বিধান বিষাক্ত হয়
অযথা হয় উত্তেজিত,
যা'র ফলে বাঁচাবাড়া
সহজভাবে পায় না সাড়া,
মরণ-তরণ চলন যে-সব
হ'য়েই পড়ে বিক্ষোভিত। ৬৪।

সঙ্গীতে হয় শ্বাসের ব্যায়াম
দেহের ব্যায়াম নাচে,
এই ব্যায়ামই সহজ ব্যায়াম
নাই কিছু এর কাছে। ৬৫।

জ্ঞান-গবেষণ নিত্য করিস্‌
তপস্যাতে রত থেকে,
বিরোধ-বুদ্ধি হটিয়ে চলিস্‌
সদাচার আর শৌচ রেখে;
এই চলনে চ'লে রে তুই
ভেবে সংস্কার সাক্ষাৎ কর,
মস্তিষ্কটার তীক্ষ্ণ প্রভায়
হ'তে পারিস্‌ জাতিস্মর। ৬৬।

স্পর্শ-দোষে জীবাণু ধায়
সংস্রবেতে মন—

এই বুঝে তুই চলিস্-ফিরিস্
বুঝলি বিচক্ষণ? ৬৭।

ক্ষুধাই যদি জাগে—
তেমনি খাস্ যা'য় সতেজ থাকিস্
এড়িয়ে লোভের রাগে। ৬৮।

ঊষার রাগে উঠবি জেগে
শৌচে শীতল হ'বি,
সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ-সাধনায়
ঈশের আশিস্ ল'বি;
কুতূহলে পড়শী ঘুরে
দেখবি সযতনে,
আছে কেমন কোথায় কী জন
মন দিবি রক্ষণে;
তারপরেতে বাড়ী এসে
শৌচে যথাযথ,
গৃহস্থালীর উন্নয়নী
অর্জ্জনে হ' রত;
স্নানটি সেরে আহ্নিক ক'রে
ক্ষুধামতন খাবি,
একটু চ'লে বিশ্রাম নিয়ে
আগুয়ানে ধাবি;
এমনি তালে সচল চালে
চ'লে সন্ধ্যা এলে,
শৌচে শুদ্ধ হ'য়ে করিস্
আহ্নিক হৃদয় ঢেলে;
উন্নয়নের আমন্ত্রণী
গল্প-গুজব শীলে,

হৃষ্টমনে আলোচনায়
কাটাস্ সবাই মিলে;
পড়শীদিগের অভাব-নালিশ
থাকেই যদি কিছু,
তা'র সমাধান যেমন পারিস্
করিস্ লেগে পিছু;
করণ-চলন ধরন-ধারণ
যজন-যাজন কিবা
সকল কাজেই ইষ্টস্বার্থে
চলিস্ রাত্রি-দিবা;
আদর-সোহাগ উদ্দীপনী
কথায়-কাজে ঝুঁকে,
স্বার্থ-কেন্দ্র সবার হ'বি
ধরবি ইষ্টমুখে;
বিশ্রামেরই সময় গা'টি
ঘুমল হ'য়ে এলে,
ইষ্ট-চলন মনন নিয়ে
ঘুমে গা' দিস্ ঢেলে। ৬৯।

# লোকচরিত্র

অভ্যাস-ব্যবহার
ঝোঁক আর রোখ,
দেখেই বুঝবে
কেমন লোক ।১।

যেমন প্রাণে যা' দিবি তুই
পাওয়ার বেলাও তেমনি,
ভরদুনিয়ার মুখ্য স্বভাব
নিছক জানিস্ এমনি ।২।

কী হবে তোর কী পাবি তুই
কোথায় কাহার সকাশে,
মিলিয়ে দেখিস্ লেখা আছে
ঝোঁক-ব্যবহার-অভ্যাসে ।৩।

নিছক জানিস্ সজ্জনেরে
ফেলতে বেঘোরে,
স্বার্থ-লোলুপ ইতর যা'রা
ওৎটি পেতেই ঘোরে,
সৎ-চলনের সুযোগ নিয়ে
ফেলতে তা'দের বাগে,
ধাপ্পাবাজির ফিকির-প্যাঁচে
মিথ্যা কুটিল রাগে,

অবাধভাবে ফন্দী হাসিল
হবেই মনে মানি',
অত্যাচারের আবহাওয়াতে
রাখেই তাদের টানি';
দক্ষ নজরে একটু দিয়েই
বুঝে-সুঝে নিয়ে,
সৎ-জনেরে রক্ষা করিস্
হৃদয়-শোণিত দিয়ে ।৪।

বুঝিস্-সুঝিস্ সবই বলিস্
মত্ত নিয়ে হামবড়াই,
ধরা-করার ধার ধারিস্ না,
নরকের তোর নাই রেহাই ।৫।

শোনা-কথার চশমা প'রে
যা'রেই কেন দেখিস্ না,
সহজ জ্ঞানটি সেলাম ঠুকে
চম্পট দেবে বুঝিস না? ।৬।

পুষ্টিদাতার পোষণে নাই
পরাণ-কাড়া চেষ্টা,
মৃত্যুই তা'র বন্ধু কেবল
নাজেহাল শেষটা ।৭।

সন্দেহ তোর যত
সঙ্কোচও তাই তত ।৮।

চরিত্র যা'র নিখুঁত চলায়
উন্নতিতে আগুয়ান,
দরিদ্র সে হোক না যতই
মানুষ নিছক লক্ষ্মীবান ।৯।

হুকুম করতে প্রয়াস যা'দের
তামিলে অপমান,
সহবাসে এদের জানিস্
নষ্ট কর্ম্মপ্রাণ ।১০।

নামে কাউকে করলে বড়
সত্তা বড় হয় না তা'র,
অভ্যাস-ব্যবহার-দক্ষতাতে
বাড়িয়ে তোলা মহিমার ।১১।

টাকার জন্য বান্ধবতা—
ঘটায় শত্রু সে মূঢ়তা ।১২।

শত্রু যে তোর তা'রেও যদি
কোন নিমকহারাম,
মিথ্যা নিন্দায় সমর্থন চায়,
তাও জানিস্ হারাম ।১৩।

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন যেই
বিশ্বাসঘাতক,
জানিস্ তা'র আছেই কিন্তু
অনন্ত নরক ।১৪।

যে-চরিত্র নিয়ে যাহার
যেমন অবস্থিতি,
বুঝে নিস্ তুই খাঁটি কথা
তাহাই প্রকৃতি;
প্রকৃতি তা'র যেমন চালায়
চলনও হয় তেমনি,
ভালই হউক মন্দই হউক
অবস্থা তা'র অমনি ।১৫।

কর্ম্ম ধরে যে যেমন
সংস্কারী ঝোঁক তা'র তেমন,
কর্ম্ম ক'রে ভাটায় বয়
পাওয়ায় ঝোঁক, কর্ম্মে নয় । ১৬।

সন্ধিৎসাটির অভাব যেথায়
বাড়ার বুদ্ধি খতম সেথায় । ১৭।

বাঁচাবাড়ার সন্দীপনা
যা' হ'তে তুই পাচ্ছিস্ অত,
তা'র প্রতি নাই সমবেদনা
করছিস্ নারীর দরদ যত?
এর মানে কি জানিস্ রে তুই?
লুকিয়ে আছে মনের কোণে
কামদুষ্টির পুতিগন্ধ
ভ'রে আছে তোর গোপন-মনে । ১৮।

শোনা-কথায় মন টলে যা'র
ভেবেই যা'দের মন দ্যাখে,
প্রত্যক্ষেতেও অনাস্থা যা'র
কানেই যা'রা চোখ রাখে;
মিত্র রুষ্ট আপদ-দুষ্ট
পাওয়ায় পড়ে বাজ,
দুনিয়া তা'দের টিট্‌কারী দেয়
সাজায় হোলির রাজ । ১৯।

চাওয়ায় দড়, কাজে ঢিলে,
আপসোসী কথন,
এমন স্বভাব যে-মানুষের—
দুঃখ অনুক্ষণ । ২০।

টাকার কথায় বেপরোয়া
চালে বিরাট ধনী,

উপার্জ্জনে ফক্কাবাজি
প্রতারণার খনি । ২১।

আলিস্যির বসবাস
আছে যা'র ঘরে,
দুঃখমাখা অবসাদ
রহে তা'র তরে । ২২।

'না'-এর সাথে কুটুম্বিতা
রাখিস্ যদি তুই,
নিছক হ'বি লক্ষ্মীছাড়া
ধ্ব'সে যাবে ভুঁই । ২৩।

শ্রেষ্ঠপূজক নিবিড়নিষ্ঠ
গুণ্ডাদাপট ঢের ভাল,
এদের চলন সাহস-পায়ে
বীর্য্যতপায় দেশ আলো । ২৪।

সৎ-কথাতে দত্যিহানা
মন অবাধ্য হয়,
এমন যা'রা—নয়কো ভাল,
ক্ষয়েরই গায় জয় । ২৫।

উচ্চে অবজ্ঞা দেখবি যেথায়
হীনবংশ জানিস্ সেথায় । ২৬।

কথায়-কাজে দেখবি যেমন
মানুষকে তুই বুঝবি তেমন । ২৭।

অমুক হ'লেই দেখে নিতাম
ঈর্ষ্যা-ঠাট্টায় কয়,
জানিস্ তাহার গোপন মনে
ইতর অহং রয় । ২৮।

পূরণ-গড়ন কাজ-কথনে
যেমন যাহার মিল,
লোকটা মূলে তেমনি জানিস্
নাইকো ভুল একতিল ।২৯।

চলা-বলাই ব'লে দ্যায়
কেমন মানুষ কীই বা চায় ।৩০।

কৃতজ্ঞতায় তৃপ্ত থাকে
স্বল্পে সুখী হয়,
কী করবে তার অবসাদে?
নিত্য সে অভয় ।৩১।

কত অল্পে কত বেশী
করতে পারিস্ আয়,
এইটে দেখেই পারগতা
লোকের বোঝা যায় ।৩২।

সাশ্রয়ী সুন্দর দক্ষ কাজে
লোকটি নেহাৎ নয়কো বাজে ।৩৩।

স্বল্পে সুন্দর সচ্ছল জীবন
বাঁচাবাড়ায় সেই সুশোভন ।৩৪।

জীবন যা'তে উচ্ছলতায়
হৃষ্ট হ'য়ে ফোটে,
সার্থকতায় আত্মপ্রসাদ
সেথায় গিয়েই জোটে ।৩৫।

সুখ-উচ্ছ্বাস প্রেম-দীপনায়
সম্পদে কাছে রয়,
দুঃখ-বিষাদে দূরে স'রে যায়
সে-জন আপন নয় ।৩৬।

উপযুক্ত নয় যে যা'তে
দাবি-দাওয়া করেই তা'তে ।৩৭।

স্বার্থ-ব্যাঘাত সুখ-সম্পদ
দুঃখ-সঙ্কটে,
আগলে ধ'রে দাঁড়ায় পাশে
আপন সে বটে ।৩৮।

শক্তি দিও করতে পারি
তোমার সেবা-বর্দ্ধনা,
কর্ম্মহারা এ প্রার্থনায়
লুকিয়ে আছে 'পারব না' ।৩৯।

অর্জ্জনে পটু সাশ্রয়ী কাজে
সুন্দরে সমাপন,
এই দেখে তুই চিনবি লোকের
দক্ষতা কেমন ।৪০।

সব-কিছুতেই দেখতে যে পায়
গুরুর দয়ার কেরদানি,
ইষ্টস্বার্থে অটুট হ'য়ে
আপন স্বার্থ তাই জানি',
চলনই যা'র এমনতর
যতই করুক শয়তানী,
সাধুর সেরা তা'কেই জানিস্
সেবামুখর তা'র প্রাণই ।৪১।

তোমায় সুখী করবোই আমি
কেন, তা' কি পারব না?
দ্বন্দ্ব-আকুল এমনি কথার
অন্তরালে আছেই 'না' ।৪২।

তামিল-বুদ্ধি দক্ষ-পটু
হুকুম-দাবীর প্রয়াস নাই,
পণ্ডিত ব'লে তা'রেই জানিস্
সিদ্ধিদাতা সেই জনাই ।৪৩।

সাশ্রয়ী চলনে শীঘ্র করে
সুন্দর নিপুণ কর্ম্মী,
বিদ্যাবত্তার লক্ষণই ওই
আসল বিদ্বৎধর্ম্মী ।৪৪।

কাজে-কথায় শ্রেষ্ঠ-স্বার্থী
উদ্দেশ্যে অমোঘ গতি,
সাশ্রয়ী নিপুণ অর্জ্জন-পটু
স্বার্থে শিথিল রতি;
এইগুলি সব দেবলক্ষণ
দেখবি চরিত্রে যা'র,
সেই তো জানিস্ স্বভাব মানুষ
বীরের হৃদয় তা'র ।৪৫।

ধরন-ধারণ যেমন যাহার
তরণ-তারণে সে তেমনই,
ব্যক্তিত্ব ফোটে আচার-ব্যাভারে
নিষ্ঠা-প্রত্যয় যেমনি ।৪৬।

# বর্ণাশ্রম

মানুষ কেমন অন্তরে—
আঁকা আছে সুষ্ঠুভাবে
বীজের জীবন-কন্দরে । ১।

এক যখন নয় কাহারও রূপ
সবাই আলাহিদা,
চাওয়া-চলাও তেমনিতর
যা'র যেমন চাহিদা । ২।

কারু সমান নয়কো কেউ
প্রয়োজনও তেমনি,
যা'র মেকদার তা'রই মত
পূরণ-প্রবণ যেমনি । ৩।

সংস্কৃতিই তো জন্ম পায়
তেমনি বিধান নিয়ে,
সংস্কারও হয় প্রস্ফুটিত
তেমনি কর্ম্ম দিয়ে;
প্রয়োজনেরও সমস্যা যা'
পূরণ করে সংস্কার,
কর্ম্মে দীপন ফুল্ল হ'য়ে
যা'র যেমনই জন্ম তা'র । ৪।

প্রয়োজন যেথায় রকমারি
পূরণও যখন অমনি,
স্বভাবও ছুটবে অযুতভাবে
শ্রেণীও হবে তেমনি ।৫।

শিরখানা তোর সাবাড় হ'ল
ছিন্ন হ'ল কৃষ্টি-খেই,
ভাঙ্গ্‌ল শিষ্ট জীবন-দানা
বর্ণহারা হ'লি যেই! ।৬।

দেহ-বিধানে সংস্কৃতির
জৈবী দানা যেমন,
বীজও বহে সেই প্রকৃতি
পোয়াও হয় তেমন ।৭।

এক বৈশিষ্ট্যের রকমারি
বহুর সমাবেশ,
তাই নিয়ে তো বর্ণ হয়
জানিও বিশেষ ।৮।

সমাজ-দেহে বর্ণ-বিধান
যন্ত্ররূপে চলে,
এমনতর বিশেষ চলায়
সমাজ বাড়ে বলে ।৯।

গুণ-বৈশিষ্ট্য অধিগমনে
বিশেষ শ্রমের উৎকর্ষে,
ধাপে-ধাপে অধিবিদ্য
হ'য়ে নিখুঁত প্রজ্ঞা অর্শে;
চতুরাশ্রমের এই তো তুক
হাতে-মাথে বিদ্যাবান্,
হ'য়ে ওঠে জন-সমাজ
তৃপ্তিতে গায় সামের গান ।১০।

বর্ণাশ্রমী নয়কো যা'রা
আর্য্যকৃষ্টি মেনে চলে,
কিংবা আর্য্যীকৃত হ'য়ে
বর্ণাশ্রম-প্রার্থী হ'লে,
গুণব্যঞ্জনা-সক্রিয়তায়
বংশক্রমে ব্যক্তিগত,
অনুক্রমে যথাবর্ণে
করবি তা'রে সুসংহত । ১১।

বৈশিষ্ট্যবান সবাই কিন্তু
নিজ-বৈশিষ্ট্যে সবাই বড়,
পরিপূরক যা'রাই যতর
তা'রাই কিন্তু মান্যে দড় । ১২।

সংস্কৃতির পরিচর্য্যায়
নিয়ত চ'লে-চ'লে
প্রকৃতিতে দেহ-বিধানে
যে-সংস্থিতি ফলে,
সংস্কারে সেইটি থেকে
বংশ অনুক্রমে,
নানান্ ধাঁজে সেই গুণেরই
কর্ম্ম ফোটে শ্রমে;
বহু ধাঁচে সেই গুণেরই
রঙ্গিল সম্মিলন,
বর্ণের তুক এইটি জানিস্
মনীষীর কথন । ১৩।

গুণ-বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে শ্রমে
উৎকর্ষেতে চলা,
বর্ণাশ্রমের এইতো নীতি
ঋষির মুখে বলা । ১৪।

বস্তুতঃ-যা' গোপন ক'রে
আসল ব'লে ভেজাল চালায়,
সত্যটাকে লুপ্ত ক'রে
মিথ্যা ভ'জে সকল খোয়ায় । ১৫।

দেহযন্ত্রের সুহৃৎ-চলন
পরস্পরের সহযোগে,
জীবন যেমন জ্যান্ত চলায়
উপ্‌চে তোলে উপভোগে,
সমাজদেহেও বর্ণ-বিধান
সুহৃৎ-চলায় পরস্পরে,
এক আদর্শ-সার্থকতায়
জনবৈশিষ্ট্যে পূরণ করে । ১৬।

যথাযথ পরিশ্রমে
জ্ঞানের যেথায় আহরণ,
সুধীজন করেন তা'রেই
আশ্রম ব'লে সম্বোধন । ১৭।

কৃষ্টি-পথে অর্জ্জি' অশেষ
জনন যবে সংস্কৃতি পায়,
ব্যক্তিত্বের ঐ উৎসৃজনে
পুষ্টিপোষণে বিশেষ ধায়;
ভরদেশেতে বিশেষ মানুষ
হাজার-করা একটি হ'লে,
কৃষ্টি-বোধে উন্নয়নে
অঢেল তালে দেশটি চলে;
বিশেষ পালে বিশেষভাবে
সকল দেশের জনপদে,
তাইতে বিশেষ স্বার্থ তা'দের
বাড়ায় বিশেষ সুসম্পদে;

বিশেষ গড়ন কৃষ্টি-ধরণ
কৃষ্টিপথেই বিশেষ হয়,
বিশেষ নিয়েই বিশেষ ভাগে
বর্ণ-থাকের হয় উদয়;
বিশেষহারা জাতটি জানিস্
বৃত্তি-চলায় সব খোয়ায়,
বিশেষেরে শ্রদ্ধা-দানে
ছোট্ট যা'রা বিশেষ পায়;
বিশেষ পানে নাইকো টান
দেখিস্ কোথায় অভ্যুত্থান?
বিশেষ জনে রক্ষা করা
জানিস্ জাতির ধর্ম্ম-মান;
প্রতিলোমে এই বিশেষই
সর্ব্বনাশে নিকেশ পায়,
প্রতিলোমে রাষ্ট্রেও তাই
জন্মে ইতর, নষ্ট তা'য়;
ওরে বেকুব অজান জাতটি,
তাইতো বলি বিশেষ ধর,
প্রতিলোমে রুদ্ধ ক'রে
বিশেষ জন্মে হ' তৎপর! । ১৮।

বর্ণাশ্রমে রক্ষা করি'
ব্রাহ্মী সমীক্ষা ধরি',
ইষ্টানুগ তৎপর চলন—
ঋষিবাক্যে আস্থাবান,
লোকহিতে আগুয়ান
হ'য়ে তুমি হও রে ব্রাহ্মণ!
এই আর্য্য-অনুশাসন
রেখো মনে অনুক্ষণ—
বর্ণ-নির্ব্বিশেষে হয়
এই আচরণ । ১৯।

প্রত্যয় কর্ বজ্র-কঠোর
যাজন-সেবায় নাচিয়ে তোল্,
বিদ্রোহে দল্ বিরোধ যতেক
উদ্দামে জাগা কৃষ্টি-রোল;
কৃষ্টি-চলনে সাম্যেতে চল্
পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে,
সাম্য-পায়ে বর্ণ, কৃষ্টি
বর্দ্ধনে তোল্ ক্রমান্বয়ে;
পুরুষোত্তমে হ'য়ে সমাহার
এমনি চলনে আর্য্যছেলে,
রক্তে ফুটাও তরুণ অরুণ
স্বস্তি-নৃত্যে জীবন ঢেলে । ২০।

জীবন-চলন প্রয়োজনে
জনবৈশিষ্ট্য রক্ষা করা,
এইটি জানিস্ আর্য্যনীতি
এর ব্যাঘাতই জীবনহরা । ২১।

ইষ্টানুগ দক্ষ ক'রে
ব্যষ্টিপূরণ-স্বার্থ রাখা,
বিপ্র জানে ঐ পথেতেই
আত্মস্বার্থ দীপ্ত আঁকা । ২২।

বাঁচতে নরের যা'-যা' লাগে
তাই নিয়েই তো বর্ণ জাগে;
স্বভাব-পটু শ্রমোৎপাদন
তাই দিয়ে সব করে প্রাণন;
বংশক্রমিক উৎকর্ষণ
গুণ ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ,
এই নিয়ে চার বর্ণ-বিভাগ
বিপ্র আদি চারটি থাক্—
এ না হ'লেই সর্ব্বনাশ,
ভাঙ্গে রাষ্ট্র, জাতি দাস । ২৩।

রকমভেদে জন-জাতিকে
    সাজাবি এমন ক'রে—
উঁচুর ঝোঁকে অবাধ হবে
    ধর্ম্ম রাখবে ধ'রে ।২৪।

বর্ণাশ্রমের সব ব্যাঘাত
    জ্ঞান-খড়্গে কর্ নিপাত ।২৫।

বজ্র আনি' ধর্ খরশান
    ম্লেচ্ছবুদ্ধি নিকেশ কর্,
চণ্ডপাপে দণ্ড হানি'
    পণ্ডকারী চূর্ণ কর্ ।২৬।

যে-বর্ণ হ'তে ব্রাহ্মণ হয়
    বংশক্রমিকতায়,
বিপ্র হ'য়েও সেই গুণেরই
    পূরণ-প্রভা পায় ।২৭।

পৌরোহিত্যে বিপ্র শ্রেষ্ঠ
    ব্রহ্মবিৎও হয়,
বিপ্র-ব্রাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ
    তা'র কাছে কেউ নয় ।২৮।

দ্ব্যন্তর-বিপ্র পারশব
    বিপ্রাচারী তা'রা সব,
বিপ্ররক্ষায় অস্ত্রধারী—
    এ যথা নয়, পতন তা'রই ।২৯।

দ্ব্যন্তর-বিপ্র পারশবে
    বিপ্র যদি না ধরে,
পারশব-সহ বিপ্র
    ক্ষয়েই ওরে মরে ।৩০।

ইষ্টপ্রীতি প্রাণভরা যা'র
পূরণ-গড়ন ধাঁজ,
মানুষকেই যে স্বার্থ গণে
ভালবাসার রাজ;
তাঁ'রেই জানিস্ বিপ্র ব'লে
ব্রহ্মবিদের ঘর,
নরের কুশল প্রাণে গাঁথা—
ঈশের অনুচর ।৩১।

রক্ত অরুণ বজ্রবেগে
ক্ষত্র আবার ওঠ্‌রে জেগে;
আর্য্যকৃষ্টির যা' ব্যাঘাত
বীর্য্যদাপে কর নিপাত! ।৩২।

ইষ্টানুগ ক্ষতত্রাণী
কুশল-তৎপর,
সেই মননে গবেষণায়
লিপ্ত নিরন্তর;
দুর্ব্বিপাকে দণ্ডধারী
লোক-পালক আর্য্যাচারী,
আর্ত্তপূরক ক্ষত্রিয় ধাত—
তাই তো রাজার জাত! ।৩৩।

বেদবজ্র মন্ত্র গভীর—
জাগ্ রে বৈশ্য তুলি' তুঙ্গ শির,
পুণ্যদানপণ্যে জাতিদৈন্যহর
আর্য্যরাষ্ট্র অটুট কর্ ।৩৪।

সমাজ-জীবন লওয়াজিমা
সংগ্রহেরই তরে,
ইষ্টতৎপরতায় যা'রা
জ্ঞান-গবেষণ ধরে;

প্রয়োজনের আপূরণে
বাঁচিয়ে রাখে মানুষ,
দানধর্ম্মী তা'রাই বৈশ্য
তা'রাই শ্রেষ্ঠী পুরুষ । ৩৫।

সর্ব্বকাজে দিয়ে কাঁধ
রক্ষে দ্বিজ নাহি বাধ,
আর্য্যপন্থী আর্য্যচর
সেবাপ্রাণ সুতৎপর;
সুবর্দ্ধনে ক'রে বহন
শুচীকৃত যা'রা—
ইষ্টানুগ তা'রাই শূদ্র
সমাজ-মেরু তা'রা । ৩৬।

সমীচীন সুশৃঙ্খলায়
নিষ্ঠাধারায় চল্‌লি না,
উদার বেকুব ঠাট্টা-ভয়ে
কৃষ্টিরই ধার ধারলি না? ৩৭।

বড়র যা'রা নিন্দা করে
ছোটই তা'রা অন্তরে,
নরকদেশে চলন তা'দের
কোন্ অজানা কন্দরে । ৩৮।

বৈশিষ্ট্যকে করলে হত—
দেশের-দশের জাতির ধূয়োয়,
জ্ঞানের আলোক যায়ই নিভে
জীবন পড়ে মরণ-কুয়োয় । ৩৯।

মূঢ়মত্ত মূর্খ যা'রা
আত্মহত্যা ডেকে আনে,
দেশে ওরাই না বাড়লে কি
আঘাতে বর্ণ-বিধানে? ৪০।

এক-আদর্শহীন সমাজ
পড়ে দরিয়ায় মাথায় বাজ,
টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে মরে
সাধ্য কি কা'র রাখে ধ'রে ! ৪১।

জাতে-বর্ণে আঘাত করে
বাতুল চালে সে-দেশ মরে । ৪২।

বিশেষ ধারার চাতুর্ব্বর্ণ্যে
ফুৎকারে বিষ উড়িয়ে দ্যায়,
বৃত্তিস্বার্থী-একসাই'রা
লণ্ডভণ্ডে ক্ষ'য়েই যায় । ৪৩।

শূদ্রই তো জাতির চাকা,
বৈশ্য জোগায় দেশের টাকা,
ক্ষত্রিয়েরা রাজার জাত
সবার পূরণ বিপ্র ধাত । ৪৪।

বিপ্রই হ'স্ ক্ষত্রিয়ই হ'স্
হ'স্ না বৈশ্য অর্থবান্,
বর্ণ-সঙ্গতি যেই হারাবি
হবেই কৃষ্টি অন্তর্দ্ধান । ৪৫।

পিতা-মাতা পত্নী-পুত্র
পড়শী-স্বজন নিয়ে চলে,
ইষ্টকৃষ্টির উছল ধারায়
গার্হস্থ্যাশ্রম তা'রেই বলে । ৪৬।

ঘর-সংসার পাড়া-পড়শী
ছাপিয়ে উঠে বিস্তারে,
থাকবি যখন ইষ্টপথে
বানপ্রস্থ কয় তা'রে । ৪৭।

হলায়ুধের হল হেঁকে নে
ওরে আর্য্যকৃষ্টি-ঘোষী,
বিপ্র তোরা স্ফীত বক্ষে
ধ'রে দাঁড়া কোষা-কোষী;
বীর্য্যবক্ষী ক্ষত্র আবার
ধর্ রে দণ্ড, ধর্ রে অসি,
বৈশ্য দাঁড়া পাচন হাতে
গোধন-ধান্যে দৈন্য ধ্বসি';
আর্য্য তোরা রুদ্র বেগে
আবার দাঁড়া দৃপ্ত রিঝে
রিক্তি মরণ মুক্তি-তপে
বীর্য্য-দাপে শূদ্র-দ্বিজে ! ৪৮।

# পুরুষ ও নারী

নারী পাবে পুরুষ-চলা
পুরুষ নারীর মতন,
পাগলা কথার ফোকলা মানে
দুয়েরই এতে মরণ;
নারীর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠা নারী
ধাত্রী পাত্রী মাতা সে,
পুরুষ কিন্তু পৌরুষে ধায়
গৌরব-গুরু উল্লাসে । ১।

নারীদেহের গড়ন-পেটন
কোষের উপাদান,
পুরুষ-পোষক ব'লেই কিন্তু
ভিন্ন তা'র আধান । ২।

ধাত্রী যা'রা পাত্রী যা'রা
হোত্রী-নেত্রী-প্রাণ,
আহুতিদক্ষা পোষণ-দীপ্তা
লক্ষ্মী লোকত্রাণ;
শিষ্টা নারীর বিশেষ স্বভাব
ঐ তো নারীর স্থান । ৩।

পূরণ-প্রবণ পালন নিয়ে
বৃদ্ধির হ'য়ে রথী,
পুরুষ চলে কৃষ্টিরথে
নিয়ে গৌরব-গতি । ৪।

পূরণ-প্রবণ পরস্পরের
সাম্য-স্বার্থী অনুকূলে,
পূরণ-করা গড়ন-ভরা
কর্ম্মে সত্তা ওঠে ফুলে । ৫।

বউ-সর্ব্বস্ব হ'লি যেই
শয়তানেতে ধ'রল সেই । ৬।

বীরত্ব যা'র মেয়ে-মহলে
বাগ্-বিলাসে ধায়,
বাস্তবতার আতপ-তাপে
শুকিয়ে ওঠে প্রায় । ৭।

মানদূরত্ব হটিয়ে দিয়ে
নারীর সঙ্গ করে,
এমন জনায় নিশ্চয় জানিস্
কাম-ডাইনী ধরে । ৮।

নারীমুখো রোখালো যা'রা
তা'রা কিন্তু কাপুরুষ,
বাহাদুরী সবই তা'দের
ভজে জেনো মেয়েমানুষ । ৯।

স্ত্রী-আনতি উদ্বোধনায়
তা'তেই মজে থাকল যে,
সেই প্রেরণা বাইরে ছুটে
অযুতে ফুটে ওঠে না সে,
সার্থকতায় শতেক ঘাটে
পূর্ণ করে না পড়শীপাটে,
যতেক পাখা উঠুক তাহার
মাছির রাজা জানিস্ সে । ১০।

পুরুষ যখন নারীর প্রতি
অবাধ অনুরাগে,
সমবেদনায় জর্জ্জরিত
রঙ্গীন প্রীতির ফাগে,
পুরুষ-প্রীতি সমবেদনা
ব্যথায় বীতরাগ—
সে-পুরুষের নষ্ট মাথা
কামেই সজাগ । ১১।

উচ্চে নারীর একনিষ্ঠ
ফুল্লরাগের দ্যোতনায়,
জীবন-জয়ে দীপ্ত পুরুষ
নিত্য নবীন মূর্চ্ছনায় । ১২।

জাত-জনম-জীবন নারীর হাতে
শুচির নিয়ম তাই হয় মানাতে । ১৩।

নারীর পথে পুরুষ যখন
প্রগতিশীল নারীর টানে,
পুরুষত্বের বিলীনতায়
যাবেই উবে ধ্বংস-পানে;
নারী যখন পুরুষ-ছাঁচে
গ'ড়ে তোলে তা'র প্রকৃতি,
নারীত্বে তার পেত্নী-ভাবের
ঘ'টেই থাকে কুবিকৃতি । ১৪।

ভয়-সমীহ-সম্মান
আদরেও থাকে দূরত্বমান;
ভক্তি-আনত শ্রদ্ধামদির
অটুট টানেও সাম্য স্থির;
আবেগ-রাঙ্গা আসঙ্গেতে
মাখামাখি রয় না মেতে;

স্নেহ-মমতা এতেই জানা
পবিত্রতার ঐ নিশানা । ১৫।

কুমারী একটু বড় হ'লেই
পুরুষ ছুঁতে নেই,
যথাসম্ভব এর পালনই
উন্নয়নের খেই । ১৬।

বাপ-ভাই ছাড়া কারু কাছে
নিতে নাইকো কিছু,
নিলেই জেনো হয় মেয়েদের
মনটা অনেক নীচু । ১৭।

গান-বাজনা কি উৎসবে
কিংবা ভ্রমণেতে,
বাপ-ভাই ছাড়া পুরুষ সঙ্গে
দিস্‌নে মেয়ে যেতে,
এই নীতিটি করলে পালন
কমই হবে মেয়ের স্খলন,
পুণ্য-ভরা সুফল পাবি
চলবি শুভে মেতে । ১৮।

শাসন-ভরা ভয়-সমীহে
মিতসোহাগ-আদরে
গজিয়ে উঠলে দক্ষ-সেবায়
সেই মেয়ে ঘর আলো করে । ১৯।

দেখে-শুনে কথা ক'য়ে
নতজানু নতির প্রাণে,
ভয়-সমীহ উঠলে ফুটে
তবেই নারী যোগ্যা মানে । ২০।

পতিব্রতী উপাসনায়
আলোক-লোকে সতী গজায়,
ও-তপস্যায় থাকলে জোর
পালায় দুঃখ-বিপাক ঘোর । ২১।

সতীর বাড়া পুণ্য নাই
বংশ-সমাজ আলো,
এই সতীত্বের উপাসনায়
অটুট আবেগ জ্বালো । ২২।

দুনিয়া হ'তে স্বর্গদ্বার
সতীর আলোয় পরিষ্কার,
বৃত্তিভেদী একমুখতা
আনেই সেবায় উচ্ছলতা;
দুঃখ-কষ্ট যাই-না আসুক
থাকলে সতী ঘরে,
শুভ হ'য়ে বন্দনা গায়
মলয় দোদুল ভরে । ২৩।

সতীর হাওয়া লাগলে গায়
পড়শী বেড়ে ঊর্দ্ধে ধায় । ২৪।

জীবন-বৃদ্ধি চর্য্যা ক'রে
সাধলে স্বামীর উন্নতি,
পতিব্রতা কয়ই তা'রে
সিদ্ধ-কামা সেই সতী । ২৫।

সতী-পতিব্রতার চেয়ে
ধর্ষিতা যদিও ন্যূন,
প্রেষ্ঠমুখী তপের বলে
থাকে না কালে ঘুণ । ২৬।

স্বামীর প্রতি তুখোড় টানে
বৃত্তিভেদী নন্দনায়,
চল্‌ছো যখন মেয়ে তুমি
পাতিব্রত্য রয় সেথায়;
ঐ সাধনায় সিদ্ধ হ'লেই
সতী হবে তুমি,
বংশ তোমার উজল হবে
উজল সমাজ-ভূমি ।২৭।

ছেলে-মেয়ে একযোগেতে
করলে পড়াশুনা,
পড়ার সাথে বাড়ে প্রায়ই
কামের উপাসনা;
কাম-কল্লোল নাই যদি পায়
সৎনিয়ন্ত্রণ শুভে,
ভ্রষ্ট হবে জন্মধৃতি
পড়বে পাগল-কূপে ।২৮।

শোন্ রে বলি আমার মেয়ে
আমার নিছক কথা,
চলিস্ শুনে সেই পথেতে
বুঝিস্ দিয়ে মাথা;
তুষ্টি প্রীতির পথে স্বামীর
জীবন, যশ আর বৃদ্ধি,
বৃত্তিভেদী অটুট টানে
হয় সতীত্বে সিদ্ধি ।২৯।

স্বামীর বর্ণ-বংশ-গৌরব
সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ জানিস্,
সেই বর্ণ-বংশ-আচার
প্রাণপণেতে রাখিস্ মানিস্ ।৩০।

পেটের ছেলেয় থাকেই নেশা
স্বামীর প্রীতির সুরে,
অন্যেতে যা'র ভালবাসা
রয় ছেলে তা'র দূরে ।৩১।

কত অল্পে কত বেশীর
পোষণ করতে পারিস্,
গৃহিণীপনার তুকটিই এই
নিছক মনে রাখিস্ ।৩২।

ঘর-করনার কাজে-কর্ম্মে
সতত রাখিস্ কড়া নজর,
প্রয়োজন বুঝে কত অল্পে
করতে পারিস্ কত সুন্দর;
এই অভ্যাসের নিয়ন্ত্রণে
লক্ষ্মী বউটি হ'বি,
অল্পের ভিতর উপ্‌চে দিয়ে
সাশ্রয়েতে র'বি ।৩৩।

ঘর-করনার প্রত্যেক কাজে
দেখবি হিসাব ক'রে,
কেমন কোথায় কী রাখলে তা'র
নাশ ঘটে না ওরে;
কেমন ক'রে কী হ'তে কী
বাঁচিয়ে রাখা যায়,
সুষ্ঠু-স্বল্প তুকের ভিতর
কী লাভ কোথায়;
এই নজরে এই হিসাবে
দেখবি রাখবি করবি,
টগবগিয়ে গৃহস্থালী
উচ্ছলতায় ধরবি ।৩৪।

কট্‌মটিয়ে সুপুরি খাওয়া
নাক ডাকিয়ে পাড়া ঘুম,
ঘুমের মুখে চপ্‌চপানি
লালাপড়া বেমালুম;
দেখলে এমন পুরুষ-মনের
অনুগতি দৈন্য পায়,
এড়িয়ে চলার মেজাজ জাগে
সম্বেগও তার মিইয়ে যায়;
মুখে ঘামে চুলে গন্ধ
ময়লা কাপড় সায়া—
কুৎসিত এমন চলন-চালে
তিক্ত পুরুষ-মায়া। ৩৫।

পিতৃ-গৌরব শীলযুতে রাখ
শ্বশ্রূ-শ্বশুরে মহিমায়,
ভ্রাতৃদ্যুতি দীপন হৃদয়ে
দেবরে পালিও দ্যোতনায়;
মাতৃস্বভাব-সুরভি আহরি'
সৌরভে রাখিও প্রকৃতি,
ভগিনী-স্নেহল পালন-পরশে
ননদে দানিও সুকৃতি;
নিজসত্তার প্রতীক জানিয়া
স্বামীরে এমনই সেবিও,
দৈন্যে হানিয়া ঈশচেতনায়
তাঁহারে সজাগ, রাখিও;
পরিজন হ'তে আহরি' আদর
সেবা-সম্মান-প্রতীতি,
তুষিও পুষিও নিয়ত সবারে
রেখো মেয়ে মোর এ-নীতি। ৩৬।

শ্বশুর-শাশুড়ী মমতা-প্রবণ
দীপন পুষ্টি-তালে,
পূজারিণী বৌ যেখানে
ঘর-করনা পালে,
লক্ষ্মী আসে আপনি সেথায়
পদ্মশঙ্খ নিয়ে,
কৃষ্টি-দোলায় দুলিয়ে তোলে
জীবন-জ্যোতি দিয়ে ।৩৭।

ভক্তিভাজন শ্বশ্রূ-শ্বশুর
পূজ্য দেব-দেবীর,
তাঁদের প্রতি সেবাশীলা
করবি যে তদ্‌বির,
প্রাণের উৎস পরশ পেয়ে
যেমন সুখী ওঁরা,
সন্তানও তোর প্রতি তেমন
হবেই ভক্তিভরা ।৩৮।

পিতা, মাতা, গুরুজনে
বউ-এর সেবা পেল না কেউ,
স্ত্রী তোর সে কেমনতর?
বাঘের সঙ্গে যেমনি ফেউ ।৩৯।

শ্বশুর-শাশুড়ী যেমনই হ'ন্
ভক্তি-সেবায় অনুক্ষণ,
তাঁ'দের অভাব-প্রয়োজনে
সবার আগে কর পূরণ;
রাখবি তাঁ'দের দীপ্ত ক'রে
নিয়ত রাখবি এইটি ধ'রে,
এমনি ক'রে যতই চলবি
ক্রমে-ক্রমেই দেখবি বুঝবি,

কত জঞ্জাল-আবর্জ্জনা
পেয়ে নিছক মার্জ্জনা,
উছল প্রাণে তৃপ্তিভরে
রাখবে তোরে দীপ্ত ক'রে । ৪০।

শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, ননদ
এদের প্রতি যেমন,
কথাবার্ত্তা সেবা-কায়দা
প্রাণের প্রসারণ;
যেমনভাবে করবি আপন
অভ্যাস-ব্যবহার,
সন্তানেরও হৃদয়টি তোর
ফুটবে সে-প্রকার । ৪১।

স্বামী-সম্পদ দৈন্যে দলিত
না হয় এমনভাবে,
পিতৃকুলের নাশিতে আপদ
কভু না বিরতি পাবে । ৪২।

স্বার্থ-ব্যাহত ধৃষ্ট-কুটিল
হইয়া শ্বশুরকুল,
পিতৃকুলেরে অযথা পীড়িলে
নাশিও তাহার মূল । ৪৩।

শ্বশুরকুলের ঋদ্ধি যেথায়
আঘাতে পিতৃকুল,
প্রাণপণে তা'র নিরসনে ক'রো
সিদ্ধ শ্বশুরকুল । ৪৪।

পিতৃকুলের দুর্দ্দিনে নারী
শ্বশুর-গৌরব বাহিয়া,
স্মিত বদনে অভয়ে দাঁড়াও
পিতৃদৈন্য নাশিয়া । ৪৫।

পিতৃকুলের সঙ্গতি যদি
শ্বশুরকুলে না দলে,
সে-সঙ্গতি নারী প্রাণ-উপচারে
সাধিও যাহাতে ফলে । ৪৬।

মাতৃত্বটি সত্যি সজাগ
জানিস্ মেয়ে সেইখানে,
পরের ছেলের দরদ-ব্যথায়
মাতৃ-ঝলক যেই প্রাণে । ৪৭।

সত্তাপ্রতীক একই পুরুষ
যত নারীর রয়,
সম্বন্ধে সতীন হয় তাহারা
সমসত্তা বয়;
অবলম্ব আশ্রয় এক
একই স্বার্থ একই টান,
বেদন-ব্যথা একই তা'দের
সার্থকতার একই স্থান;
এ-বোধ যখন অবশ-কাবু
বৃত্তি-রঙ্গিল স্বার্থ-কুটিল,
বাতুল-বেভুল দুর্দ্দশাতে
নারীর জীবন হয়ই জটিল । ৪৮।

স্বামীর টানে মনটি আছে
সতীনে নাই সম্প্রীতি,
স্বামীর টানটি স্বার্থ-কুটিল
মিথ্যাচারী দুর্নীতি । ৪৯।

সমান ব্যথার দরদী সতীন
সমান সুখের মূর্চ্ছনা,
সমান ঝঙ্কার প্রাণ বেয়ে যায়
হ'লেও ভিন্ন সর্জ্জনা । ৫০।

সতীন-পেটের ছেলেমেয়ে—
নিছক নিজের ব'লেই জানিস্,
পালন-পূরণ করবি তা'দের
অটুটভাবে এইটি মানিস্ । ৫১।

জ্যেষ্ঠা সতীন যত্ন ক'রে
সুখ-সুবিধা ছোট্টদের
না দেখলে তা'য় অলক্ষ্মীতে
উবেই আভা সম্পদের । ৫২।

সতীন-ছেলে নয়কো নিজের
এমন কথা ভাববি না,
স্বামীর সত্তা উড়িয়ে দিতে
এমন কিন্তু বলবি না । ৫৩।

পিতৃকুলেতে অবজ্ঞা ঢালিয়া
শ্বশুরকুলের ভজনা,
শুভ আমন্ত্রণ-হারা হয় নারী
ব্যতীপাতে ক্ষয় সাধনা । ৫৪।

বাপের বাড়ী হামেহাল
থাকলে নারী পয়মাল । ৫৫।

বাপের বাড়ী পুষলে মেয়ে
পুষ্টবৃত্তি মাথা তোলে,
প্রবৃত্তি তা'র বশ থাকে না
প্রায়ই নষ্ট অনেক স্থলে । ৫৬।

বাপের বাড়ী থাকে ভাল
সেই গৌরবে তৃপ্তি পায়,
শ্বশুর-গর্ব্বে প্রাণ নাচে না
অপটু তাঁ'য় রাখতে বজায়;

নারী এমন কুলক্ষণের,
জন্ম-জীবন নয় পূরণের,
গড়ন-আবেগ নাই সে-নারীর
দৃপ্ত সম্পদ ক্ষয়েই ধায় । ৫৭।

মেয়ের চাকরী মহা পাপ
বিপর্য্যস্ত শ্বশুর-বাপ । ৫৮।

অসতীত্বের কুয়াসী স্তর
মেয়ের চাকরী করা,
ধী-টি জানিস আবছা হ'য়ে
লোভেই পড়ে ধরা । ৫৯।

যে-মেয়েরা চাকরী করে
জনন-জাতি তা'রাই হরে । ৬০।

বৃত্তিঝোঁকা হ'লেও নারী
বংশে উচ্চ হ'লে,
শ্রেষ্ঠ-পানে ধায়ই নজর
নীচকে ঠেলে চলে । ৬১।

বৃত্তি অবশে যে-নারীর
নষ্টে নম্য, মতি অস্থির । ৬২।

স্বামী ছাড়া পুরুষপ্রাণা
মারছে উঁকি নষ্টাপানা । ৬৩।

নষ্টা নারী তা'রেই কয়
স্বামী ছেড়ে যে অন্যে বয় । ৬৪।

স্বামীদ্বেষিণী নারী যা'রা
প্রসব করে কু,
আদর্শহীন হ'লে পুরুষ
বৃত্তিমুখী মেকু । ৬৫।

পরের বাবা, পরের দাদা
পরের মামা বন্ধু যত,
এদের বাধ্য-বাধকতায়
সম্বন্ধটি যাহার যত;
অনুরোধ আর উপরোধে
ব্যস্ত সারা নিশিদিন,
কামুক মেয়ে তা'কেই জানিস্
গুপ্ত কামে করছে ক্ষীণ । ৬৬।

বৃত্তিলোলুপ আবিল চাওয়ায়
স্বার্থ-শোভার প্রয়োজন,
কুট্‌নিগিরি ক'রে যবে
অবশ করে মেয়ের মন;
সেই ফাঁদেতে নিজে প'ড়ে
অসতী হয় মেয়ে—
বৃত্তিতাড়ায় সকল হারায়
অধঃপাতে যেয়ে । ৬৭।

নারী যখন পুরুষ নিয়ে
বন্ধুবান্ধবতায়,
ভাববিলোলী সহানুভূতি
সেবায় এগিয়ে যায়;
নারীর ব্যথায় নাই কোন টান
ব্যস্ত পুরুষ নিয়ে,
অলক্ষিতে কাম-পেত্‌নী
ধরেছে তা'রে গিয়ে । ৬৮।

অসতীত্বের কুটিল ঝোঁকই
ছাড়ায় আপন কুলে,
মানগরবী দম্ভদাবী
কুলটা ক'রে তুলে । ৬৯।

স্বামীছাড়া পুরুষ-সঙ্গে
গোপন-পথে ঘরে,
যেতে নাইকো জানিস্ মেয়ে
রাখিস্ মনে ক'রে । ৭০।

স্বামী ছেড়ে পুরুষান্তরে
গেলে টান তা'য় ধরলে পরে,
কামবিলোলী অবশতায়
মেয়েরা সতীত্ব হারায় । ৭১।

ভ্রষ্টা নারী তা'রেই জানিস্
স্বামী ছেড়ে যেই,
বৃত্তিটানের কুহক নেশায়
পরের ধরে খেই;
পাতিব্রত্য ভানেই থাকে
ভজে অন্য পুরুষ,
গোপন উপপত্নী হয়
ভ্রষ্টা মেয়েমানুষ । ৭২।

পাতিব্রত্যে হ'লেও পতিত
স্বামীর কুলেই ভ্রষ্টা র'য়ে,
বৃত্তিঘাতী অনুতাপে
পতিপ্রাণতায় আরো হ'য়ে,
প্রায়শ্চিত্তে যথাবিধি
হ'তে থাকলে চলায়মান,
লোকচক্ষুর অজানপথেই
হ'য়ে থাকে তার উত্থান;
কিন্তু যদি পুনঃ-পুনঃ
দিশাহারা বৃত্তিচাপে,
ভ্রষ্টপথেই চলতে থাকে
কৃতঘ্নী হয় রিপুর দাপে;

অশেষ পাপের নিঠুর আঘাত
জীবন-জনন করেই নিপাত,
এখনও নারী সাবধান হ'
পতির চর্য্যায় অটুট র' ।৭৩।

একমুখতায় অবহেলে
বৃত্তিমুখী গেলি হ'য়ে,
তাই অসতী তরল মতি,
শ্রেষ্ঠ একে চল্ ব'য়ে ।৭৪।

অসতী হ'লেই সর্ব্বনাশ
কুলটার তো আরও,
দ'গ্ধে-দ'গ্ধে সে তো মরেই
মরণ সমাজেরও ।৭৫।

অসতী যদি হয়ই কেউ
হয় না যেন কুলটা,
মরবে তা'তে দ'গ্ধে ওরে
বাড়বে তা'তে পাপ-ঘাটা ।৭৬।

পাগলী বেকুব মেয়ে আমার!
যদি অসতী হ'য়েই থাকিস্,
অনুতাপের আগুন জ্বেলে
ইষ্টানুগ তপে ফেলে
বৃত্তি-আবিল মন-কুলটায়
আগেই নিকেশ করিস্ ।৭৭।

কুলটাও যদি হয়েই থাকিস্
বর্ণঘাতী হ'স্ না,
নীচের অনুগমন ক'রে
কুজননে সমাজ ভ'রে,
অপার নরক সামনে ক'রে
আরও নরকে ধাস্ না ।৭৮।

শয়তানেরই কুহকী চর
মেয়ে তোদের সর্ব্বনাশে,
কাঁপিয়ে দিয়ে আর্য্যদেবে
বিক্ষোভিত করে ত্রাসে;
এখনও তোরা নিঝুম ঘুমে?
ছোট্ রে দিয়ে অট্টহাস,
লক্ষ্যভেদী পদাঘাতে
বর্শা ছাড়ি' কর্ নিকাশ ।৭৯।

ধর্ষণমুখী যদিই বা হ'স্
পরাক্রমী মেয়ে,
মারবি না হয় মরবি তখন
রাখিস্ কীর্ত্তি ছেয়ে ! ৮০।

ইতর নীতির প্রগতি-পথ
শম্ভুশূলে কর্ নিরোধ,
মেয়ে আমার, সতি আমার!
খড়্গশূলে রোধ্ বিরোধ ।৮১।

বহ্নিশিখায় খোপা বেঁধে
পাপহননী ত্রিশূল ধর্,
সিংহ-ধাওয়ায় খড়্গ নিয়ে
অসুরবুদ্ধি নিপাত কর্ ।৮২।

শার্দ্দুলেরে বাহন ক'রে
সাপের ফণার মালা প'রে
কালবোশেখী ঝঞ্ঝাবেগে
ছোট্ রে নারী ছোট্ রে ছোট;
দত্যিদানার নীচবাহানা
আর্য্যাবর্ত্তে দিয়ে হানা
ঘূর্ণীপাকের বেতাল গাঁথায়
হুলিয়ে-ভুলিয়ে দিচ্ছে চোট;

দশপ্রহরণ দশহাতে ধর
বক্ষ বিদরি' ধ্বংসি' ইতর,
সূর্য্যরাগী বজ্র তেজে
আর্য্যনারী! শত্রু টোট্ । ৮৩।

বুকের আগুন দাউদহনে
সাধ্বী মেয়ে জ্বালিয়ে তোল্,
বৃত্তিজ্ঞানীর ইতর নীতি
পুড়িয়ে হুলুর কর্‌রে রোল । ৮৪।

ওরে সতি! সাধ্বী মেয়ে!
আর্য্যনীতির ব্যাঘাত যা',
সাপের মুখে চুমুক দিয়ে
উগ্‌রে সে-বিষ নাশ্ রে তা' । ৮৫।

সাধ্বী তোরা নারী তোরা
ফাগুন রাগে আগুন জ্বাল্,
দুর্ব্বিনীত ইতরামি যা'
জ্বালিয়ে ফ্যাল্ পুড়িয়ে ফ্যাল্ । ৮৬।

শঙ্খ ফুঁকে অমর হাঁকে
উচ্চ রোলে পুরুষ-বুক,
তাথৈ থিয়ায় নাচাও নারী
বর্ম্মে ঢেকে মৃত্যুমুখ । ৮৭।

আর্য্যকৃষ্টি-মাতাল সাড়ী
পর্ রে আর্য্য মেয়ে,
আর্য্যগর্ব্বে গরবিনী
চল্ দোদুলে ধেয়ে;
অমৃতেরই ভাণ্ড করে
পদ্মবনে অমর স্বরে,
ছেলেপিলেয় কৃষ্টি-হাওয়ায়
অমর মদির কর্ যেয়ে । ৮৮।

সতীর তেজে ঝল্‌সে দে মা
নিঠুর-কঠোর অন্ধকারে,
মদন-ভস্ম বহ্নি-রাগে
বৃত্তিরিপু দে ছারখারে;
প্রণবতালে ইষ্ট-মন্ত্রে
ঝঙ্কারি' তোল্‌ সকল তন্ত্রে,
বিষাণ-হাঁকে রুদ্র দোলায়
বজ্র হানি' মৃত্যুদ্বারে;
আয় ছুটে আয়, আয় মা আমার!
ধর দীপকে আর্য্যতান,
ফুলিয়ে তোল্‌, দুলিয়ে তোল্‌
তাথৈ তালে আর্য্যমান ।৮৯।

# বিবাহ

ইষ্ট-স্বার্থপ্রতিষ্ঠা যা'র
পরিণয়ের মূলে,
তা'রই বিয়ে সার্থক হয়
বংশ ওঠে দুলে' ।১।

বিয়ে-ব্যাপারে সবার আগে
বর্ণের হিসেব করিস্,
তা'র সাথেতেই বংশটিকে
বেশ খতিয়ে দেখিস্;
বংশ দেখে শ্রদ্ধা হ'লেই
স্বাস্থ্য দেখিস্ কেমন তা'র,
তা'র সাথে তুই বাজিয়ে নিবি
স্বভাব-অভ্যাস-ব্যবহার;
এ-সবগুলির সুসঙ্গতি
মিলেই যদি যায়,
বিদ্যা দেখিস নজর ক'রে
কর্ম্মের ওজন তা'য়;
পারম্পর্য্যে এইগুলি সব
মিলিয়ে দিলে বিয়ে,
প্রায়ই দেখিস্ ঠক্‌বি না তুই
মরবি না বিষিয়ে ।২।

যে-পুরুষে করলে বিয়ে
শ্রেষ্ঠ পানে ধাও,
হৃদয় খুলে যা'র কাছেতে
দীপন পুষ্টি পাও,
বংশে শ্রেষ্ঠ পিতৃতুল্য
কিংবা শ্রেষ্ঠতর,
সেই পুরুষে করলে বরণ
হবে না ইতর । ৩।

ইষ্টানুগ নতি তুমি
যেথায় দেখতে পাবে,
কর্ম্মকুশল দক্ষ-নিপুণ
শ্রদ্ধা-ভক্তি ভাবে,
শ্রেষ্ঠ বংশ-সমুৎপন্ন
নাই ঠুন্‌কো মান,
স্তুতিতে ভ'রে উঠবে বুক
করলে আত্মদান । ৪।

সৎস্বভাবে পরাণ-পাগল
সেই তো রে তোর বর,
সব দিকে তোর শ্রেষ্ঠ হ'লে
তা'রেই বরণ কর্ । ৫।

সৎপুরুষে করবে বরণ
জননক্ষম নারী যখন,
তবেই জন্মে সেই ক্ষমতা
এই তো শাস্ত্র-নীতির কথা । ৬।

রজস্বলা হ'লেই নারী
বর-বরণে অধিকারী । ৭।

উচ্চবর্ণে দিলে মেয়ে
তাঁ'দের নিয়ম-নীতির ধাঁজে,

চলাই শ্রেয় কড়া নিয়মে
আচার-বিচার কথায়-কাজে । ৮।

উচ্চ বংশে মেয়ের নতি
তুখোড় ঝাঁঝাঁল হয় সন্ততি । ৯।

মাতৃবর্ণে যা'রই যে-থাক্
সে-থাক্ সহ নিম্নপানে,
করলে বিয়ে পুরুষজাতি
প্রাজ্ঞ শ্রেয় পায় সন্তানে । ১০।

পিতৃবর্ণে যা'রই যে-থাক্
সে-থাক্ হ'তে উচ্চপানে,
মেয়ের বিয়ে হ'লেই জানিস্
বাড়বে শিশু বীর্য্যে জ্ঞানে । ১১।

কেহ তোরে আবেগভরে
ব'য়েই সুখী হয়,
বওয়া-সওয়ার কষ্ট যত
সুখের ক'রেই লয়,
শ্রদ্ধা-ভক্তি আনতিতে
ন্যস্ত ক'রে মন,
আত্মদানে করতে চাইলে
তোরে রে বরণ,
সে যদি তোর ইষ্ট কাজে
বাধা না ঘটায়,
নিস্ তা'রে তুই বুঝেসুঝে
ফিরাস্ নাকো তা'য় । ১২।

পূর্ব্বপুরুষ-সংস্কার যা'
স্বল্প বিস্তরে,
অনুক্রমে আসছে নেমে
বিয়ে-সূত্র ধ'রে;

ঐগুলি সব ব'য়ে সুখী
এমন মেয়ে নিয়ে,
তা'তেই তুমি পুষ্টি পাবে
সেই তো যোগ্য বিয়ে । ১৩।

বড় কিংবা ছোট নিয়েই
বিয়ের নীতি সিদ্ধ নয়,
যৌন-জনন সার্থক যা'তে
সেই বিয়েই শ্রেষ্ঠ হয় । ১৪।

গৌরব জয় উপঢৌকনে
ইষ্টস্বার্থে পুরুষ ধায়,
ধারণ, রক্ষণ, প্রেরণা, সেবায়
নারী যবে তা'র পিছনে যায়,
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী সেখানে—
নারীজীবন বৃদ্ধি গায় । ১৫।

গৌরব-মুখর পূরণ-গড়ন
আহরণেচ্ছু যতেক নরে,
বরণ-অর্ঘ্য বৃদ্ধি সমীক্ষে
চলে নারী দিতে পালন বরে । ১৬।

এককে নিয়েই ডুবে থাকা
এই তো নারীর ধাঁচ,
বহুস্ত্রীতে সম মমতা
মুখ্য পুরুষ ছাঁচ । ১৭।

অটুট কঠোর আদর্শে যে
বহুবিবাহে সমর্থ সে,
পুরুষে যখন না দেখবি তা'—
একটিরও নাই উপযোগিতা । ১৮।

সৃষ্টি যা' সব আত্মায়ন
মানুষ ঋদ্ধি-প্রবণ,
তেমনতরই পায় সকল জীব
যেমন করে বরণ । ১৯।

মেয়েরা যদি স্ব-ইচ্ছাতে
বরে না সৎবরে,
কা'র বউ কা'র ঘরে যায়
ঠিক পাবি কি ক'রে ? ২০।

শোন্ রে বলি শোন্ ওরে শোন্
আমার অবোধ মেয়ে,
অহং-আহত ঈর্ষা-ক্ষিপ্ত
ইষ্টহারা বৃত্তিলিপ্ত
হোমড়া-চোমড়া হোক না যত
থাকিস্ দূরেই পারতমত,
বৃত্তিজ্ঞানীর বেকুব কথায়
বিয়ে করিস্ না যেয়ে । ২১।

বিয়ের আগে পড়লে মেয়ের
অন্য পুরুষে ঝোঁকের মন,
স্বামীর সংসার-পরিবার
করতে নারে প্রায়ই আপন । ২২।

সবর্ণে সগোত্রে বিয়ে
দিস্‌নে কোনদিনও ভুলে,
করবে বংশ জরাজীর্ণ
অসংবদ্ধ গুণবহুলে । ২৩।

পরিচর্য্যী টানের পূর্ব্বে
কিংবা ঋতু হওয়ার আগে,
নিরুদ্দেশে স্বামী পালায়
পরিণীতা বধূত্যাগে;

কিংবা নষ্টমৃত হ'লে
নয়তো ক্লীব জানা গেলে,
ম্লেচ্ছ নীতি আঁক্‌ড়ে ধ'রে
ইষ্টকৃষ্টি ফেল্‌লে ঠেলে,
এমন পতিত বরকে ছেড়ে
যদি ইচ্ছা ধরবে শ্রেয়,
দুঃখে স্মৃতি দিলেন বিধি
যদিও এটা অনেক হেয় ।২৪।

ত্যক্তা নারীর আবার বিয়ে
দৃপ্ত বুকে ক্ষিপ্ত ফণা,
গলায় প'রে পুরুষ বেড়ায়
প্রিয়বুকে সটান টনা ।২৫।

অসতীত্বের উপচয়ে
বাতিলই যদি হয় বিয়ে,
সমশ্রেষ্ঠ পুরুষেতে
ক'রে রে নির্ভর,
লোকসমক্ষে বিয়ে করিস্‌,
অববধূ হ'য়ে থাকিস্‌,
উন্নতিকে অবাধ সাধিস্‌
ক'রে তা'রই ঘর ।২৬।

শ্রেয়ে কন্যা দিয়ে যদি
হরণ করে মনের পাকে,
স্মৃতির বিধান চৌর্য্যদণ্ড
বইতে হবে নিশ্চয় তা'কে ।২৭।

সংশ্লেষতা যেথায় যেমন
দুঃখ ও সুখ তেমনি সেথায়,
রাগ-বিরাগের এমনি চুমোয়
মানুষ মরে দ'গ্ধে ব্যথায় ।২৮।

নারী-লোলুপ পুরুষ যা'রা
উদ্বাহেতে তা'দের ধ'রে,
বিদ্‌ঘুটে এক জীবন-চলায়
চলেই নারী জ্যান্তে ম'রে । ২৯।

পুরুষ যা'রা বিয়ের নেশায়
বিয়ের আসর জমিয়ে রাখে,
চপল কামুক বিয়েপাগ্‌লার
গোঙরানি সার কামের ডাকে । ৩০।

কাম-আচারে পুরুষঘেঁষা
কন্যা বিয়েয় শ্রেষ্ঠ নয়,
অমনি বিয়েয় জন্ম হ'লে
জাতক-জীবন ক্ষুণ্ণ হয় । ৩১।

প্রিয় পাওয়ার ঝোঁকের তাড়ায়
সমত্ব-সঙ্গতি ছাড়া,
বৃত্তিমাফিক চায় প্রিয়কে
প্রিয়র স্বার্থে দৃষ্টি-হারা,
টানটি সহ বুদ্ধি তখন
বিক্ষোভে হয় জর্জ্জরিত,
বৃত্তিরঙ্গিল প্রেষ্ঠ পাওয়া
হ'য়েই থাকে কণ্টকিত । ৩২।

উন্নয়ন আর সুপ্রজনন
এই তো বিয়ের মূল,
যেমনি-তেমনি ক'রে বিয়ে
করিস্‌ না কো ভুল । ৩৩।

সমান বিয়ের সাম্য ধাঁজ
অনুলোমে বাড়ায় ঝাঁঝ্‌,
প্রতিলোমে কুপোকাৎ
বিশ্বাসঘাতক বংশপাত । ৩৪।

কী কুক্ষণে অনুলোমী
অসবর্ণ বিয়ে,
বাতিল করলি বেকুব সমাজ—
কিসের দোহাই দিয়ে?
ইষ্টস্বার্থী শিক্ষারেই বা
তফাৎ করলি কিসে?—
এই ক'রে যে সব খোয়ালি
হ'লি হারাদিশে । ৩৫।

অনুলোমী সদ্যদীপন
পাঞ্চজন্য বাজিয়ে আন,
দৈন্যভরা সংস্কারীকে
সূর্য্যতপায় করা স্নান । ৩৬।

ভুলে অশ্রেয়ে কন্যা দিলে
হরণ ক'রে শ্রেয়ে দিবি,
আর্য্য-স্মৃতির এই তো নীতি
ঋষির কথা মেনে নিবি । ৩৭।

অনুলোমী অসবর্ণার
গর্ভের তনয়,
স্বামী-বর্ণই পেয়ে থাকে
থাকের তফাৎ হয় । ৩৮।

পুরুষের বিয়ে নিম্ন ঘরে
উন্নতিতে সমাজ চড়ে । ৩৯।

অনুলোমী স্ত্রীদের আছে
সেবায় অধিকার,
দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে
সবর্ণাই সার । ৪০।

একান্তরা অসবর্ণা
থাকলে সদাচারে,
ভোজ্য-পান তাহার হাতে
সবই চলতে পারে । ৪১।

পুরুষের বিয়ে উচ্চ ঘরে
বাড়ে আপদ বংশ মরে । ৪২।

নিম্নবর্ণে নারীর ঝোঁক
এর বাড়া নেই ঘৃণ্যগতি,
ইতর-ঝোঁকা দুষ্টা চেয়ে
ঢের ভাল যা'র উচ্চে রতি । ৪৩।

উঁচুর মেয়ে নিস্‌নে ঘরে
দিস্‌ উঁচু বরে,
ঘরে থাকবে লক্ষ্মী বাঁধা
জনে থাকবি ভরে । ৪৪।

উঁচুর মেয়ে নিলে ঘাড়ে
দিলে নিম্ন বরে,
বংশ মরে লক্ষ্মী ছাড়ে
রাষ্ট্রে আঘাত পড়ে । ৪৫।

উঁচুর মেয়ে নিলে ঘাড়ে
বংশ নাশে লক্ষ্মী ছাড়ে । ৪৬।

প্রতিলোমে মত্ত-মস্‌গুল
সমারোহে রইলি তুই,
ভাবলি না রে ছোট ধ'রে
নষ্টে চ'লে যাচ্ছিস্‌ নুই',
মাথাতোলা সৃষ্টি-জনন
এমনি ক'রে করলে ক্ষয়,

আর্য্য তোরা দ্বিজ তোরা
সর্ব্বনাশেই পাবি লয় । ৪৭।

প্রতিলোমী স্পর্শে নারী
নষ্টা হওয়ার চেয়ে,
অনুলোমে দুষ্টা হ'লেও
উচ্চে চলে বেয়ে;
দুষ্টা হ'লেও হৃদয়টি তা'র
শ্রেষ্ঠ উদ্দীপনায়,
জাত-সমাজের করেই ভাল
সৎ-এর উচ্ছলায়;
তাই তো বলি মেয়ে আমার
প্রতিলোমে ধাস্ না,
ছোট হ'য়ে নীচু হ'য়ে
মরণপথে যাস্ না । ৪৮।

অবিনশ্বর আত্মধারা
ছিট্‌কিয়ে ক্ষয় হয় কিসে—
জানিস্ তা' কি বেকুব পাগল?
প্রতিলোমে নর যেই মিশে । ৪৯।

থাকলে বংশে প্রতিলোমী ছিট
মেয়েদের যায় নীচোয় দিঠ । ৫০।

বাঘের মুখে দিস্ রে তুলে
অজগরের আহার দে,
অপমানী নীচ-সৃজনী
প্রতিলোমী বৃত্তিবাদে । ৫১।

অযোগ্যা অগম্যার যদি
কোন পুরুষে টানও থাকে,
টানের নেশায় পুরুষ যদি

মনন-গ্রহণ করে তা'কে;<br>
সে-পুরুষের পাতলা স্নায়ু<br>
ধ্বংস ক'রে মস্তিষ্কটা,<br>
ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রে করে<br>
সর্ব্বনাশে একসাপটা;<br>
বৃত্তিনেশায় সবায় মারে<br>
এ পাপ পুরুষ বয় কিনা,<br>
সবায় মেরে কী হয় সাজা<br>
দেশ-সমাজ তা' সয় কিনা । ৫২।

বৃত্তিঝোঁকা হ'লেও মেয়ে<br>
বংশে উচ্চ হ'লে,<br>
শ্রেষ্ঠপানেই ধায় নজর তা'র<br>
নিম্নে মন না টলে । ৫৩।

অধম নরে নারীর ধাওয়ায়<br>
মরণ ছোটে পিছে,<br>
নীচ জননে বংশ নাশে<br>
জীবন তাহার মিছে । ৫৪।

শাক্ত বৌদ্ধ মুসলিম খৃষ্টান<br>
বৈষ্ণব যা'ই হ'স্ না,<br>
প্রতিলোমে বরণ ক'রে<br>
বৈশিষ্ট্য ছেড়ে ধাস্ না । ৫৫।

পিতৃকৃষ্টি গৌরব-গানে<br>
গর্ব্বে নাচে না যা'দের প্রাণ,<br>
জাতীয়-জীবন বীর্য্য-কাহিনী<br>
বোঝে না, কহে না, গণে অপমান;<br>
একই ইষ্টে নাহি অনুরতি<br>
পর-গৌরবী যাদের ধাঁচ,<br>
প্রতিলোমে যা'রা উচ্চ উদার<br>
গোল্লায় তা'দের জনম-ছাঁচ । ৫৬।

পুরুষ-নারী সবাই শোনো—
কোনপ্রকার প্রতিলোমে
বিয়ে বা গমন ক'রো নাকো
ক'রো না পুষ্ট কুটিল যমে,
অতি সুন্দর অটুট প্রার্থী
প্রাপ্তি-প্রীতি যদিও হয়,
দূরেই থেকো, এগিও নাকো,
রাষ্ট্র-সমাজ ওতেই ক্ষয় । ৫৭।

উচ্চবর্ণ বংশ বরে
নিম্নজাতা মেয়ের বিয়ে,
অনুলোম তা'কেই বলে
সমাজ যা'তে যায় উজিয়ে । ৫৮।

আগ্রহ-উদাম সমধর্ম্মী
বিপরীতে পরিণয়,
শিষ্ট অনুলোমী হ'লে
বিশিষ্টই উপজয় । ৫৯।

বীজ পেল না ক্ষেত্র সারী
যেমন তাহার লাগে,
ফসল পাবি ওরে লোভী
কোন্ কর্ম্মের বাগে ? ৬০।

# দাম্পত্য জীবন

বৈশিষ্ট্য উদ্দাম যেথা
　　অবাধ আদান,
উদ্বুদ্ধ আদর্শানতি,
স্ত্রী-পুরুষে একই রতি,
ইষ্ট উদ্বোধনে করে
　　উভে আত্মদান;
এমন স্থলেতে মূর্ত্ত
　　হয় ভগবান,
অমরণ নীতি-পথে
　　করে আগুয়ান ।১।

সজীব যেমন যৌন-জীবন
　　সুন্দর সদাচারী,
দীপ্ত কৃতী তেমনই সে-জন
　　আয়ুর অধিকারী ।২।

পতিপ্রাণা দক্ষা নারীর
　　সেবাসুন্দর তৃপ্তি-চলন,
পুরুষ-বুকে দীপ্তি আনে
　　বৃদ্ধিতে দেয় উপঢৌকন ।৩।

তৃষ্ণাভরা তৃপ্তবুকে
　　স্বামীর প্রতি অনুরাগ,

এমন নারীর সহবাসে
বর্দ্ধনা পায় পুণ্য ফাগ ।৪।

শতেক কাজের সমাধানেও
স্বামীচর্য্যায় হয় না বাধা,
পতিপ্রাণা নারীজীবনে
দেখবি কেমন এইটি সাধা ।৫।

লক্ষ কাজে ব্যস্ত থেকেও
স্বামী সোহাগভরে
কোন্ ফাঁকেতে সময় ক'রে
স্বামীর তোয়াজ করে,
আলোচনায় সৎকথাটি
উদ্দীপনী রতি,
এমনি মেয়েই লভে নিশ্চয়
শ্রেষ্ঠ সুসন্ততি ।৬।

অযুত কাজের মাঝ থেকেও
আগ্রহেরই বলে
উদ্দীপনী আবেগ নিয়ে
বুদ্ধি-সুকৌশলে,
ফিকির ক'রে সোহাগ-স্তুতির
সদালাপী উদ্দীপনা
আনে স্বামীর হৃদয় প্লাবি'
সৎ রতিটির সু-এষণা;
শতেক বাধা নিরাশ ক'রে
দীপন রাগে হ'লে রত,
জীবন-জয়ে বাড়ে স্বামী
সুপুত্র হয় বিধিমত ।৭।

স্বামীর ভাল করতে গিয়ে
স্ত্রীর সতীত্ব জাগে,
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতেই
পুরুষ সৎ-এ থাকে ।৮।

নিজ সত্তার প্রতীক পুরুষ
সেই তো নারীর স্বামী,
তা'রই জীবন-সাথী নারী
ধর্ম্ম-অনুগামী ।৯।

ভক্তি-সেবায় আত্মত্যাগ
স্বামী-ধর্ম্মার শ্রেষ্ঠ যাগ ।১০।

স্বামী-স্বার্থে অটুটগতি
অবশ মনটি নয়,
ফন্দি-ফিকির ঐ তালেতেই
স্বামী উদ্দীপয়;
সদাচারে অটুট নিষ্ঠা
ইষ্টে প্রীতি যা'র,
জীবন-কাজে ধর্ম্মনীতি
প্রীণন-ব্যবহার;
সদালাপী স্বামী-আনতি
উছল-প্রাণা যেই;
দীর্ঘজীবন রত্নগর্ভা
জানিস্ নারী সেই ।১১।

সব প্রবৃত্তি ভেদ ক'রে টান
স্বামীতে যেই ধরবে,
সতীলোকের প্রথম ধাপে
তখনই তুমি চড়বে ।১২।

প্রয়োজন-পূরণে স্বামীতে টান
ব্যক্তিত্বে টান নয়,
এমন প্রিয়ার প্রিয় যিনি
হবেই তাহার ক্ষয় । ১৩।

প্রবৃত্তি ইন্ধন ক'রে
ইষ্টে স্বামীকে বয় না,
ঠিক জানিস্ সে ডাইনীর
সবই খাবার বায়না ! ১৪।

স্বামীর ব্যথায় বুক ফাটে না
চম্‌কে নাকো মন,
হৃদয় উজাড় ক'রে তাঁ'তে
তাঁরই স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে,
বুক দিয়ে যে-করে নাকো
স্বামীর সম্পূরণ,
এমন নারী যাহার ঘরে
আপদ তা'র কি কভু সরে?
চলেই চলে সে ছারখারে
হুতাশে ডোবে মন । ১৫।

পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়
নারী মাগে টাকা,
এমনি ক'রেই চল্‌তি জগৎ
বাঁচাবাড়ায় ফাঁকা । ১৬।

স্ত্রীর কথায় যে ওঠে-বসে
রঙ্গিল চক্ষু যা'র,
খুঁজে-পেতে মিলিয়ে বুঝে
দেখে না কিছু আর,

মেয়ে-মুখো নেংটে পুরুষ
মেয়েলী ফেনচাটা,
আত্মঠগী বেবুঝ পাগল
কপালে মুড়ো ঝাঁটা ৷ ১৭৷

যোগ্যগম্যা নারীকেও যদি
ফুসলিয়ে বা বলাৎকারে
অনিচ্ছায় তা'র বৃত্তি-টানে
স্পর্শন-ধর্ষণ করে তা'রে;
স্নায়ুতন্ত্র বিকার-বশে
নিরেট শিথিল অবশতায়,
ধ্বংস ক'রে জাত-সমাজে
জীবন কাটায় পাপ-লালসায় ৷ ১৮৷

স্ত্রী যদি না দেখায় ঝোঁক
কামকামনার উচ্ছলায়,
কামভাবেতে রাখিস্ না মন
র'বেই স্নায়ু সচ্ছলায় ৷ ১৯৷

স্ত্রীর আকৃতি দীপ্ত করে
আদর-অবশ অনুরাগে,
উপগতির সেই তো সময়,
নয়তো রোগে ধরবে বাগে ৷ ২০৷

স্ত্রী চাহিদায় সহবাস
করলে শক্তির কমই হ্রাস;
পুরুষ ছোটে নারীর পিছে
খোয়ায় শক্তি মেধা মিছে ৷ ২১৷

পুরুষ ধায় তা'র ইষ্টপানে
নিয়ে পড়শী জগৎখানা,

স্ত্রীও তেমনি স্বামী-বহনে
এক আদর্শে চলায়মানা;
এ যেথায় না হয়—
আবোল-তাবোল ঘূর্ণী ঘোরে
হ'তেই থাকে ক্ষয় । ২২।

স্ত্রী যদি তোর দোষই দেখে
অবজ্ঞাতে আদর জানায়,
দূরে থাকিস্ তা' ছেড়ে তুই
পড়বি নইলে দুর্দ্দশায় । ২৩।

লাখ্ জ্বালাতন হ'স্ না রে তুই
স্ত্রীর অনুচিত তর্জ্জনায়,
তুষ্ট তা'তে নাই বা র'লি
থাকিস্ না তা'র তোয়াক্কায় । ২৪।

স্বামীর প্রতি যেমনি রতি
তেমনি নারীর মতিগতি । ২৫।

সমীহহীন স্বামী-সঙ্গ
শ্রদ্ধহৃদয় নয়,
প্রবৃত্তিতেই স্বামিত্ব যা'র
ছেলেও তেমনি হয় । ২৬।

# জনন-নীতি

কৃষ্টিজাত সংস্কারের জৈবী সংগঠন
সৃষ্টি করে রজোবীজের ধরন-ধারণ,
বিসদৃশ সম্মিলনে অসমত্বে ধায়
সমত্বকে হারিয়ে ফেলে বিকৃতিতে পায় ।১।

মৃত্যুকালে যে-ভাব ধ'রে
ছেড়ে শরীর যায় জীবন,
জন্মে আবার তেমনি স্থানে
ওই ভাবের পথ পায় যখন ।২।

অতিদৈহিক সত্তা জানিস্
কাম-কামনার ভরে
ঘন হ'য়ে শুক্রাণুতে
বীজ-শরীরটি ধরে,
শুক্রাণুটি সঙ্গত তা'র
ডিম্বকোষে মেশে,
কোষ-বিভাগে বেড়ে ওঠে
বৈশিষ্ট্যতে ভেসে ।৩।

এক নিষেকে রেত-শরীরী
অযুত জীবন ধায়,
ডিম্বকোষটি যেমন ধরে
তেমনি শরীর পায়;

জীবাণুটি লিঙ্গ-শরীর
কামের পথে বীজেই স্থির,
ভাবসঙ্গত ডিম্বকোষে
গিয়েই দেহাধারে,
স্ত্রীদেহেতে তা'র ফলেতে
ক্রমবিকাশে বাড়ে ।৪।

রজ-বীজে যা'-কিছু সব
হ'লো রকমফের,
রং-বেরং এ ঢং-বেঢং এ
হরেক রকম জের ।৫।

নারী হ'তেই জন্মে জাতি
থাকলে জাত তবেই জাতি;
স্বামীতে যা'র যেমনি রতি
সন্তানও পায় তেমনি মতি ।৬।

নারী হ'তে জন্মে জাতি
বৃদ্ধি লভে সমষ্টিতে,
নারী আনে বৃদ্ধি-ধারা
নারী হ'তেই বাঁচাবাড়া,
পুরুষেতে টানটি যেমন
মূর্ত্তি পায় তা' সন্ততিতে ।৭।

সদ্বংশজ নিম্নঘরের
শ্রেষ্ঠ মেয়ের সেবানতি,
টানবুভুক্ষায় চিন্তা-কর্ম্মে
আনলে স্বামীর উপরতি,
ডিম্বরেতে অচিন্‌দাগে
সঙ্গতি হয় অনুরাগে,

দীপ্ত ঝাঁঝাল তর্‌তরে হয়
দীপন-স্বভাব সে-সন্ততি । ৮।

কাম-কামিনীর অনুরাগে
ডিম্বরেতের হয় মিলন,
ঐ টানেতেই জন্ম জীবের
বাঁচে চলে তা'র জীবন । ৯।

চিন্তায় কর্ম্মে সুসঙ্গতি
উঠলে ফুটে টানে,
জাতকেও পায় তাহাই
সুভাব ফোটে প্রাণে । ১০।

চিন্তা-কর্ম্মে টানের চাপ
ডিম্বরেতেও তা'রই ছাপ । ১১।

বীজদেহেতে অচিন্‌ দাগ
আকাশ-পাতাল জনন ফাঁক । ১২।

চিন্তা-কর্ম্ম-সংস্কারেতে
দাগ উপজয় ডিম্বরেতে,
তেমনতরই ধরে শরীর
মেয়ের কোঁখে পুত,
জীবন-চলনা ঠিক রাখিস্‌ তুই
পেতে সুষ্ঠু সুত । ১৩।

ঘুমিয়ে থাকা পবিত্রতা
অন্তরেরই কোলে,
পুত্ররূপে জন্ম নিয়ে
ওঠে প্রাণন-দোলে । ১৪।

বৈধানিক যে ব্যবস্থিতি
সংস্কৃতিরই পথে,
নিহিত রয় সংস্কারেতে
গুণ ফোটে সেই মতে । ১৫।

বৈধানিক যা' ব্যবস্থিতি
গুণও ফোটে তেমনিতর,
বীজ-শরীরেও তেমনিভাবেই
সংস্থিতি পায় তেমনি দড় । ১৬।

মানুষ কেমন তাই নয় শুধু
তা'রই পরিমাপ,
জন্মে কেমন সুষ্ঠু তাতেই—
কেমন ছেলের বাপ । ১৭।

সত্তাজড়িত সিদ্ধি যেথা
চিন্তা-চলন সমস্রোতা,
জননেতেও অর্শে সে-গুণ
হয়তো তীক্ষ্ণ, নয়তো ভোঁতা । ১৮।

অনুরাগী আবেগ-টানে
পেতে গিয়ে স্বামীর প্রীতি,
পাওয়ার পথের বাধার তোড়ে
ঘটলে মনের কু-বিকৃতি,
যেমনভাবে যে-অঙ্গেতে
নারীর যেমন বিকার ফলে,
সন্তানেরও সে-অঙ্গটি
বিকৃতি পায় তেমনি হ'লে । ১৯।

স্বামীর প্রতি যেমনি টান
ছেলেও জীবন তেমনি পান । ২০।

অভ্যাস-ব্যবহার যেমনতর
সন্তানও পাবি তেমনতর ।২১।

যে ভাবেতে স্বামীকে স্ত্রী
করবে উদ্দীপিত,
সেই রকমই ছেলে পাবে
তেমনি সঞ্জীবিত ।২২।

শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর-ননদ
জা-জাওয়ালী নিয়ে
পারিপার্শ্বিক মানুষ-গরু
সব সকলই দিয়ে,
অভ্যাস-ব্যবহার যেমন নারীর
এদের প্রতি প্রীতি,
তেমন রং-এ হবেই রঙ্গিল
সন্তান-প্রকৃতি ।২৩।

উচ্চ নারীর নিম্নে টান—
ডিম্বরেতে ছাপটি ম্লান;
অনুরাগের অসঙ্গতি—
নিম্ন রতির কুসন্ততি ।২৪।

রতিকালে উদ্দীপনী
শুভ সম্বেগ-প্লাবন ছাড়া,
নারীর মনের বিপাক যেমন
সন্তানও হয় তেমনি ধারা ।২৫।

কামার্ত্তীদের প্রলোভনে
মস্‌গুল হ'য়ে মত্ততায়,
পিতৃপুরুষ সজাত জাত
ক্ষুইয়ে ফেলে অবহেলায়,

সর্ব্বনাশে গা ঢেলে দেয়
বংশ নিপাত করে,
এ-সব হ'তে বাঁচতে নারী
সজাগ থাকিস্ ওরে । ২৬।

প্রবৃত্তি সব নিজেই স্বাধীন
বাধ্যবাধক নয়কো যা'র,
স্বৈরিণী তো সেই নারী হয়
মূর্ত্ত প্রতীক ধৃষ্টতার । ২৭।

প্রবৃত্তি সব বাধ্য স্ব-এর
শ্রেয়নিষ্ঠ মন-প্রাণ,
একমুখতায় উদাম চলে
সাধ্বী স্বাধীন লোকত্রাণ । ২৮।

সব প্রবৃত্তির সমাহারে
উদাম হ'য়ে শ্রেয়-সেবায়,
অচ্যুতিতে সাধ্বী যা'রা
বাধ্য প্রাণে ধায়ই ধায় । ২৯।

দ্বৈধী সেবায় মেয়েদের ধী
দ্বিধায় ফাটল ধরে,
প্রজননেও তাই নিয়ে সে
গর্ভেতে বীজ বরে । ৩০।

বাপ হ'তে পায় ধী-প্রকৃতি
মায়ে জোগায় ধাত,
বিসদৃশ মিলন হ'লে
জন্মে কুপোকাৎ । ৩১।

দ্বৈধী সেবাই ফাটল ধরায়
মেয়ের কোমল ধীয়ে,
বহু আচারে কী যে হবে
রুখবি কী দিয়ে? ৩২।

পুরুষ নষ্টে যায় না রে জাত
মেয়ে নষ্টে জাত কুপোকাৎ । ৩৩।

হীনত্বতে জন্ম যা'র
মিত্রদ্রোহী ভাব তা'র । ৩৪।

স্ত্রীর বিরাগ কমাতে গিয়ে
কামাসক্ত হবে না,
শিশু হলে খিন্ন হবে
তুমিও ভাল থাকবে না । ৩৫।

# সমাজ

সব বৈশিষ্ট্যের স্বতঃ গতি
এক আদর্শে হ'লে,
পারস্পরিক সুহৃৎ চলায়
সমাজ তা'কেই বলে । ১।

সমাজই তো উপচে উঠে
রাষ্ট্রে দীপ্তি পায়,
বিধান-মাফিক সটান চলায়
বর্দ্ধনাতে ধায় । ২।

এক আদেশে চলে যা'রা
সমাজ গজায় জানিস্ তা'রা । ৩।

ফের্ ওরে ফের্ ইষ্টদেবের
স্বার্থলাভে জীবন ব',
ধন্য হ'বি, মান্য পাবি,
অমর সুধায় অমর হ' । ৪।

পূর্ব্বমহান স্বীকার ক'রে
পিতৃকৃষ্টি পূরণ যা'তে,
উন্নতিতে ধরবি তাহা
বাড়বি তা'তে জাতির সাথে । ৫।

পূর্ব্বতনের সূত্র ছিঁড়ে
    আসুক নাকো যেই মহান,
উন্মাদনা গেলেই নিভে
    উদ্দীপনার তিরোধান ।৬।

এক মাটিতে বসত যা'দের
    ধর্ম্মগুরু যা'দের সৎ,
ধান্য-গোধূম খাদ্য যা'দের
    রয় কি পৃথক তা'দের পথ? ৭।

একপ্রাণতার মমত্বেতে
    পরস্পরের সমাবেশ,
নিনড়-অটুট হ'লেই জানিস্
    একটি দানায় বাঁধবে দেশ ।৮।

ইষ্ট-রাজা-পারিপার্শ্বিক
    পিতৃ-পরিবার,
এ চার ভাগে আহরণ তোর
    করবি ব্যবহার;
এমনতর চলায় জানিস্
জীবন-যাপন ধন্য মানিস্
রক্ষাটি তোর চতুর্দ্দিকেই
    থাকবে হুঁশিয়ার ।৯।

সমাজে আন ইষ্টানুগ
    একতন্ত্রী সংগঠন,
যৌন-সূত্রে অনুলোমে
    শ্রদ্ধাভরে কর্ পালন ।১০।

বাড়তে গেলেই সংহতিতে
    সহগামী বিশিষ্টদের

নিয়েই হবে বাড়তে কিন্তু,
নইলে বৃদ্ধি আপসোসের ।১১।

পড়শীরা তোর নিপাত যাবে
তুই বেঁচে সুখ খাবি বুঝি?
যা ছুটে যা, তা'দের বাঁচা—
তা'রাই যে তোর বাঁচার পুঁজি ।১২।

ঝমক নাচে তাল-বেতালে
লক্‌লকান ফণী-ধাওয়ায়,
সিংহরোলে কাঁপিয়ে তুলে
মরণতরণ বীরগাথায়,
আর্য্যসমাজ, ওঠ্ রে জেগে
বীর্য্যপ্রাণা দ্বিজের ঘর,
অযুত আলোয় বুক ভরে নে
দীপ্ত কর্ রে বিশ্বচর ।১৩।

ডঙ্কা বাজা ভেরীর রবে
তূর্য্যধ্বনি নাচন রোল,
চল্ ওরে চল্ আর্য্যগর্ব্বে
ইষ্টস্বার্থী ধ'রে বোল;
সমাহারে আন্ সবে আন্
বীরদাপটে বীর্য্যপ্রাণ,
সামের গানে মাতাল ভোলা
জাত-সমাজে কর্‌রে ত্রাণ ।১৪।

যে-জাতিতে যতই বেশী
সাধ্বী ধীরা নারী,
জীবন্ত সে-জাতি ততই
বিশ্বতমোহারী ।১৫।

যে-জাতিতে বারাঙ্গনা
স্বৈরিণী নারী কম,
নিছক জানিস্ সেই জাতিটির
আছেই বুকের দম । ১৬।

বারাঙ্গনা সেই—
বহুপুরুষে আত্ম বিকিয়ে
বাঁচায় জীবন-খেই । ১৭।

জাত-সমাজ বা সম্প্রদায়ে
যেমন নারীই হোক,
বিহিতভাবে রকমফেরে
রাখিস ঘুরিয়ে রোখ্;
জাতি-কুল বা ধর্ম্মভ্রষ্ট
যতই নারী হবে,
ধ্ব'সে যাবেই জীবন জাতির
নিছক জানিস্ সবে;
তাইতে বলি শোন্ তোরা ও
আব্ছা-দৃষ্টি যা'রা,
রাখতে নারী সামাল হ' রে
ঘুচিয়ে বেকুব ধারা । ১৮।

কুলে নারী ভ্রষ্টা হ'য়ে
কুলেই কাউকে করলে গ্রহণ,
প্রায়শ্চিত্তে শুধরে নিয়ে
তা'কে কিন্তু করিস্ই বহন;
বধূত্বেরই নীচের থাক্
ভ্রষ্টাই অববধূ হয়,
শ্রেষ্ঠজনায় করলে বরণ
অববধূত্বেও উপচয়;

দেবকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে
জানিস্ এরা হয়ই ন্যূন,
তপের তাপে কালে-কালে
কমেও কিন্তু ও-টুক ঘুণ । ১৯।

বর্ণঘাতিনী হ'য়েও যদি
অনুতাপে দ'গ্ধে-পুড়ে
মর্ম্মাহতা জীর্ণা নারী
অতীতস্মৃতির ব্যথায় ঘুরে,
বৃত্তিক্ষতে শিউরে উঠে
কুলেই ফিরে আসতে চায়,
তা'রেও কিন্তু গ্রহণ করতে
বিধানমত পারাই যায়;
যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তে
শুদ্ধ হ'য়ে কৃচ্ছ্রতপে,
থাকতে পারে সেই কুলেতে
রত হয়ে ধর্ম্ম-জপে;
পিতৃকার্য্যে দেবকার্য্যে
সংযমে আর হবিষ্যতে,
পংক্তি-ভোজন রাঁধাবাড়ায়
থাকবে না সে বিধিমতে;
এ ছাড়া সব পারিবারিক
ভোজ্যান্নতা যাহা-কিছু,
সবই করতে পারে তা'রা
যদিও থাকে খানিক নীচু । ২০।

কুলে নারী দুষ্টা হ'লে
যোগ্যপুরুষ থাকলে কুলে,
অববধূ সংস্কারেতে
নেওয়াই ভাল তা'রে তুলে । ২১।

কুলে দুষ্টা হ'লেও নারী
কুলেই রাখা ভাল,
রাখলে কুলে জাত-খুইয়ে
করে না সমাজ কালো । ২২।

বর্ণঘাতিনী নয়কো এমন
কুলটা যদি কেউ
অনুতাপেতে দগ্ধ হ'য়ে
নিয়ে ব্যথার ঢেউ,
কুলেই যদি ফিরে আসে
আশ্রয়-প্রার্থী হ'য়ে
যথাবিধি প্রায়শ্চিত্তে
নিস্ তাহারে ব'য়ে;
পিতৃকার্য্যে দেবকার্য্যে
হবিষ্য আর সংযমেতে,
করবে না, পারবে না ছুঁতে
আছে কিন্তু বিধানেতে । ২৩।

কামার্ত্ত হ'য়ে পুরুষ যদি
লুব্ধ করে নারী,
সদ্য আয়ু হারাবে সেই
সমাজ-ধ্বংসকারী । ২৪।

সমাজে যদি না থাকে তোর
আবেগভরা উন্নতটান,
জনননীতি বিপথগামী
দীপ্তিহারা বধির প্রাণ,
পরের দেওয়ায় জীবন-ধারণ
শিল্প মূক ও মুহ্যমান,
নিঝুম-নিরেট অন্ধকারেই
সেই সমাজ কি পায় না স্থান? ২৫।

কুল-বৈশিষ্ট্যে সজাগ যত
কৌলিন্যও ঝাঁঝাল তত,
ওইটি যা'দের যতই ক্ষীণ
কুল-গরিমায় ততই হীন । ২৬।

ক্ষতিকে যদি করিস্ দয়া
বাড়বে অপলাপ,
তুইও যাবি সর্ব্বনাশে
সমাজে ঘিরবে পাপ । ২৭।

অন্য জাতি বর্ণ যা'রা
তা'দের সৎ-এ উন্নয়ন
উপেক্ষি' চায় বাড়তে নিজে—
অদূরেই রয় তা'র নিধন । ২৮।

বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র
যে চাহুক সৎসংহতি,
সহবর্ণে নিতেই হবে
নইলে রুদ্ধ তা'র গতি । ২৯।

বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র
পরস্পরের অবজ্ঞায়,
বাড়তে গেলে সংহতিতে
বিপাক চলে বাঘের পায় । ৩০।

অন্যায় পথের অত্যাচারে
খতম করিস ত্বরিত পায়,
নইলে ওটা বিষিয়ে জানিস্
করবে নিকেশ সমাজটায় । ৩১।

মহৎ চলেন যা' করে তাই
ভবিষ্যতে সাধারণ
সেই পথেতে চলতে থাকে—
বাড়ে সমাজ-নিয়ন্ত্রণ ।৩২।

এক আদর্শে অটুট থেকে
প্রতিপ্রত্যেকে যখন
পরস্পরের স্বার্থ-সেবী,—
সংগঠিত তখন ।৩৩।

রক্ত গোলাপ ফুট্‌ল বুকে
পদ্ম ফোটে লালে লাল,
জীবন-দোলা দিচ্ছে রে দোল
প্রেষ্ঠী মাতাল মিলন তাল;
বীণ-প্রণবী মূর্চ্ছনাতে
উঠ্‌ছে রে গীত পাগল-করা,
ছুটল্ রে ওই ফুট্‌ল ওরে
হ'ল সমাজ দীপন-ভরা ।৩৪।

# কৃষি

কাজে খাটে যদি জন
　　তবেই তা'র উপার্জ্জন । ১।

গায়ের রক্ত ক'রে জল
　　খাটলে মেলে পয়সা ফল । ২।

যা'র পয়সায় জমি কেন না
　　সেই তো মালিক আর কেহ না । ৩।

পয়সা যা'র জমি তা'র
　　তা'রই ভুঁয়ে অধিকার । ৪।

জমিতে যা'র অধিকার
　　ফসলে ভাগ আছেই তা'র । ৫।

জমির মালিক পায় যা' ফসল
　　কৃষক পায় তা'র চষবারই ফল । ৬।

কিষাণ পায় শ্রমের ভাগ
　　মালিক পাবে তা'রই আগ । ৭।

লাঙ্গল লাঙ্গ্‌লে মেহানত
　　কৃষক পায় তা'রই কিম্মৎ । ৮।

মালিকের কৃষি মালিকের খাজনা
দিতেই কৃপণ চৌর্য্য-মনা । ৯।

কৃষির খাজনা দিতে আপদ
গণেই চৌর্য্য-বিশারদ । ১০।

চোত-বোশাখের মাঝখানে কর
আশুব্রীহির বপন শেষ,
খরা-ঝরা হোক না যেমন
প্রায়ই ফসল পাবি বিশেষ । ১১।

ঝাড়ের তেজে বীজের গোঁ
ক্ষেত বুঝে তাই বীজটি রো । ১২।

উর্ব্বরা নয় ক্ষেতটি যেথায়
সুবীজও কি ফলবে সেথায়? ১৩।

যেমন বীজটি ফেলবে ক্ষেতে
পাবেও তাহা অঙ্কুরেতে । ১৪।

ভালও যদি ফসল ক্ষেতের
হয় না তফাত বীজের জাতের । ১৫।

ক্ষেতের গুণে বীজের বাড়
যেমনি বীজ তেমনি ঝাড় । ১৬।

গজান গুণ থাকলে ক্ষেতের
হয় তা তফাৎ বীজের জাতের । ১৭।

খাই-দাই-চলা ধানের ক্ষেত
একখানা পাকা বাড়ী,

এইটুকুতে দিয়ে ভর
বর্দ্ধনে দে পাড়ি । ১৮।

জমি-জমা কৃষিভরা
ধান্য-গোধূমশালী,
প্রলয়েও সে নষ্ট না হয়
যাপে স্বজন পালি' । ১৯।

# শিল্প

শ্রম ক'রে আয় যে-জন ধরে
সম্পদ তা'রে সেবা করে । ১।

খেটে-খুটে দিলে আয়
তবেই মানুষ অর্থ পায় । ২।

বিনিময়ে আয়ের অর্থ
যা' করবি তা'য় নিজের স্বত্ব । ৩।

আয় যা' করিস্ তা'র বদলে
কিনলে জানিস্ নিজের বলে । ৪।

কাজ না ক'রে যে-জন পায়
সেই পাওয়াতেই তা'রে খায় । ৫।

আয়ে খাটিয়ে দেয় না
লক্ষ্মীরে সে পায় না । ৬।

খাটে-খোটে লোকসান
মন্দ বুদ্ধি নিছক জান । ৭।

দেয় না আয়, কেবল চায়,
শয়তানী তা'র পায়-পায় । ৮।

নাইকো কাজে, কেবল কথা—
সন্দেহের সে, অপহৃতা । ৯।

শিল্প যদি সেবায় ভুলে
    না করে সেবায় আহরণ,
উন্নত চালে চলতে পারে
    না পায় এমন সংরক্ষণ
লাগোয়াবুদ্ধি একটু ক'রেই
    অমনি যদি হাঁপিয়ে যায়,
শিল্প সেথায় করবে কি রে?
    অবশ মাথায় মুষড়ে যায় । ১০।

শিল্পী মাথা শিল্পঘরে
    তবেই দেশে লক্ষ্মী ধরে । ১১।

ইষ্টানুগ সেবাবুদ্ধিই
    শিল্প গড়তে পারে,
এই সেবাতে কী যে না হয়
    তা' কে বলতে পারে । ১২।

# ব্যবসায়

ব্যবসা চাকরী যে যা' করুক
  ইষ্টকৃষ্টি কুলমর্য্যাদা—
বলি দিয়ে বৃত্তিলোলুপ
  হয় যে জানিস্ ইতরজাদা । ১।

খেটে-খুটে আয় যে করে
  মা লক্ষ্মী তা'য় আগলে ধরে । ২।

লাভ দেখিয়ে করলে কাজ
  অর্থ পরায় মাথায় তাজ । ৩।

সময়-মতন ভাল জিনিস্
  অল্প দরে নিস্ রে কিনে,
প্রয়োজনটি দেখলে চড়া
  সুবিধায় দিস্ বাজার চিনে । ৪।

ব্যবসায় প্রিয় চরিত্র কী
  শুনবি কি রে তা'?
ঘোষণ-দক্ষ নিপুণ স্বভাব
  সেবায় কুশলতা । ৫।

ব্যবসাই যদি করতে চাস্
  ব্যবহার আগে শেখ্,
মানুষে করিস্ স্বস্তিভরা
  র'বে না দুঃখের রেখ্ । ৬।

মানুষ সম্পদ না ক'রে তুই
টাকা-স্বার্থী হ'বি যত,
দুঃখ-অভাব-দুর্ব্বিপাকে
ততই রে তুই থাকবি রত ।৭।

হাতে মজুত না থাকলে তুমি
বাঁধা-ওয়াদা করবে না,
ওয়াদা খেলাপ হ'লেই কিন্তু
প্রত্যয়ের মান থাকবে না ।৮।

কী করতে গিয়ে কা'র পর
কী লাগে তা'র হিসাব কর্,
এমনি ক'রে কাজে নাম
তবেই হ'বি সফলকাম ।৯।

প্রয়োজনের সময়টিকে
ধরতেই যে পারবে না,
ব্যবসা করা চুলোয় যাবে
ব্যয়ে আয় তা'র টিকবে না ।১০।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
লাভ দেখালে পয়সা মেলে ।১১।

খাবি কিন্তু লাভ দেখিয়ে
পাস যাঁ' হ'তে তাঁ'কে দিয়ে ।১২।

আসল ভেঙ্গে যে-জন খায়
ব্যবসায় সে চুলোয় যায় ।১৩।

লাভের বেশী করলে খরচ
টিক্‌তে জেনো পারবে না,
দেনায় ব্যবসা ডুবেই যাবে
নিজেরও কিছু রইবে না ।১৪।

কী তদ্বিরে কম খরচে
কত সুন্দর যোগান যায়,
এইটি জানিস্ ব্যবসাতী তুক
ব্যবহারে রাখিস্ তা'য় । ১৫।

লাগোয়া থেকে কর্ম্মেতে তোর
খোঁজটি নিয়েই চলিস্,
এমনি ক'রে ভুয়োদর্শনে
আহরণ তুই করিস্;
এইভাবেতে ক্রমেই জানা
করতে থাকবি আয়,
ব্যবসা ধ'রে অমনি ক'রে
উন্নয়নে ধায় । ১৬।

ক্রেতায় যখন প্রতুল ক'রে
অভাবে সামাল পারবি দিতে,
প্রতুল করার এক কণাই
পারবে লাভে উপচে নিতে;
ওই দিকেতেই লক্ষ্য রেখে
ব্যবসা ধরিস, শ্রেষ্ঠী ছেলে,
বাণিজ্যেতে লক্ষ্মী-আবাস
দেখবে লোকে চক্ষু মেলে । ১৭।

লাভের আধা করবি খরচ
সেইটি জানিস্ সমীচীন,
এ না ক'রে ধরলে ব্যবসা
দিনে-দিনে হ'বিই ক্ষীণ । ১৮।

লাভের অর্দ্ধেক ব্যবসা থেকে
দরকার হ'লে নিতে পারিস্,
এরও বেশী প্রয়োজনে
ঋণ না ক'রে খেটে তুলিস্ । ১৯।

কৰ্জ্জ দিয়ে উপকার
সুদের লোভে চুরমার । ২০।

সুদের লোভে কর্জ্জ দ্যায়
লোভই তা'রে ঠেঙ্গিয়ে খায় । ২১।

ধার যদি দিস্ এমন দিবি
লাগবে না গায়ে কোনদিন,
ব্যবসা-পথে চললে এমন
হ'বিই নাকো শক্তিহীন । ২২।

ধার নিয়ে যদি তোর কাছে কেউ
ব্যবসা ক'রে নষ্ট পায়,
লেগে-বেঁধে দেখবি রে তুই
পারিস্ যদি বাঁচাস্ তা'য়;
এর ফলে তুই দেখবি ধীরে—
প'ড়ে-যাওয়া নষ্টটিরে
লাভে-আসলে পাবি ফিরে
পালবে তোরে উচ্ছলায় । ২৩।

লোকে যাতে তৃপ্ত হয়
নজর তা'তে দিয়েই রাখিস্,
প্রয়োজনের এমনি সেবায়
বাণিজ্যেতে পাবি বক্‌শিস ! ২৪।

বৈদ্য-ডাক্তার-হাকিম-উকীল
এমনি ব্যবসাত যা'রা
প্রার্থীর কাছে চাইবে কেমন
শোন্ রে আমার ধারা,—
প্রার্থীর কাছে বলবে, যদি
সাধ্য থাকে ন্যায্য দে,
সাধ্যে যদি নাই কুলায় তোর
এই দিয়েই তুই নে,

তাও যদি তুই নাই রে পারিস্
চাইনে কিছু তোদের কাছে,
বঞ্চনা যদি করিস্ আমায়
বুঝিস্ কিন্তু কুফল আছে। ২৫।

যে-ব্যবসাই করিস্ না তুই
যা'ই ক'রে না পালিস্ জীবন,
মিত্রদ্রোহী অকৃতজ্ঞ
বিশ্বাসঘাতক হ'লেই পতন । ২৬।

যা'-কিছুই না করিস্ রে তুই
যদি বা তা' কোন-কিছুর
সার্থকতায় ধন্য না হয়—
ব্যর্থ তাহা বধির নিঠুর;
ব্যবসা লাগি' ব্যবসা-বুদ্ধি
জানিস্ যখন হয় উদয়,
সহজ ধারণ হয় না রে তা'র
সমাধি তা'য় কভু না হয় । ২৭।

উদ্বেগ যা'তে রয়—
সেই উদ্বেগ যে নিরসনে
স্বজন সেই তো হয় । ২৮।

দেবার ডাকে ডাকছে তোরে
উৎসর্গ-আমন্ত্রণে,
কে যাবি রে আয় ছুটে আয়
এমন শুভক্ষণে । ২৯।

শ্রমিক সফল প্রস্তুতিতে
ধনিক জোগায় মাল,
সেই শ্রমিকই ধনিক হ'য়ে
শ্রমিককে দেয় তাল । ৩০।

শ্রমিক আনে প্রস্তুতিতে
প্রয়োজন পূরে তা'য়,
সেই পূরণই অর্ঘ্য আনে
পূরণী কায়দায়;
শ্রমিক পায় তা'র প্রস্তুতি-ফল
ধনী পায় ফসল,
ধনিক-শ্রমিক সুমিলনে
শ্রেয় হয় উছল । ৩১।

বলদ যদি লাঙ্গল টেনে
শ্রমিক সে সাজে,
বলদই তো পায় সে-ফসল
কৃষক তো বাজে । ৩২।

কৃষক পালে বলীবর্দ্দে
পোষণ দিয়ে তা'র,
তা'রই শ্রমের ফসলে তাই
চাষীর অধিকার । ৩৩।

প্রস্তুতিরই পূরণ-কায়দা
ধনের আগমনী,
সেই ধন দিয়ে শ্রমিক-সেবাই
লক্ষ্মীদেবীর খনি । ৩৪।

# দারিদ্র্য

আলস্য আর অবিশ্বাস
আত্মশ্লাঘা কৃতঘ্নতা,
দারিদ্র্যকে খুঁজছো কোথায়?
এদের কাছে দরিদ্রতা ।১।

পাওয়ার কাজে নাইকো নেশা
অভাববোধে হা-হুতাশ,
দৈন্য-কথা কয় কেবলই
দুর্দ্দশাতেই তা'র নিকাশ ।২।

আগম নাইকো ঘরে—
খরচের বহর বাড়ালি কেবল
মরবি না কি ক'রে ? ৩।

দরিদ্রতার শ্রেষ্ঠ বর
নেওয়ায় গরজ, দেওয়ায় ডর ।৪।

উপায় ক'রে দেয় না, খায়—
পাওয়া যায়, থোওয়াও যায় ।৫।

পয়সার দিকে ঝোঁকটি গেলে
কাজের নেশা ছুটবে,
কাজের নেশা টুটলে জানিস
দরিদ্রতা জুটবে ।৬।

কোন-কিছু করতে যেতেই
মনের মাঝে যা'র
দিন-গুজরান পেটের চিন্তা
করেই অধিকার,
বেকুব ধান্দায় নিঝুম ক'রে
ঝোঁকটি খেয়ে ফেলে,
দারিদ্র্য-ব্যাধি নিছক সেথা
আছেই চক্ষু মেলে ।৭।

খেতে চায় যে পরের উপর
সেবার ধান্দা নাই,
ক্ষুধাই তা'কে ফেলবে খেয়ে
এড়াতে বালাই ।৮।

দারিদ্র্য-ব্যাধি ধরে যত
করার দফা নিকেশ তত ।৯।

পিছন দিকে সম্বেগ যা'র
করতে যেতেই ধায়,
লক্ষণ সেই দারিদ্র্য-ব্যাধির
দারিদ্র্যে তা'য় পায় ।১০।

ধীটি যখন কুয়াশাভরা
বুঝলেও কাজে ফুটল না,
না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি শুধুই
বেকারের ওই লক্ষণা ।১১।

অভাব যখন মারবে ছোঁ
যা' জোটে দিস্ পাবিই জো ।১২।

পালকের স্বার্থ দেখিস্ আগে
নিজের স্বার্থ পরে,

এমন স্বভাব থাকলে বজায়
 র'বেই অন্ন ঘরে । ১৩।

সঙ্গতিহীন কর্জ্জে দান
 আহাম্মকী অভিমান । ১৪।

কেমন ক'রে কী করলে বা
 কী হবে পাওয়ার,
বুঝে করিস্ নইলে বেকুব
 ঘুচবে কি বেকার ? ১৫।

তোর থাকেই যদি ঘরে—
 সাধ্যমত ফিরাস্ নাকো
 চাইলে তোরে ধ'রে । ১৬।

খেয়েই যদি বাঁচতে চাও
 তবে আহরণ কর,
অভাব পূরে' পরিস্থিতির
 নিজের পূরণ ধর । ১৭।

নিজে ইষ্টে অটুট থেকে
 সবায় করিস্ তুষ্ট,
অভাবেতে আগলে ধ'রে
 পারলে করিস্ পুষ্ট;
এই নিয়মে চলিস্ যদি
 ক্রমেই দেখতে পাবি তুই,
দারিদ্র্য তোর হাঁটু গেড়ে
 মাথা নুয়ে ছুঁচ্ছে ভুঁই । ১৮।

## ব্যবহার

নিতে চায় দেয় না
তা'র হাভাত যায় না । ১।

দিতে যে পারে না
পাওয়া তা'র ঘটে না । ২।

যতর স্বার্থে স্বার্থবান্
ততই বড় তাহার মান । ৩।

বাঁচ তুমি দানে যা'দের
আগেই মোছ অভাব তা'দের । ৪।

বলার ভিতর ভাল যা' তা'য়
ফলিয়ে তুলিস্ বাস্তবতায় । ৫।

বাঘ-নখেতে ধরবি তা'ই
বিবেক-বলে করবি যা'ই । ৬।

ঘৃণা, লজ্জা, মান, অভিমান
ভয়-আদিরে বিদায় দিয়ে,
প্রেষ্ঠস্বার্থে ওঠ্ রে ফুটে
প্রাণনধারায় উচ্ছলিয়ে । ৭।

পারিপার্শ্বিক হৃদয়গুলি
প্রেষ্ঠে বেঁধে তোল্,

উপভোগে অঢেল হ'বি
নিত্য নবীনভোল ।৮।

নিজেই বুঝে হ'তে রে পাকা
ধাক্কা খেতে হবেই অনেক,
বহুদর্শীর হাত ধ'রে তাই
দূর করিস্ তোর শঙ্কা যতেক ।৯।

সব কথারই বাঁক যদি রয়
আবেদনী ঠারে,
সেইতো ভাল ঘাত লাগে না
কা'রও অহঙ্কারে ।১০।

চাকর-বাকর-মজুর প্রতি
মেজাজ-চলন যেমনই,
স্বভাবতঃ জানিস্ লোকের
প্রকৃতি প্রায় তেমনই ।১১।

অনুরোধী আবেদনে
আদেশ দিতে হয়,
এই স্বভাবের এস্তামালে
গায় লোকে তা'র জয় ।১২।

স্বার্থক্ষুধ অবহেলা
অকৃতজ্ঞ ব্যবহার,
প্রিয়জনার হৃদয়খানি
বিষিয়ে আনে হাহাকার ।১৩।

আবেগভরা গুণগ্রাহিতার
তৃপ্ত দীপনসুর,
মন-মানুষের আকর্ষণে
করেই ভরপুর ।১৪।

বাঁচাবাড়ার বিরোধ-নীতি
উগ্রমুখী দেখতে পেলে,
দাপট-বাধায় রুখিস্ ধীমান
প্রজ্ঞা, শৌর্য্য, দীপ্তি জ্বেলে । ১৫।

কাউকে দুষে ক'সনে কথা
ইষ্টে দ্বেষ না হ'লে,
দুষলেও এমন বলিস্ নাকো
বর্দ্ধনা যায় দ'লে । ১৬।

উপকারের আশায় যদি
দেয় কিছু কেউ তোরে,
নিলেই তাহা করবি তাহার
সংদীপনায় ভ'রে । ১৭।

বলবে ব'লে ভাবছ যাহা
ত্বরিত ভেবে ফলাফল,
সুফল পেতে সুকৌশলে,
বলতে পেলেই পাবি বল । ১৮।

ইষ্টানুগ সংহতিকে
বজায় রেখে সর্ব্বথা,
সব ব্যাপারেই সকল কাজে
হিসাব ক'রে ক'স্ কথা । ১৯।

একটু ক'রে ধীর-চলনে
হয় না অভ্যাস এস্তামাল,
অমনতর চললে বাড়েই
ব্যর্থ-বেফাঁস কুজঞ্জাল;
যা' করবি তুই, বুঝলে মনে
এক ঝাঁকিতে কর্ তাহা,

সমানে চল্ সেই চলনে
এমন চলাই ঠিক রাহা । ২০।

বৈদ্যে রুষ্ট করেই যা'রা
বাক্যে আর ব্যবহারে,
ব্যাধির বালাই বয়ই তা'রা
কষ্ট দিয়ে রোগী মারে । ২১।

শিষ্টাচারে শঠ-প্রতারক
না-ই যদি হয় জয়,
তুল্য ভয়াল সংঘাতে কর্
শাঠ্যবুদ্ধি ক্ষয় । ২২।

যেমন আসুক বাধা মন্দ—
প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি দিয়ে,
দূরদৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে
নিবিই শুভে মোচড় দিয়ে । ২৩।

আগের বলা-করার সাথে
পিছের যদি বেমিল হয়,
সামঞ্জস্য-সার্থকতায়
এনেই করবি শুভময় । ২৪।

শত্রু কেউ তোর হ'তে পারে
দেখলে মনে জানি,
আগেই মিত্র করবি তা'রে
সেবা-সম্বেদ দানি' । ২৫।

ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা তোর
বাঁচাবাড়ার সূত্র ধরি,'
সব ব্যাপারে এই চলনে
সার্থকতায় উঠবে ভরি' । ২৬।

বিশেষ-কিছু করতে গেলেই
জিজ্ঞাসি' নিস পাঁচজনে,
উপায়টিও নিস্ শুনে তুই
উদ্দেশ্যটি সম্পূরণে;
আত্মম্ভরীর বিরাগ হ'তে
রেহাই পাবি নিছক ওতে,
সমর্থনে থাকবে মানুষ
রাখিস এটা ঠিক মনে । ২৭।

যে-কাজে যা'য় ভার দিবি তুই
স্বাধীনভাবে বাড়তে দিস্,
করার পথে বেচাল শুধু
কড়া নজরে তাড়িয়ে দিস্ । ২৮।

উপকারে উছল হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ-মনে,
দেয় যদি কেউ নিস্ তাহা তুই
বিনীত সম্ভাষণে । ২৯।

অত্যাচারের সায় দিতে কেউ
মিনতি করে যদি,
লুব্ধ ক'রে চাহেই দিতে
রুধিস্ তাহার গতি । ৩০।

দুই পক্ষকেই বুঝে-সুঝে
করিস্ মতের নির্ণয়ন,
মন-গড়া একপেশে বুঝে
ঘটায় কিন্তু অঘটন । ৩১।

বৃত্তিতাড়ায় আগল-পাগল
স্বভাব যা'দের সাম্য-ভাঙ্গা,

সহিস্-বহিস্ নিয়ন্ত্রণে
উৎচেতনে রাখিস্ চাঙ্গা;
এই চলনে স্বভাব রেখে
সব সময়ই চলিস্ যদি
বিরাগভাজন কমই হ'বি
থাকবি শ্রেয়ে নিরবধি । ৩২।

যেমন প্রাণে যা' দিবি তুই
তেমনি দেবার অনুসৃতি
হবে লোকের জানিস্ খাঁটি,—
দুনিয়ারই এই প্রকৃতি । ৩৩।

বাদ-প্রতিবাদ স্বার্থবিবাদ
ঘটেই যদি জীবনটাতে,
যত পারিস্ ত্বরিত-ঝটিত
চেষ্টা করিস্ তা' মেটাতে;
তা'তেও যদি নাই মেটে গোল
ন্যায় ও প্রমাণ দৃঢ় থাকে,
বিরোধ ছেড়ে ন্যায়-বিচারে
মিটাস্ গিয়ে শত্রুতাকে । ৩৪।

মন্দরে তুই নিরোধ করিস্
সম্ভব যদি হয়,—
প্রতিক্রিয়ায় মন্দই আসে
নিরাকরণে জয় । ৩৫।

পরের কুশল দক্ষতাকে
ক'রে যা'রা খর্ব্ব,
খাটে আত্ম-প্রতিষ্ঠাতে—
কুহকে খায় সর্ব্ব । ৩৬।

যতই ভাববে তোমারে কেউ
বোঝে না বা খতায় না,
বুঝবে তোমার চিন্তা-চলন
তা'দের কিছুই জোগায় না । ৩৭।

সাক্ষী-প্রমাণ মিলবে যাহা
মেনে নিয়ে তাই
দেখবি তাহার কোন্‌টা কিতক
সমীচীনে নাই;
উচিত যা' তার ভুলপ্রমাদে
কিংবা বিক্ষেপতায়
ছিন্ন হ'লেও নিবি তাহা
এলে সার্থকতায়,
বিরুদ্ধ যা' তাৎপর্য্যে তা'র
অর্থ-বাস্তবতায়,
মিল না হ'লে দেখবি ভেবে
কী পর্য্যায়ে ধায়;
সামঞ্জস্যে এনে এ-সব
যথার্থতার ছবি
কল্পনাতে দেখলে এঁকে
প্রায় নিশ্চয় হ'বি । ৩৮।

শ্রেষ্ঠ কিংবা শ্রেষ্ঠ বর্ণের
প্রণাম নিতে নেই,
এটি হ'ল নিছক জানিস্
অধঃপাতের খেই । ৩৯।

উভয়পক্ষ জেনে-শুনে
সৃষ্টি ক'রে মতবাদ,
চলায়-বলায় করবি তেমন
নইলে ঘটে ঘোর প্রমাদ । ৪০।

নেবার বেলায় আত্মীয়তা
দেবার বেলায় নয়কো কেউ,
চাটুর মত ফেরেই তা'রা
বাঘের সঙ্গে যেমনি ফেউ । ৪১।

কটু কথা এলেও মনে
কিংবা মন্তব্য,
বলিস্ না তা', বলতে হ'লেও
বলবি সুভব্য । ৪২।

আপন-করা আপ্যায়িতে
সুষ্ঠু-চতুর ব্যবহারে,
শত্রুকেও করলে সেবা
চলবে জীবন দীপ্তি-ভারে । ৪৩।

দুষ্ট হ'লেও নিস্নে সে-দোষ
ইষ্টস্বার্থে যদিই চলে,
বিনাশ আনে মিথ্যা যা' তা'
রুখবি পারিস্ যে-কৌশলে । ৪৪।

তা'র অবস্থায় পড়লে তুমি
কী কর না জেনে,
দোষ দিও না কা'রও তুমি
নিও না তা' মেনে । ৪৫।

যে-কথাটি আসছে মনে
ত্বরিত ভেবে পূর্ব্বাপর,
বললে তাহা সুকৌশলে
চলায় হ'বি সুতৎপর । ৪৬।

বঞ্চনারই কুটিল প্রেমে
চাস্ যদি তুই অব্যাহতি,

যা'কে দিয়ে পুষ্টি রে তোর
    পুষ্টিতে তা'র রাখ মতি ।৪৭।

বকল্‌মা যদি না-ই দিস্
    নকল সাধু সাজিস্ না,
সাধু সেজে গুরু হ'য়ে
    মানুষ নিকেশ করিস্ না ।৪৮।

না লুকিয়ে যেখানে যা'
    ভালয় খাটে জানিস্,
তেমনি ক'রে বিবেচনায়
    সেখানে তাই বলিস্,
এমনিতর চলন নিয়ে
    যতই চলতে পারবি,
নিরুদ্ধ তোর মনটি খুলে
    ঋজুই হ'তে থাকবি ।৪৯।

কাউকে যদি বলিস্ কিছু
    সংশোধনের তরে,
গোপনে তা' বুঝিয়ে বলিস্
    সমবেদনা-ভরে ।৫০।

ঋণ কা'রও তুই ক'রে থাকলে
    রাখিস্ মনে এই চলাটি,
চাওয়ার আগেই নজর রেখে
    ফিরিয়ে তা'রে দিবিই খাঁটি ।৫১।

কুৎসা-কুজ্ঝটিকায় কি হয়
    জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরিত?
তাচ্ছিল্যেরই ফট্‌কা মেরে
    কুৎসা করিস্ বিদূরিত ।৫২।

ষড়যন্ত্র হ'চ্ছে বুঝে
তোর বিরুদ্ধে হ'য়ে রুষ্ট
ভেবে দেখবি তা'র মূলে কে?
তা'কেই গিয়ে করবি তুষ্ট ।৫৩।

এমনভাবে ঋণ দিস্ তুই
যেন সইতে পারিস্,
না পেলেও তোর হয় না ক্ষতি
তা'কেও তুলে ধরিস্ ।৫৪।

বাধাই যদি হ'স্ রে তুই
খারাপ কিছু অন্যায়ের,
এমন ক'রেই বাগিয়ে নিস্ তা'
পথ না থাকে তোর ক্ষয়ের ।৫৫।

কা'রও কিছু অনিচ্ছায় তা'র
করতে অধিকার
সখের উপর জুলুম ক'রে
করিস্‌নে আব্দার;
জবরদস্তির ফলেতে তুই
দুঃখ পেয়েই যাবি,
বেকুব চলায় সমবেদনার
কা'রেও কি তুই পাবি? ৫৬।

ওরে ঋণী, আয় রে কাছে
আমার কথা শোন্,
ধার করলেই শোধ দিও তা'
কমিয়ে প্রয়োজন ।৫৭।

উপকারী ভুল ক'রেও তোর
করলে অপকার,

তোর যা' কথা বলিস্ তা'রে
কু করিস্ না তা'র । ৫৮।

লোকে যা'রে শ্রেষ্ঠ মানে
তাঁ'রেও কিন্তু তুই মানিস্,
যা'তে শ্রেষ্ঠ সে হয়েছে
সেবায় তাহার সেইটে নিস্ । ৫৯।

তোমার করার অনুকম্পায়
কেউ যদি না দিত,
চালবাজি আর বাহাদুরী
কোথায় তোমার রইত ? ৬০।

যে তোরে রে দিয়েই বাঁচায়
নিজের করার ফলটি রেখে,
না দিয়ে তাঁ'য় খাস্‌নে কিন্তু
দিস্ তাঁ'রে নিজ খাবার থেকে । ৬১।

আয় বুঝে ব্যয় না ক'রে তুই
ব্যয়ের বহর বাড়িয়ে নিলি,
সংস্থিতিকে কুড়ুল মেরে
বৃদ্ধিরে তোর চুলোয় দিলি । ৬২।

জীবিকা-নির্ব্বাহভার
করিয়া গ্রহণ,
পোষণ-পালনে পুষ্টি
দেন যেই জন;
তাঁ'কে সেবি' বিনিময়ে
করিলে গ্রহণ;
দক্ষতা লাঞ্ছিত হয়
নিশ্চয় বচন । ৬৩।

ছোট্ট যা'রা স্নেহভরে
আপ্যায়িতে আপন রাখিস্,
উন্নয়নী ব্যবহারে
যত পারিস্ তাদের বহিস্ । ৬৪।

ইষ্টভ্রাতা খারাপ হ'লেও
নজর রাখিস্, দেখিস্ তা'য়,
অন্যে যেন দলতে নারে
ক্রূর-কুটিল ধৃষ্টতায় । ৬৫।

লোক-সমক্ষে বললে যাহা
সবাই পায় সুফল,
বুক ফুলিয়ে এমন কথা
যতই পারিস্ বল । ৬৬।

বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নতার
দেখলে ঘৃণ্য চাল,
বলবি সবায় জ্বলনদ্রোহে
রুখবি হামেহাল । ৬৭।

তুই না হ'লে চলে না কা'রও
বাগে ফেলে জানিয়ে দেওয়া,
হামেহালই এ কসরতে
তিক্তে জীবন, ব্যর্থ পাওয়া । ৬৮।

মানুষের মন-বৃত্তিভূমে
কোন্ কথাটি কেমন গড়ায়,
সেই দিকে তুই নজর রেখে
কহিস্ কথা সেই দাঁড়ায় । ৬৯।

গুরুর প্রতি টান ক'মে যায়
এমন সঙ্গে হুঁশিয়ার,

সর্ব্বহারা ঘিরবে নইলে
ক্ষয়ে নিকেশ দুর্নিবার ।৭০।

আপন-করা সমবেদনার
সুরটি ফুটে উঠলে,
সেই সুরেতে শাসন করিস্,
শাস্তি হবে—বুঝলে? ৭১।

আপদ-বিপদ হ'লে কারও
করছে মানুষ দেখলে ঢের,
ভিড় করিস্নে, লক্ষ্য রাখিস্
তামিল কর্ প্রয়োজনের;
সবাই মিলে হট্টগোলে
করার বেগে ধাস্ যদি,
করা হবে না, পণ্ড হবে,
নষ্ট হবে তা'র গতি ।৭২।

পূরণ-প্রবণ বর্ত্তমানে
করলি বাতিল হেলার সুরে,
পূর্ব্বঋষির সব-কিছু যা'
দিলিই ফেলে আস্তাকুঁড়ে;
পূরণ-প্রবণ বর্ত্তমানে
পূর্ব্বতনে যদি দেখিস্,
পূর্ব্বতনে আগে ক'রে
বর্ত্তমানই পাবি জানিস্ ।৭৩।

পূর্ব্বমহান বাতিল ক'রে
বাহাদুরী করতে বাহাল,
যতই বড় হোক না রে সে
ধরিস্ নাকো তা'র নাগাল ।৭৪।

ঋণের তাগিদ এলে পরে
ফিরাস্‌নে তা'য় খালি হাতে,
যেমন থাকিস্‌, পারিস্‌ যদি
ক'রেই দেখ্‌ না কী হয় তা'তে ।৭৫।

গোপন কথায় যাস্‌নে কোথাও
না ডাকলে কেউ অনাহূত,
লুকিয়ে শুনলে গোপন কথা
মিথ্যা যে পাপ হয় অযুত ।৭৬।

কা'রও যা'তে ক্ষতি না হয়
এমনি ক'রে সব জনায়
বাড়িয়ে দিয়ে তুলবি পদে,—
পদ দিলে তা' পাওয়াই যায় ।৭৭।

কা'রও কোন ন্যায্য মতে
দিস্‌ না কোন বাধা,
অমিল হ'লেও বুঝিয়ে বলিস্‌
যে-বোধটি তোর সাধা ।৭৮।

ওরে বেকুব নিন্দা ক'রে
হ'তে চাস্‌নে বড়,
নিন্দুকের তুই সেরাই হ'বি
এই কথাটিই দড় ।৭৯।

ব্যথার কথা বললে রে কেউ
শুনিস্‌ আগ্রহ নিয়ে,
যেটুকু পারিস্‌ মুক্ত করিস্‌
সার্থক-সেবা দিয়ে ।৮০।

তোমার ভাল যেমনি দাঁড়ায়
পড়শীদের উপর,

তা'দের ভালও অনেকাংশে
তোমার করার 'পর ।৮১।

কেউ না কেউ দেয় ব'লেই তোর
জীবন-চলনা সম্ভব হয়,
না পেলেও কি পারতিস্ বাঁচতে?
কোথায় যেতিস্ হ'য়ে ক্ষয় ।৮২।

ধর্ম্মপথে ন্যায়পরতায়
সাম্য দোলে হাসিমুখে,
সাম্যে থাকা হরেক রকম—
ভাঙ্গলে জীবন যায়ই দুখে ।৮৩।

কথা কইবে গুড়ের মত
লেপ্‌টে র'বে গায়,
মিষ্টি কথাও শক্ত হ'লে
উল্টো পানেই ধায় ।৮৪।

কাউকে আপন করতে হ'লেই
আপন-আপন ভাববি তা'য়,
সপক্ষে তা'র করবি-কইবি
দেখবি দোষ তা'র উপেক্ষায় ।৮৫।

ব্যক্ত ক'রো বাঞ্ছিত যা'
বাক্যে এঁকে ভঙ্গীভরে,
স্নেহল-দৃষ্টি গুণগ্রাহিতায়—
তা'তেই লোকের হৃদয় হরে ।৮৬।

প্রীতিপূর্ণ মেলামেশা
দীপন-মধুর বাণী,
শ্রদ্ধোদ্দীপী অনুচর্য্যা
হৃষ্ট করে প্রাণী ।৮৭।

কথা কইবি এমনভাবে
উত্তর পাবি ঈপ্সিত,
দক্ষবাচী এমন হ'লেই
কৃতার্থে তুই উন্নীত । ৮৮।

প্রেষ্ঠ-স্বার্থ কোন্ কথাতে
কেমন চলন-ব্যবহারে,
নজর রাখলে এমন চলায়
শ্রেয়ই কিন্তু পায় তা'রে । ৮৯।

চাহিদা-মাফিক ব্যবহারটি
চলা-বলা তেমনিতর,
হাওয়ার তালে পা-টি ফেলে
চলাই হচ্ছে বুদ্ধি দড় । ৯০।

বয়স বেশী দেখবি যেথায়
দিবিই সেথায় যোগ্য মান,
সম্বন্ধ আর বর্ণ-শ্রেষ্ঠে
করবি যোগ্য শ্রদ্ধা দান । ৯১।

সৎ যা' তা'কে করতে কায়েম
করিস্-কহিস্ যা',
সবই হবে ধর্ম্মপ্রদ
খাঁটি জানিস্ তা' । ৯২।

জলদ-তালে কইবে কথা
বুঝ-দীপনায় সমঝাভাবে,
কইবে যা' তা' স্বল্পক্ষণে—
এমনি কওয়ায় তৃপ্তি পাবে । ৯৩।

তোড়ের রোখে এক ঝাঁকিতে
উদ্বোধনায় উন্নতি,

চারিয়ে যদি নাই দিলি তোর
    প্রত্যয়ের কী হিম্মতী ? ৯৪।

খুঁচিয়ে কিংবা উপেক্ষাতে
    শত্রুতাকে বাড়িও না,
মুগ্ধ রেখো তোমার পানে
    দিয়ে শুভ-বর্দ্ধনা । ৯৫।

যে-চাহিদায় যেই না আসুক
    বুঝলে সমীচীন,
ফুল্লদানে করবি তা'রে
    তৃপ্তি-সমাসীন । ৯৬।

যেথায় দেখবি দ্বন্দ্ব নেহাৎ
    এটা ঠিক কি ওটা ঠিক,
সামঞ্জস্য হয় যাহাতে
    বিনিয়ে ধরবি তেমনি দিক । ৯৭।

গুণগরিমায় আঘাত দিয়ে
    ক'স্‌নে কথা সম্ভবমত,
অনুরোধী আবেদনের
    সুরে কথা ক'স্ নিয়ত । ৯৮।

নিন্দা কা'রও শুনলেই তা'
    ভাবিস্ নাকো নেহাৎ ঠিক,
ভজালে বা খতালেই তা'
    বাস্তবে প্রায় হয় অলীক । ৯৯।

ভুল কিংবা আক্রোশে কেউ
    করলে দোষারোপ,
তড়িঘড়ি বুঝ-প্রমাণে
    করবি তা'র বিলোপ । ১০০।

মিত্রকেই যে শত্রু করে
উপকারীর অপকার,
বিশ্বাসঘাতক হয়ই সে
নরক তাহার দুর্নিবার । ১০১।

মিষ্টি-সরস ভরসা-ঘেরা
সেই কথনই জানিস সেরা । ১০২।

ভালই যদি বাসবি কা'রও
শোন্ কী কইতে চাই,—
ভাবিস্-বলিস্-বাসিস্ ভাল
কাজেও করিস্ তাই । ১০৩।

কাম-কুহেলে পড়িস্ যখন
আমার কথা শোন্—
মাতৃচিন্তা-বিভোর হ'য়ে
সৎকাজে দিস্ মন । ১০৪।

দোষ দিয়ে দোষ করবি ক্ষালন
এমনি বেকুব তুই?
দোষ দিয়ে দোষ মাজলে পরে
দোষ বাড়ে শুধুই । ১০৫।

দোষেরে তুই করবি ঘৃণা
দোষীরে কিন্তু নয়,
এই কথাটি রাখিস্ মনে
হ'বি রে নির্ভয় । ১০৬।

নেবার বেলা আপন বল
দেবার বেলা পর,
এ স্বভাবটি থাকলে পাবে
অপঘাতের বর । ১০৭।

যা'র কাছে তুই পেলি, পাগল!
তা'রেই আগে পূরণ কর্,
তাই যদি রে করতে পারিস্
তবেই সত্যি স্বার্থপর ।১০৮।

তোমার অভাবে দিচ্ছে যা'রা
তা'দের কেন দিচ্ছ না,
এমনি যদি চলতে থাক
মুক্ত-বিপাক হ'চ্ছ না ।১০৯।

আলস্য আর দোষদৃষ্টি
থাকে যদি তোর,
দুঃখ-আঘাত-অবসাদে
হ'বি রে বিভোর ।১১০।

নটের মতো চল্ ওরে তুই
ভবরঙ্গ-মঞ্চমাঝে,
ইষ্টস্বার্থ রাখতে অটুট
কর্ অভিনয় তেমনি ধাঁজে ।১১১।

অন্যায়ী যে অত্যাচারী
ব্যাঘাত আনে উন্নতিতে,
রুদ্ধ করিস্ শক্তি দিয়ে
বুদ্ধি-বিচার-সৎবিধিতে;
ণ-স্বরূপা ব'লেই জানিস
নিজ প্রসূতি জননীরে,
বর্দ্ধনে তাই থাকিস্ সজাগ
বাঁচাবাড়ার নীতি ঘিরে;
রঙ্গিল থাকিস্ ইষ্টপ্রাণে
স্বার্থে তাঁহার প্রতিষ্ঠাতে,
ণত্ব-জ্ঞানের হবেই উদয়
ঝলসে যাবে জগৎ তা'তে ।১১২।

# বৃত্তিধর্ম্ম

ভাবে ঝোলে করে না
বাঁধন তা'র কাটে না ।১।

আলিস্যি যা'র করতে ভাল
তা'র দুনিয়ায় সবই কালো ।২।

কর্ম্মহীন চিন্তা যা'র
শান-বাঁধানো নরক তা'র ।৩।

অশুভে যে দেয় লাই
ক্ষয় ছাড়া জয় নাই ।৪।

যোগ্যতা নাই স্পর্দ্ধা ধরে
ছোট্ট যা'রা দাবীই করে ।৫।

কহত-আশায় করা ছাড়ে
তা'রে কি কেউ রাখতে পারে ? ৬।

ক্ষণভঙ্গুর মান যা'র
চিররুগ্ন যশ তা'র ।৭।

যোগ্যতা নাই দাবী করে
বেঘোর পথে তা'রাই মরে ।৮।

বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নকে
ঝেঁটিয়ে তাড়াও এক ধমকে ।৯।

কৃতঘ্নে আশ্রয় দেয় অথবা প্রশ্রয়
পরিবার-পরিজন-সহ পায় ক্ষয় ।১০।

আপন স্বার্থে ব্যস্ত যা'রা
দুর্দ্দশাতে হয়ই সারা ।১১।

ভ্রান্তি এল সেই—
উৎস-বিমুখ চলন-বলন
বসলো পেয়ে যেই ।১২।

খায় যা'র খসায়ও তা'র
জীবন যায় ব'য়েই ভার ।১৩।

পেতেই শুধু আত্মীয়তা
ঠক-চালাকের এই মূঢ়তা ।১৪।

যা'র খায় তা'কেই মারে
দুঃস্থ-দাপট ধরেই তা'রে ।১৫।

পাওয়ায় খুশি, দেওয়ায় রোষ
চোরাই-ধর্ম্মীর এমনি দোষ ।১৬।

সঙ্গতিহীন কর্জ্জে দান
ব্যর্থতাতেই মুহ্যমান ।১৭।

যোগ্যতা নাই উচ্চে দাবী
বেঘোর পথে খায় সে খাবি ।১৮।

বিশ্লেষণে নিন্দা দেখে
নিজের মরণ নিজেই শেখে ।১৯।

বৃত্তিবাগী আত্মসুখী
ভুলের দালাল ধ্বংসমুখী । ২০।

হীনস্বার্থী প্রবৃত্তিটান
থাকলে যায় না সতের স্থান । ২১।

যে-ভাব হ'তে চাহিস্ ত্রাণ
তা' হ'তে ঝোঁক ফিরিয়ে আন্ । ২২।

কর্ম্মে শিথিল, ভাব-প্রবল
দূষণ-স্বভাব দৈন্যে তল । ২৩।

ইষ্টহারা যা'র গোলা
ভাতে মরে তা'র পোলা । ২৪।

পাপ-স্বভাবের সমর্থনে
পাপমুক্ত হ'তে যাওয়া—
ভণ্ড কথা জানিস্ ওটা
ঝোঁক কিন্তু পাপেই ধাওয়া । ২৫।

মনের মতন না হ'লে যা'র
মনটি ক্রোধে লালে লাল,
দিগ্‌বিজয়ী দুর্দ্দশা তো
দৌড়ে ধরে তা'র নাগাল । ২৬।

ইষ্টানত নয়কো হৃদয়
গুরুত্বে যা'র অভিযান—
হেলন-দলন যা' পারিস্ কর,
কৃতঘ্ন সেই শয়তান । ২৭।

চাক্ষুষেরে দিয়ে বিদায়
শোনা-কথায় বাঁকে,

দুনিয়ায় সে কেনাবেচায়
ফাঁকিই পেয়ে থাকে । ২৮।

রোশ্‌নি চোখে আছে তবু
ভেবেই দেখিস্ তাই,
মনগড়া তোর দেখা হ'তে
পেলি না রেহাই । ২৯।

যে-বৃত্তিকে করবি খাতির
সেই হবে রে শক্তিমান্,
তারই হেল্লায় হ'বি রে তুই
ঊর্ধ্ব-অধে অধিষ্ঠান । ৩০।

ভুত-বাতুলি মন যত যা'র
পরিচ্ছন্ন নয় সে তত,
গাধার মত যতই খাটুক
শ্রীহারা হয় স্বভাবতঃ । ৩১।

হামবড়ায়ী অহমিকা
ক্রুদ্ধ অভিমানে ফোলে,
বাধা যা' তায় করতে নিকাশ
সমর্থনী কাঁদন তোলে । ৩২।

ইতর-কুহকে অনুরাগী হ'য়ে
নীচতায় করে সংস্কার,
মাজাঘসা-নীচু নীচতা তা'দের
সাবাড়েই করে পরিষ্কার । ৩৩।

ইষ্টপ্রীতি নাইকো যাহার
চলে কামের নেশায়,
কামে খোয়ায় ওজঃশক্তি
ধরেই স্নায়ুনাশায় । ৩৪।

কাম, ক্রোধ জানিস্ রে তুই
তখনি দোষের অতি—
ইষ্টস্বার্থ হটিয়ে যবে
লোকের করে ক্ষতি । ৩৫।

ইষ্টপ্রীতি অবসন্ন
স্ত্রী-প্রভাব প্রবল,
বংশ এতে অবশ হ'য়ে
খায় মরণের জল । ৩৬।

উপকারীর ক্ষতি করে
স্বার্থবশে অপবাদ,
দেখ্ না চেয়ে কৃতঘ্নতা
আছেই ধ'রে তাহার কাঁধ । ৩৭।

ধাপ্পা মেরে অর্থ খেলে
হিত করবার অছিলায়,
দুর্ব্বিপাকে ঘিরেই রাখে
রাখতে বিধি নারেন তা'য় । ৩৮।

উপায় করতে জানল না যে
দিলেও রাখতে পারল না,
পাওয়ার কর্ম্ম হারা হ'য়ে
সঞ্চয় করে লাঞ্ছনা । ৩৯।

দিতে চেয়ে স্বার্থনেশায়
করে প্রবঞ্চনা,
দুঃখ তা'রে দারুণ বেগে
দেয়ই রে লাঞ্ছনা । ৪০।

লোকের কথা শুনেই যা'রা
নিন্দা নিয়ে চলে,
বিষাদ-সহ বিপদ তা'দের
পদে-পদেই ফলে । ৪১।

কেবল পাওয়ার ফন্দী যাহার
দেবার হাতটি হতচেতন,
এক ডাকেতে বলছি আমি
ব্যর্থ তাহার উন্নয়ন । ৪২।

প্রবঞ্চকের মনটি ভরা
বঞ্চনারই ভয়,
যাচা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে
মেগে আনে ক্ষয় । ৪৩।

শ্রেষ্ঠ সৎ-এর কুৎসা রটায়
স্বার্থনেশায় অত্যাচার,
স্বগণসহ এমন-জনা
আত্মবিষে হয় সাবাড় । ৪৪।

হিসাবপত্রে গণ্ডগোল
চোট্টাবুদ্ধি অন্তরে,
তল্‌ছা মেরে চুপটি ক'রে
পণ্ড-কুটিল ছল করে,
বিশ্বাসেরই দাবী করে
হিসাবপত্র বেগোছাল,
সাধুর ধাঁজে টেক্কা মারে
বিছিয়ে কতই ধাপ্পাজাল । ৪৫।

মোকাবিলায় নিন্দাবাদের
নিরসনেও বুঝল না,
নিস্থি মানুষ সরীসৃপ সে
কৃতঘ্নতার বিষফণা । ৪৬।

জন্মগত ভ্রষ্ট যা'রা
সৎ বা দয়ায় হয় না বশ,
ভয়েই কেবল অনুগত
শুভের পথে পায় না রস । ৪৭।

হামবড়ায়ী নির্ম্মাল্য যা'—
নিলেই এমন দান,
ভবিষ্যতে বিড়ম্বনায়
ঘায়েল করে প্রাণ । ৪৮।

পণ্ডিতি যা'র উপদেশেই,
কাজের ভিতর ম্লান,
মূর্খ সে-জন ছন্নছাড়া
নাইকো পরিত্রাণ । ৪৯।

রক্ত-চোষা বাদুড়যোনি
দত্তহারীর ভাগ্যলেখা,
জীয়ন্তে তাই দ'ঞ্চে মরে
শঠ-চলনে জীবন-রেখা । ৫০।

সংহতিতে ভাঙ্গন ধরায়
চাল-মোলায়েম যমের দূত,
এমন এদের সাহচর্য্যে
হর মানুষ হয় জ্যান্ত ভূত । ৫১।

নীতির নিয়ম অভ্যাসে আর
বৃত্তিটানের মহড়ায়
দ্বন্দ্বে বেঘোর হ'লেই মানুষ—
বুদ্ধিশুদ্ধি থৈ না পায় । ৫২।

নিজের ত্রুটির ধার না ধেরে
পরের ঘাড়ে দোষ চাপায়,
অহংমত্ত এমন বেকুব
ক্রমে-ক্রমেই নষ্ট পায় । ৫৩।

উপযুক্ত নয় যে যা'তে
দাবীদাওয়া সেইখানে,
অন্ধ-ইতর দৈন্য স্বভাব
চলে ব্যর্থ কুহক-পানে । ৫৪।

কাম-আবেশে বেহুঁশ চলন
ভাল-মন্দ নাই বিচার,
চোখের আড়াল না করলেও
ভালবাসা নাইকো তা'র । ৫৫।

স্বার্থবুদ্ধি অভিমানে
লাখ বছরেও জ্ঞান ফোটে না,
হামবড়ায়ী অন্ধতমোয়
লাভ শুধু হয় বিড়ম্বনা । ৫৬।

প্রাণের টানে কাম যেখানে
শ্রেয়-উছলা,
বুদ্ধি-বিবেক শক্তি-সেবা
সেথায় উথলা । ৫৭।

শ্রদ্ধাহারা বুদ্ধি ইতর
গর্হিত উপভোগ,
ধুরন্ধরী ডাইনী-চলন
সেইতো কামুকরোগ । ৫৮।

ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা তোর
যায় তলিয়ে যেইখানে,
মরণ-হানায় আসছে বিপাক
ঐ পথেতেই সেই টানে । ৫৯।

সত্তাতে যেই আঘাত পড়ে
অহং ওঠে ফেঁপে,
বৃত্তি তখন আঁকড়ে ধরে
নানান্ ধাঁজে ঝেঁপে । ৬০।

পরশ্রীতে কাতর হ'য়ে
অযথা করে অত্যাচার,
দুর্ব্বিনীত আঘাত ছোটে
পিছু-পিছুই জানিস্ তা'র । ৬১।

অসৎ কাজে জেল্লা যা'দের
সৎ-এর বেলায় মিইয়ে যায়,
শিষ্টসেবী নয়কো জনম
ইতর ধাতু ব্যক্ত তা'য় ।৬২।

ভর-দুনিয়ায় প্রেরিতদের
বিভেদ-গাথায় নিন্দা করে,
সমর্থন তুই করিস্ নাকো
সে-জন হ'তে থাকিস স'রে ।৬৩।

অহংতালে দম্ভরাগী
বৃত্তি-ঝোঁকা যে,
ভাবে স্বাধীন, ঘোর পরাধীন;
অজ্ঞ মূঢ় সে ।৬৪।

যখন যেটার হয় প্রয়োজন
শরীর-মনের খোরাক দিতে,
না পেলেই তা' বিগড়ে যাওয়া—
সহনশীল নয় স্বভাবটিতে ।৬৫।

দুর্ব্বলতা অলস-চক্ষু
মিটিমিটি চায়,
বৃত্তিপথে দিয়ে হানা
বাগে পেলেই খায় ।৬৬।

আহব তোদের সেইখানে—
ইষ্টানুগ বাঁচাবাড়ায়
আঘাত-ব্যাঘাত যেইখানে ।৬৭।

বৃত্তিলোলুপ দ্রোহণ-স্বভাব
শ্রেষ্ঠে নতি নাইকো যাহার,
আইন-কানুনে তা'রাই জোগায়
খোরাক চৌর্য্য-কৃতঘ্নতার ।৬৮।

দূরদৃষ্টি যতই খতম
　　রকম ততই অসৎ-পথে,
রঙ্গিল লোভে দম্ভদাহে
　　ডাকে জীবন কূট-অসতে ।৬৯।

ভাল-মন্দ যাই না আসুক
　　বৃত্তিবশে যাস্‌নে বেঁকে,
ইষ্ট বজায় দেখবি যা'তে
　　যতই পারিস্ নিবি ডেকে ।৭০।

সৎমুখোসী বন্ধু যা'রা
　　'করতাম'—ব'লে সম্বেদনে
বিপদ গেলে দাঁড়ায় এসে,
　　নেহাৎ এটা রাখিস্ মনে ।৭১।

বাঁচাবাড়ার হক্ চাহিদা
　　ঠকিয়ে যা'রা চলবে লোকের,
সুদে-আসলে একদিন তা'
　　শুধতে হবে জানিস্ তা'দের ।৭২।

প্রেরিত-তীর্থ আরাধনায়
　　দ্বন্দ্ব আনে ম্লেচ্ছ সে-ই,
বৃত্তিচতুর যুক্তি এদের
　　যুক্ত করে নরকেই ।৭৩।

মনের মাঝে চিন্তা কামের
　　ঢেউয়ের মত চলতে থাকে—
শিষ্ট যেমন, সংহত তা'
　　উন্নতি তা'য় তেমনি ডাকে ।৭৪।

অবিন্যস্ত অর্থ-বিহীন
　　এমন বৃত্তি-মহড়ায়,
যে-অঙ্গেরই চালন করে
　　সে-অঙ্গটি নিকাশ পায় ।৭৫।

বৃত্তিগুলো চলবে যখন
প্রেষ্ঠপূরণ-উচ্ছলায়,
দক্ষ-বিনয়দীপ্ত অহং
নাচবে মোহন চলৎপায় । ৭৬।

বৃত্তি-বেহুঁস্ পাগলা-ধাঁজে
বাঁচাবাড়ায় ক'রেই ক্ষয়
বেকুব-চালাক দম্ভীরা সব
সার্থকতায় ব্যর্থ হয় । ৭৭।

সব প্রবৃত্তি সমাহারে
যা'ই ক'বি আর করবি,
সুফল পথে বাস্তবতায়
কৃতীর মুকুট পরবি । ৭৮।

কামের তোড়ে প্রাণ যেখানে
অবশ চলায় ধায়,
জানিস্ সেথায় জীবন-গতি
বেকুব চলন পায় । ৭৯।

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে
পূরণতেজা যা'রাই হোক,
তা'দের সেবায় বিরোধ ঘটায়—
রক্তশোষক তা'রাই জোঁক । ৮০।

পরচর্চ্চায় সহস্রমুখ
শুধরানে নাই আগ্রহ,
আপনার দোষ নাই নজরে—
ছোটেই পিছু নিগ্রহ । ৮১।

তল্ছা কামের থাকলে রোখ্
সঙ্গনেশার মত্ত ঝোঁক,
ভয়-সমীহ শ্রদ্ধা-মান
দূরত্বজ্ঞান হবেই ম্লান,

আদর-সোহাগ মাখামাখি
স্পর্শ-লিপ্সা ডাকাডাকি,
জাহান্নমের ইসারাটি
ডাকছে তোরে জানিস্ খাঁটি,
সামাল বেকুব সাবধান হ'
মন টেনে তুই দূরেই র' । ৮২।

বৃত্তিধান্দায় বাতুল চালাক
সন্দেহী ধুরন্ধর,
না ঠক্‌লে সে পায় না মজা—
আত্মম্ভরীর ঘর । ৮৩।

চলা-বলার চুক দেখিয়ে
কইলে শোধন-কথা,
অপমানে আটাশ হ'স্ তুই
পাস্ কত রে ব্যথা;
ভাল কইলে শত্রু হয় সে
জব্দে লেগে যাস্,
ফাঁসের বাহার এত ক'রেও
লাগবে নাকো ফাঁস ? ৮৪।

বৃত্তিভোগের নেশা যত
ধরবে তোরে ক'ষে,
বাস্তব ভোগ উধাও হবে
ইষ্ট যাবে ধ্ব'সে । ৮৫।

আত্মস্বার্থী ভোগ-লালসায়
বিলোল ভালবাসা,
কাম্য নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি
সেই তো সর্ব্বনাশা । ৮৬।

কামের রোখে পড়লে বাধা
ছিঁড়বে টান ছুটবে সাধা,
শিথিল ধাঁধা চ'টেই লাল
আপসোসেতে বীতরাগী চাল,
দোষ দিয়ে সে বেড়ায় স'রে
নিজে ভাল—জানায় পরে । ৮৭।

একনিষ্ঠ ইষ্ট-পূজায়
প্রত্যাখানী বিরাগপ্রাণ,
লোকসেবা আর তীর্থ-ধুয়োয়
বৃত্তিপূজোয় ভ্রাম্যমাণ,
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টে
নিছক ক'রে আত্মদান,
বিভ্রান্তি আর বিচ্ছিন্নতায়
হা-হুতাশে অবসান । ৮৮।

নিজত্ব যা'র আবেশমূঢ়
প্রবৃত্তিতে চলৎশীল,
শ্রেয়-সেবী হ'তেই ভাবে—
স্বাধীনতায় পড়ল খিল । ৮৯।

যে-ভাব হ'তে ত্রাণ চাহিস্ তুই
সে-ভাব ফেরা আগে,
তবেই রেহাই পারবি পেতে
ফুটবি শুভ রাগে । ৯০।

বাঁচাবাড়ার প্রয়াস-পথে
বৃত্তিগুলির উপভোগ,
সহজ মানুষ এমনি চলে
সার্থকতায় পেতে যোগ । ৯১।

বৃত্তি-পূরক প্রেষ্ঠ-নেশায়
অহং ঘোষে হামবড়াই,
স্বার্থ-কুটিল দ্বন্দ্বে আগুন
বিনয়-কাতর সর্ব্বদাই ।৯২।

আদর্শেরে করলি হেলা
লাভ না দেখে তাঁ'র,
হেলা-ফেলায় চললো জীবন
এখনও তা' ছাড় ।৯৩।

ষড়রিপুর ছয় কুঠুরী
লাখ-চাহিদার বাস,
আপন নেশায় বাতুল সবাই
নাই কোন নিকাশ;
রিপু-রঙ্গিল নেশায় পাগল
চাহিদাগুলিকেই
বৃত্তি ব'লে জেনে রাখিস,—
যেমন বুঝিস্ যেই ।৯৪।

হামবড়ায়ী বৃত্তি-স্বার্থী
ঠগ্‌বাজী নীচমন,
স্বার্থধর্ম্মী ভীরু হয় সে
সন্দেহী অনুক্ষণ ।৯৫।

তাচ্ছিল্যেরই অভিমানে
হ'লি কবি বৈজ্ঞানিক,
হামবড়ায়ে সৈন্য হ'লি,
নয়তো হ'লি দেশপ্রেমিক,
ওই খিদমতে করলি কতই
মিটল কি রে ঝাল?
ইষ্টস্বার্থে করলে ও-সব
যেত রে জঞ্জাল !৯৬।

ইষ্টহারা নিষ্ঠা যা'দের
ভ্রাতৃভাবের উপাসক,
শ্রেষ্ঠ যা' তা'য় অষ্টরম্ভা
হীনত্বই তার জনক । ৯৭।

করার ঝোঁকটি নিবু-নিবু
বাধায় নাজেহাল,
এমনি হ'লেই দেখিস্ খুঁজে
কোথায় কামের জাল । ৯৮।

ইষ্টপ্রীতি মলিন যখন
ইচ্ছায় অবসাদ,
নিশ্চয় জানিস্ কাম-ডাইনী
ধরেছেই তো কাঁধ । ৯৯।

বৃত্তিক্রম সার্থক হ'য়ে
প্রেষ্ঠেই গেঁথে উঠল না,
কোথায় তবে ব্যক্তিত্ব তোর
বৈশিষ্ট্য তো রইল না;
ব্যষ্টিত্বের এই অহংরাগে
ঠিক্‌রে টুকরো কতই হ'লি,
বৃত্তিলাভের ধাঁধায় প'ড়ে
আত্মজ্ঞানটি হারিয়ে র'লি ! ১০০।

কাম যেখানে কামিনী চায়
কামোদ্দীপ্তি নিয়ে,
লাঞ্ছনারই মাল্য তাহার
লাগে কণ্ঠে গিয়ে । ১০১।

প্রেষ্ঠ-সাশ্রয় গলা কেটে
নিত্য পূজো তোরই করিস্,
তা'রই ফলে ঘোর অনটন
তা' কি তুই এড়াতে পারিস্ ? ১০২।

পূর্ব্বঋষি স্বীকার অছিলায়
বলে পরবর্ত্তী নাই,
বোকা অন্ধকার আবাস তা'দের
ইহপরকালে ছাই । ১০৩।

বৃত্তি-ঠোকা উত্তেজনা
স্বার্থ সাধার তরে,
ঠোক্করে সব ছিটকে দিয়ে
ক্রোধে ভাঙ্গন ধরে । ১০৪।

স্বার্থ-কুটিল হামবড়াই যা'র
অন্তরে দেছে হানা,
বৃত্তিতন্ত্রী বেকুব-চালাক
সন্দেহে চোখ কানা । ১০৫।

ইষ্টার্থেতে ভিক্ষা ক'রে
ইষ্টে করে না নিবেদন,
দরিদ্রতায় হা ক'রে খায়
নিপাতে যায় ধন আর জন । ১০৬।

বৃত্তিগুলো সত্তাটাকে
টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়েই খায়,
প্রেষ্ঠপ্রাণ হ'লে কিন্তু
ও-সব হ'তে রেহাই পায় । ১০৭।

কামদীপনী হাবভাব আর
তেমনি অধ্যয়ন,
যতই রঙ্গিল হোক্ না জানিস
কামুকই সেই জন । ১০৮।

বাধ্য-বাধকতা যেথায়
ঝোঁকটি কাবু করে,
বৃত্তিটানের ডাইনী মায়া
অমনি চেপে ধরে । ১০৯।

আত্মমুখী উত্তেজনা
পূরে না অন্যেরে,
নিজের চাওয়ায় পাগলপারা
অন্ধ ব্যর্থ সে রে । ১১০।

ব্যর্থ কামের তৃষ্ণা নিয়ে
ব্যথী অনুরাগ সুরে,
কুশ্রীবেশে ভূতের মত
ফিরিস্-বেড়াস্ ঘুরে,
সহানুভূতির উদ্দীপনায়
আনতে নজর লোকের,
নিঠুর-নিরাশ কাম ভজনায়
স্বভাব হ'ল প্রেতের । ১১১।

বৃত্তি-অহং পুষ্টি তরে
মতবাদের তুই তো জোঁক,
মতের প্রতীক পূজলি না রে
পূজলি বেকুব বৃত্তি-ঝোঁক;
পণ্ডিতী হীন হাতের নাড়ায়
করছিস্ বকছিস্ কত কী,
হারালি সব যতেক বিভব
নষ্ট হ'ল তোদের ধী । ১১২।

বৃত্তিরফায় জাত-গরিমা
ডোবালি আত্মপ্রতিষ্ঠায়,
দধীচি-অস্থি বজ্র-নিঠুর
ছাড়ে কি তাহারে? নিপাত দ্যায় ! ১১৩।

পূর্ব্বতন আপ্তধারা
না দেখে না পেয়ে তোর,
তাঁ'দের প্রতি টান-অছিলায়
বৃত্তিসেবায় রইলি ঘোর,

বৃত্তিধর্ম্ম দোহাই দিয়ে
কত রং-চং লাগিয়ে গায়,
বর্ত্তমান প্রেরিত যিনি
পড়লি নাকো তাঁ'রই পায়;
হচ্ছিস্ সাবাড়, করছিস্ কাবার
পয়মালেতে যাচ্ছিস্ কত,
এখনও ফের্, জীবনের জের
ভাঙ্গিস্ না রে, হ'স্ না হত ! ১১৪।

বৃত্তি-রংএ রঙ্গিল যদি
সপর্য্যায়ে অহঙ্কারে,
বৃত্তিগুলি বিন্যাসিত
দক্ষক্রিয় অহংভারে,
রজোগুণে দীপ্ত মানুষ
তা'কেই আদত জেনে রাখিস্,
বৃত্তি-অহং-বিক্ষিপ্ত যা'
রজ নয় তা' ঠিকই বুঝিস্ । ১১৫।

পরের পুষ্টি কেড়ে নিয়ে
শোষণ-নীতির আত্মপোষণ,
প্যাঁচোয়া জালে লোক-সমাজে
ইষ্টভ্রষ্ট ক'রে যখন,
আপদ-বিপদ-উচ্ছৃঙ্খলা
গজিয়ে তেমনি বিশৃঙ্খলে,
একগাট্টায় মরিয়া হ'য়ে
ধায়ই 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে । ১১৬।

জীবন-স্বপন ফস্‌কে গেল
লাভ হ'ল কী তোর,
ভাবনা-মাফিক করলি নে কাজ
রইলি রে বিঘোর ! ১১৭।

খামখেয়ালী ধরলি খেয়াল
সার্থকতায় চললি না,
করণ-প্রবণ ধরন-ধারণ
উৎসাহকে ধরলি না;
ঠগীর ঝুলে ঠক্‌লি কেবল
পেলি শুধুই বঞ্চনা,
চলতিস্ যদি সৎ-চলনে
অভাব-টভাব রইত না । ১১৮।

করবি নাকো, চাইবি শুধুই
করবি আপসোস্ নাইকো কেউ,
পেঁচি বেকুব স্বার্থ-অন্ধ
বেড়াল ডাকিস্ মেউ-মেউ । ১১৯।

দক্ষ যা'রা অহঙ্কারে
ফুলে-ফেঁপে নিত্যদিন,
লোকগুলি সব পেলে-পুষে
ভাবছে মনে খুব প্রবীণ । ১২০।

তক্ষকী ঐ তক্‌তকে ডাক
লক্‌ল'কে চায় প্ররোচিতে,
ছলছলে তোর উপচোলো লাল
ছুটলি দরণ বরণ দিতে;
বিষের ছুরি ওই দেখিস্ না
লুকিয়ে রেখে আড়ালফাঁকে?
হান্‌বে বুকে মরবি ওরে
প্রাণটা দিবি দুর্ব্বিপাকে ! ১২১।

মান-গরবে অহংবশে
ধরলি রে ধাঁজ বেকুব চতুর,
চলনে তোর দিগ্‌গজী ভাঁজ
দেখতে যেন ক্ষিপ্ত কুকুর । ১২২।

আপন মায়ে ভক্তি ফোটে না
ভক্তি পরের মায়ে,
ভক্ত জানিস্ কারুর ন'স্ তুই
ফিরিস বৃত্তিদায়ে । ১২৩।

মা-মাসী-বোন নিজের যা'রা
টান মোটে নাই তা'র প্রতি,
পরের মা-বোন, পরের মাসী
নিয়েই যাহার সঙ্গতি,
মত্ত অলীক অজান বেকুব
বুঝেও বুঝতে চায় না যে,
অবাধ্যকাম অজানভাবে
ধরছেই, টের পায় না সে । ১২৪।

বৃত্তি-নেশায় বেভুল অহং
ওতেই ভরা কল্পনা,
ওইটি জানিস্ তমোগুণের
নিপট নিঠুর লক্ষণা । ১২৫।

পরের কওয়া চর্চ্চা-কুটিল
রোধেই যাহার প্রেষ্ঠানতি,
বৃত্তিরতির কৃতঘ্নতার
বেড়াজালেই তাহার গতি । ১২৬।

বেগোছাল জিনিসপত্র
ঢিলে ব্যবস্থিতি,
এই দেখলেই বুঝতে পারবি
কেমন বৃত্তিরীতি । ১২৭।

মেয়ে দেখলেই ভিড়ে পড়ে
দরদ-সেবায় কাটায় দিন,
পুরুষ-সঙ্গের নাইকো সময়—
সন্দেহের সে, মতিহীন । ১২৮।

হীন যা'রা সব চক্র-কুটিল
স্বার্থ-নেশায় শেয়াল ডাকে,
বিষ হানি' ঐ মৃত্যু তা'দের
ছিটকিয়ে আন্ আর্য্যী হাঁকে । ১২৯।

বৃত্তিগুলি ব্যক্তিত্বে তোর
হর খেয়ালে খেলছে ভাটা,
কত নাচনে নাচছিস্ রে তুই
হিসেব ক'রে দেখলি সেটা?
বাঁদর-নাচন নাচলি কত
বাহাবাও কত পেলি বাতুল,
ভাবছিস্ তুই মস্ত মানুষ
কেউ কি আছে তোর সমতুল?
পাগল-বেকুব ওরে দিগ্‌গজ
খতিয়ে কি দেখলি তায়,
শ্রেষ্ঠস্বার্থী টান ছাড়া কি
অখণ্ডতা তোর গজায় ? ১৩০।

নারীর খেয়াল করতে তামিল
চলছিস্ কি ক'রে নিয়ত,
ইষ্টনীতি চুলোয় গেল
করতে তা'রেই অনুগত?
কলুর বলদ হ'য়ে নারীর
তুষ্টি-সেবায় মন দিলি,
নিজেরে তুই করলি খতম
তা'কেও সাবাড় ক'রে নিলি । ১৩১।

কামপ্রার্থী হ'য়ে জানিস্
বৃত্তিবিনোদী যা'রা,
তা'দেরই বলে কোটনা লম্পট
ঘৃণ্য পুরুষ-ধারা । ১৩২।

সাশ্রয়ী স্বাবলম্বী হ'য়ে
রাখ্ সবারে বৃদ্ধিতে,
রক্তচোষা বৃত্তি-বাদুড়
তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে । ১৩৩।

জীবন-জনম মুহ্যমান
নীতির পথে রইলি ভোর,
তাড়া ওরে নেকড়েগুলো
হিংস্র-লোলুপ ওরাই চোর । ১৩৪।

স্বীকার করা দূরে থাকুক
ভাল চাওয়ায় চল্‌লি কেউ?
বিবর্দ্ধনের ভয়েই বুঝি
হ'প্‌কে ডরে ডাকিস্ ফেউ । ১৩৫।

জীবন-জোয়ার এলো রে তোর
স্নান ক'রে নে যত পারিস্,
বৃত্তিবাদী হাঙ্গর-কুমীর
কামঠগুলোয় খেয়াল রাখিস্ । ১৩৬।

নিজের ছেলে-মেয়ে আরও
তা'দেরই সন্তান-সন্ততি
পুষছিস্ কিন্তু চাপে ও সুখে
ও হ'তে নাই অব্যাহতি;
প্রেষ্ঠ-প্রয়োজনের বেলায়
দিতে তাঁ'রে শিথিল হ'লি
সব অভাবেই চলছিস্ যদি
তাঁ'র বেলাতেই থমকে র'লি;
এতেও ভাবিস্ পাবি রে তুই
লক্ষ টাকা মাণিক-হীরা,
লক্ষ্মীরে তুই ঠেল্‌লি দূরে
রইলি তা'তেই হাভাতঘেরা । ১৩৭।

ইষ্টপ্রতীক জড়প্রতীকে
চেতনপ্রতীক রাখলি ক'রে,
প্রতীক ছাড়া প্রতিভা কি
উৎসৃজি' গুণ রাখে ধ'রে?
চেতন প্রতীক থাকলে তবেই
প্রতীক তাহার প্রতিভা পায়,
চিত্তহারা জড়প্রতীকে
তাঁ'য় কি কভু পাওয়াই যায়?
বদ্ধপাগল সৃষ্টিছাড়া
ওরে অবোধ নিপট পাপ,
বৃত্তিবাধায় নিরোধ ক'রে
বীর্য্য হেঁকে ভাঙ্ প্রলাপ। ১৩৮।

এলোমেলো বইছে হাওয়া
তরঙ্গ কী নাচছে ছলে,
ছুটলি ওরে দিতে পাড়ি
নাই ধ'রে হাল যুক্তি-বলে;
তরণী তোর তাল-বেতালে
হাওয়া-জলের আঘাত খেয়ে,
ডুবেই যাবে ভাব্ এখনও
কী নিয়ে তুই যাবি বেয়ে!
ছলাৎ-ঝলাৎ ঘূর্ণী জলের
বৃত্তিপাকের তল্ছা টান,
পারবি না রে সামাল দিতে
ফের্ রে যদি রাখবি প্রাণ। ১৩৯।

প্রেষ্ঠস্বার্থের নাইকো ধান্দা
পূরণ-প্রবণ নয়,
দেখতে দক্ষ নিপুণ কর্ম্মী
আড়ম্বর-বাক্ কয়;

ভাঁওতা দিতেই বুদ্ধিমত্তা
খরচ বহুল, স্বল্প আয়,
সাশ্রয়ী-সুন্দর নয় প্রকৃতি
লভ্যে নিছক ক্ষয় ঘটায়;
দেখলে এমন দূরেই থাকিস্
থাকতে যদি চাস্ বজায়,
কথার হাওয়ায় রক্ত চোষে
যাস্‌নে রে তুই ওর ছায়ায় । ১৪০।

সুখ-সুবিধা ভোগ-বাসনা
বৃত্তিস্বার্থ সেবার তরে
ফাঁকি দিয়ে গুরুর জিনিস
যে-জন গোপন হরণ করে,
দৈন্য-ব্যাধি ঘৃণ্যাকারে
বিপাক নিয়ে ঘেরেই তা'রে,
ব্যাধির প্রকোপ অপমানে
বংশে অকাল মরণ ধরে । ১৪১।

নারীর পায়ে মাথা বিকিয়ে
গুরুর দায়টি দিয়ে চলে,
কপট উদ্যোগী এমনদেরই
দৈন্য বিপাক ফলেই ফলে । ১৪২।

হৃদয় যদি আশ্রয় পায়
প্রিয়-প্রীতির কোলে,
সব-কিছু তার সার্থকে ধায়
উল্লাস-পায়ে চলে । ১৪৩।

## বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ

বস্তুর সেবায় দিন খোয়ালি
　　চলল জীবন বেমালুম,
এক-স্বার্থী না হওয়াতে
　　জীবন হ'ল শুধু জুলুম ।১।

প্রবৃত্তি তোর যাই না থাকুক
　　সৎ-নিয়ন্ত্রণ না হ'লে,
সত্তাকে সে ফেলবে খেয়ে
　　মরবি ভয়ে তা'র ফলে ।২।

বৃত্তি সব সু-এর পথে
　　চালিয়ে নিয়ে সার্থকতায়,
মন্দমতি তা'রাও অনেক
　　উন্নতিরই আলোক পায় ।৩।

প্রার্থনাতে কইলি কত
　　করলি নাকো কাজে,
ফুটলো ওটা কল্পনাতে
　　ফলটি পেলি বাজে ।৪।

শাসন করে সংযমশীল
　　পাপবুদ্ধি যত,
সেবায় আনে সম্বর্দ্ধনে
　　চরিত্র উন্নত ।৫।

মন্দ যা' তা' কায়দা ক'রে
করবি এমন চুর,
ভাল ছাড়া করবি না আর
তবেই বাহাদুর । ৬।

যা' যা' করলে মন্দ হয়
করিস্ না তা'য় করবি ভয়;
ভুলেই যদি ক'রেও থাকিস্
জন্মের মত সে-পথ ছাড়িস্;
যাস্‌নে কভু সে-পথে আর
পালিস্ নিষেধ বিধাতার । ৭।

ভাল-মন্দ যা'-কিছু সব
নিজের সাথে মিলিয়ে নিবি,
ভাল যা' তা' আঁক্‌ড়ে ধ'রে
মন্দগুলির নিপাত দিবি । ৮।

ভয় এড়িয়ে জয়ের পথে
যতই তুই চলবি রে,
নির্ভয় হ'বি নির্ভর পাবি
শক্তিসুলভে থাকবি রে । ৯।

বাধা যদি নিয়ন্ত্রণে
শুভই করে দান,
তবেই জানিস্ ওরে পাগল
তুই রে শক্তিমান । ১০।

দুঃখ-কথার হামবড়ায়ে
কীই বা হবে তোর,
লোকের ভাল হয় যাহাতে
তাই নিয়ে তুই ঘোর । ১১।

দোষের রঙে র'ঙেই যদি
থাকে তোর নজর,
ভালর দিকে ঘুরিয়ে তা'রে
স্বচ্ছ-শুদ্ধ কর্ । ১২।

শোন্ রে ওরে পাগলা বেকুব
হামবড়াই-চাল এখনও ছাড়্,
পড়শীদিগের ভালয়-মন্দে
থাকিস্, দেখিস্, ধারিস্ ধার । ১৩।

অহঙ্কারের পণ্ডামিতে
দাবাতে এলে কেউ রুখে,
তোর প্রতি টান বাড়িয়ে দিবি
নম্রমদির জ্ঞানতুকে । ১৪।

করার ধারায় দেখবি ঝোঁক
সংস্কারের সেই তো রোখ,
ঝোঁকটি যা'তে ঘায়েল হয়
সেই বৃত্তিরই বিপর্য্যয়;
বিপর্য্যয় যখনই পাবি
ইষ্টস্বার্থে শুধ্‌রে নিবি,
বিপর্য্যয়ী বৃত্তি যত
গ্রথিত ইষ্টে কর্ সতত,
গ্রথিত বৃত্তি দেয় না পাক
ফেলে না খালে, করে না খাক্ । ১৫।

ঝগড়াঝাঁটি মনের বেমিল
কা'রও সঙ্গে হ'লেই জানিস্,
অবিলম্বে তা'র কাছে গিয়ে
আবেদনে কহিস্, শুনিস্ । ১৬।

যে-দিক দিয়েই থাক্ না রে ঝোঁক
হ'তে রে তুই উন্নীত,
তা'রই তালে পা ফেলে চল্
প্রেষ্ঠে হ'য়ে সন্নীত । ১৭।

লোক-সমক্ষে বললে যাহা
অনেকের হয় ক্ষতি,
এমন বলার লোভটি থেকে
থাকিস্ দূরে অতি । ১৮।

সাপ নিয়ে তুই খেলবি যদি
ওরে বেদের ছেলে,
মন্ত্র-ওষুধ ঠিক রাখিস্, নয়
মরবি ছোবল খেলে ! ১৯।

দুর্ব্বলতায় ঠিক্‌রে দিয়ে
দাঁড়া রে ওরে দাঁড়া,
রক্তচোষা বাদুড়গুলো
তাড়া রে ওরে তাড়া । ২০।

ঠক্-চালাকী বৃত্তিবাদ
নিকেশ কর্, নিপাত কর্,
আগলহারা আগুন-রাগে
কর্ম্ম নিয়েই ধর্ম্ম ধর । ২১।

যে-চাহিদায় পেতে গিয়ে
যে-আচারে চলতে হয়,
তাই বুঝে না চলতে পারা
বেকুব-বুদ্ধি তা'রে কয় । ২২।

সু-এর সাথে যোগ দিয়ে তুই
সফল কর্ তা'কে,
আসবে সুযোগ সুফল সাথে
জয়-গম্ভীর হাঁকে । ২৩।

চলা-বলা যা'-কিছু তোর
ইষ্টস্বার্থ-সমর্থনে,
অস্তিত্বকে বিনিয়ে চলবি
ওই পথেতে নিয়ন্ত্রণে;
শাস্ত্রনীতি ন্যায়পরতা
চলায়-বলায় পড়বে ধরা,
দুনিয়াটা হাসির ভরে
উঠবে হ'য়ে উজল-করা । ২৪।

কথা দিলেই করতে হবে
নিশ্চয় জানিস্ মনে,
না পারলে তুই বুঝিয়ে তারে
জানাবি সেইক্ষণে । ২৫।

পথ ভেবেই তুই শ্রান্তিভরে
ক্ষান্ত হ'য়ে যাসনে দমে,
মানুষ কি রে চলতে পারে
না ক'রে ভর স্ব-উদ্যমে ? ২৬।

তা'র অবস্থায় তুই কী করতিস্
এইটি খতিয়ে নিয়ে,
বলবার করবার যা' থাকে কর্
সমবেদনা দিয়ে;
এ না ক'রে ভুল ক'রে তুই
দিলে কাউকে ব্যথা,
অনুতাপে শুধরে নিবি
ফিরে করিস্ না তা' ।২৭।

সহ্য যত করবি, হ'বি
ক্ষমার অধিকারী,
ক্ষতি না ক'রে করিস্ ক্ষমা
শক্তি পাবি ভারি ।২৮।

চাল-চলন তোর ঋজু রেখে
চলিস্ অনুক্ষণ,
পড়শীদিগের স্বার্থ হ'য়ে
বাঁধিস্ তা'দের মন;
ওৎপাতা সব ঠকপ্রতারক
থাকেই চারিধার,
ছাইয়ের মত উড়বে তা'রা
করবে কী তোমার ! ২৯।

# কপট টান

লক্ষ্য করলি একদিকে তুই
চল্‌লি ধ'রে অন্যপথ,
যা'ই না করিস্ কর্ম্মে-কাজে
পাবি কিন্তু অন্য মত । ১।

কপটতা থাকলে পরে
উন্নতি কি ঢোকে ঘরে ? ২ ।

মিথ্যা-কপট ধাপ্পা-ধাঁজে
স্বভাব রঙ্গিল হ'লে,
সত্য-সরল শুভ যাহা
উল্টো বুঝেই চলে ।৩।

চেয়ে পাওয়ায় ভালবাসা
দেওয়ার বেলায় ফাঁক,
আত্মপুষ্টি ঘুচিয়ে তা'রা
অযথা সাজে কাক ।৪।

তোমার প্রতি মন যেন রয়
তোমায় যেন বাসি ভালো,
দ্বন্দ্ববিধুর এ প্রার্থনার
অন্তরেতে না-এর কালো ।৫।

তোমার ভালবাসা যদি
    করেই প্রিয়র স্বস্তিহরণ,
ভালবাসা নয়কো তোমার
    আত্মপোষা কামুক দহন ।৬।

গুণগ্রাহিতা যতই কম
    শিথিল ততই প্রীতির দম ।৭।

চোর-ডাকাত-লম্পট কিংবা
    দেখতে সাধু-সজ্জন,
নিষ্ঠা-নেশায় প্রত্যয় নেই
    চরিত্রে হীন এমন জন ।৮।

নিষ্ঠা-নেশা-প্রত্যয়হীন
    লোকটি ভাল বিচক্ষণ,
দ্বন্দ্ব-দোলায় জীবন চলে
    চরিত্র তা'র ঠিক তেমন ।৯।

পেলি কতই, দিলি কী?
    ঢাললি শুধুই ছাইয়ে ঘি ! ১০।

চাহিদার করা
    কম যেমন,
ততই অভাব
    ফাঁকা মন ।১১।

যে-কাজেই তুই নিয়োজিত
    তা' বাদ বাইরে টান
হ'লেই জানিস্ করবি নিছক
    মালিকের লোকসান ।১২।

মজুরীতে লক্ষ্য যাহার
পয়সাগত টান,
নাই সেখানে খাঁটি হৃদয়
একনিষ্ঠ প্রাণ । ১৩।

করল এত ধরল এত
কতই পেলি পোষণা,
যাই যা' পেলি ভুললি সে-সব
ভুলেই গেলি তোষণা;
যা' পেয়েছিস্ শরীর-জীবন
যদিও করছে ঘোষণা,
মন-বেকুব তোর ভুললো করায়
অকৃতজ্ঞ এষণা । ১৪।

নিন্দাবাদে শুকিয়ে আসে
সংকোচনে হৃদয়বেগ,
দক্ষ-চলন দৈন্য-শিথিল
ঘনায় বুকে হুতাশ-মেঘ । ১৫।

পরের নিন্দা-অপবাদে
আপোষ রফায় থাক,
নিজের বেলায় উগ্রচণ্ডা
ন্যায়ের বিচার হাঁক;
ভণ্ড এমন মুরুব্বিয়ানা
যতদিনই থাকবে তোর,
বেইমান তো থাকবিই হ'তে
আরও হ'বি ভণ্ড ঘোর । ১৬।

ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন
ছিন্নভিন্ন তা'র জীবন । ১৭।

টান হ'ল তোর ইষ্টে অসীম
পরাক্রমহীন কিন্তু,
পশুর টানেও বিক্রম থাকে
তুই কেমনতর জন্তু ! ১৮।

বৃত্তিলোলুপ কপট ঝোঁকে
আদর্শে তোর টান,
ইষ্ট-ধুয়োয় বৃত্তি সেবি'
হয় কি পরিত্রাণ ? ১৯।

প্রিয় পাওয়ার ঝোঁকের তাড়ায়
সঙ্গতি-সামঞ্জস্য ছাড়া,
বৃত্তিমাফিক চায় প্রিয়কে
প্রিয়ের স্বার্থে দৃষ্টিহারা;
টানটি-সহ বুদ্ধি তখন
বিক্ষোভে হয় জর্জ্জরিত,
বৃত্তি-রঙ্গিল প্রেষ্ঠ-পাওয়া
হ'য়েই থাকে জীবন্মৃত । ২০।

ইষ্টস্বার্থের ধুয়োতে তুই
আত্মস্বার্থ ঢাকি'
চল্‌ছিস্ ক'রে ছলাকলা
দিয়ে তাঁ'রে ফাঁকি;
চলতে গিয়ে এমনি চালে
ঠক্কর লাগে ফাঁকির তালে,
বৃত্তি-লেজে পা প'লে যায়
ইষ্টনিষ্ঠা বাঁকি' । ২১।

ইষ্টসেবা ব্যাহত হয়
এমন কাজ বা প্রয়োজন,
পদে-পদেই বিপাক আনে
ভ্রান্তি আনে অগণন । ২২।

বিপদ-বাধায় ধাঁধিয়ে দিল—
আবেগ কোথায় তোর?
কপট ইষ্টপ্রীতি নিয়ে
হ'লি যে তুই চোর। ২৩।

করলি সাধন, করলি রে যোগ
শব্দ-জ্যোতি দেখলি কত,
ইতর আমির চরিত্র যা'
রইল তা' সব স্বভাবগত;
এমন হ'ল কেন রে তোর
দেখলি ভেবে বেকুব তা'য়?
ইষ্টস্বার্থী প্রাণনাতে
বাঁধিসনি তুই আপনায়! ২৪।

ঠাকুর দেখিস্, দেবতাই দেখিস্
লাখ বিভূতিই হোক,
কী হ'ল না বদলালে তোর
বৃত্তি-রঙ্গিল ঝোঁক? ২৫।

ইষ্ট ছাপিয়ে তোর জীবনে
যা'র প্রয়োজন মুখর হবে,
সেই পথেতে সর্ব্বনাশটি
তোর তরেতেই দাঁড়িয়ে র'বে। ২৬।

আদরভরা সুখ্যাতি আর
বাহাদুরীর ইন্ধনে,
ইষ্টটানের বগ্‌বগানি
ধরলি বৃত্তিচিন্তনে;
(তোর) বৃত্তি-নেশায় সাধ্‌ল রে বাদ
ইষ্টস্বার্থী শাসন,

টানের বহর ছিটকে গেল
  আপ্‌সোসভরা মন;
ইষ্টস্বার্থী কষ্টিকষা
  হ'ল রে যেই শুরু,
সন্দেহ আর অবিশ্বাসে
  কুঁচ্‌কে গেল ভুরু!
তবেই বুঝিস্‌ কেমন প্রাণ তোর
  কীই বা পেতে পারিস্‌,
ফাঁকির খাওয়ায় পেট ভরে না
  এটাও তো তুই বুঝিস্‌ । ২৭।

ইষ্টদ্রোহী শিষ্ট-চলন
  বৃত্তিবাদী আত্মশ্লাঘী,
থাকিস্‌ স'রে ভণ্ড-সাধু
  গুল-বাঘাটায় দূরেই রাখি'! ২৮।

প্রেষ্ঠহারা বৃত্তি-চলন
  ব্যর্থ করে সংস্থান,
বিশৃঙ্খলী বুদ্ধি আনে
  বিকৃত হয় স্নায়ুর টান । ২৯।

ইষ্ট-পথে অচল চলন
  অবস্থাতে নত,
বৃত্তি-তাড়ায় কর্ত্তব্যবোধ—
  বিধ্বস্ত নিয়ত । ৩০।

প্রেষ্ঠ-দায়িত্ব বইতে নারাজ
  আর সব পারিস্‌ সইতে,
সার্থক বৃত্তি হবে কি তোর?
  দুঃখ র'বে না কইতে ! ৩১।

প্রেষ্ঠ ছাপিয়ে বৃত্তি টান
ভক্তি জানিস্ তখনি ম্লান ।৩২।

সামর্থ্যকে শিথিল ক'রে
ভক্ত-বিটেল সাজে,
ইষ্টেই সে আঘাত হানে
সকলই তা'র বাজে ।৩৩।

বজ্র-জীবন যাবেই ধ্ব'সে
বুঝলি বুদ্ধিমান?
ইষ্টনেশার দক্ষতা-দীন
করলে কোন টান ।৩৪।

স্বার্থী-কষাই কামুক-সাধু
জানিস্ কেমন তা'য়?
শকুন যেমন উচ্চে উঠে
ভাগাড়-পানেই চায় ।৩৫।

প্রেষ্ঠস্বার্থ নিরোধ ক'রে
বৃত্তিটান যেই ধরল,
উন্নতিটি খোঁড়া হ'য়ে
আঁস্তাকুড়ে পড়ল !৩৬।

ভাল হবার অযুত চিন্তায়
আপসোস কত শত,
সবই ব্যর্থ তা'র কাছে তোর
ঝোঁক যাহাতে রত ।৩৭।

অন্তরেরই বৃত্তিখাদের
গুপ্তভাবে কু-চালনা,
উন্মাদনা অবশ ক'রে
করে দুর্ব্বল ইতরমনা ।৩৮।

ইষ্টনেশায় যতই শিথিল
বৃত্তিলোভন দেয় হানা,
সৎনীতিটি কেটে-ছেঁটে
সুদূরদৃষ্টি করে কাণা । ৩৯।

খাঁকতি আনে যেই প্রয়োজন
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার,
নেহাৎ জানিস্ ঐটি রে তোর
ডাকছে খুলে মরণদ্বার । ৪০।

ইষ্টার্থটি করছো বেহাল
মানবড়ায়ী বৃত্তিরাগে,
চাচ্ছিস্ তবু আধিপত্য—
ঈশত্ব তুই রাখবি বাগে ? ৪১।

খেয়াল মাফিক ভজলি গুরু
হ'তে মানুষ হ'লি গরু । ৪২।

সব দিতে তুই করলি গুরু
পেতে পরিত্রাণ,
দিলি কিন্তু নবঘণ্টা,
নিতেই লেলিহান!
এতেও বলিস্ করিস্ ধর্ম্ম
ভগবানে দাবী?
ঠকিয়ে মানুষ ঠকলি নিজে
বিধিকেও ঠকাবি ! ৪৩।

গুরুর শাসন আশিস্‌ধারায়
নাই যদি তোর ফুটল প্রাণ,
এলোই শুধু তাঁ'র শাসনে
মনের বিপাক অভিমান;

ধন্য হওয়া ভুলে র'লি
বৃত্তি-নেশায় বেভুল হ'লি,
কী করেই বা তৃপ্ত হ'বি
হবে রে তোর কোথায় স্থান ! ৪৪।

প্রেষ্ঠ-শাসনে শিথিল টান তোর
দুর্ব্বাক্যে অপমান,
প্রেষ্ঠের প্রতি টান নাই তোর
জানিস্ পাওয়ায় টান । ৪৫।

দম্ভরাগী উত্তেজনায়
কিংবা লোভের বশে,
ইষ্টার্থ যেই ব্যর্থ হ'ল
গেলি সেথায় ধ্ব'সে । ৪৬।

যে-বৃত্তিরই যা' মহড়ায়
যে-অঙ্গেরই চালনায়,
ইষ্ট-ব্যর্থ কর্ম্ম করে
সে-অঙ্গটি নষ্ট পায় । ৪৭।

ভাবের ঘুঘু ভক্তিবাগীশ
কর্ম্মহারা ধর্ম্মপ্রাণ,
আজগবীতেই আস্থা শুধু
জাহান্নমেই তাহার স্থান । ৪৮।

ধর্ম্মনেশায় বিভোর রে তুই
নাইকো ইষ্টে টান,
ও-ভড়ংটা কেবলই তোর
অস্ত্র লোক-ঠকান । ৪৯।

ইষ্টপূরণ নয়কো বড়
আপোষরফায় ভ্রষ্ট গতি,
নিশ্চয় জেনো অন্ধবধির
ধরেই তা'রে ক্রূর নিয়তি । ৫০।

বাহবা বা স্তুতির লোভে
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়
আঘাত হানে অহং যখন—
নকল শ্রদ্ধা রয় সেথায় । ৫১।

প্রেষ্ঠ-সেবায় নেয় মজুরী
দিয়ে-থুয়ে কাজে,
দুঃখ-দশায় জাপটে ধরে
পেতনী বুকে নাচে । ৫২।

বিবেক যাহার ঔদার্য্যে ধায়
নিষ্ঠাকে নেয় ব্যভিচারে,
শ্রদ্ধামলিন ব্যক্তিত্ব তা'র
তুচ্ছ করে আদর্শেরে । ৫৩।

ইষ্টসেবায় নাইকো সময়
বিশ্বসেবার অছিলায়,
এমন বিকট বিশ্বপ্রেমিক
নিরয়-পথিক হয় হেলায় । ৫৪।

কথাই শোনে, কাজে করে না—
অধম তা'দের ইষ্টে টান,
আল্‌সে-বেকুব বাগ্‌-বিলাসী
তা'রাই নেহাৎ ব্যর্থপ্রাণ । ৫৫।

কথায় ভাবের নাইকো অভাব—
সঙ্গনেশায় কর্ম্মপ্রাণ,
দক্ষমাতাল পরাক্রমী
নয়কো যে-জন, দুঃস্থ টান । ৫৬।

সব কথাতেই হুঁ ক'রে যায়
ভক্তি বেড়ায় লাখে,

সার্থক সত্তা নয়কো তাহার
সব-কিছু তা'র বাক্-এ ।৫৭।

বৃত্তিনেশায় সৎলোলুপী
রকম যেথায় বিদ্যমান,
সন্দেহেতে দোদুলদোলা
দেখবে সেথায় কপট প্রাণ ।৫৮।

দুর্দ্দশাতে কাবু যখন
বৃত্তিও কাবু তা'য়,
বাঁচার টানে মানুষ তখন
বিধির পথে ধায়,
বিধির পথে পুষ্টি পেয়ে
চিত্ত সবল হ'লে
বৃত্তি-ধন্দার স্বার্থ নিয়ে
আবার ছুটে চলে,
এমনি ক'রে ওঠা-পড়ায়
মরণমুখে ধায়,
ইষ্ট-উৎসর্জ্জনে কিন্তু
সবই পাল্টে যায় ।৫৯।

প্রেষ্ঠস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাটি
পূরণ-গড়ন করার লাগি'
তাঁ'রই আদেশ নিতে যাওয়া
করার মুখে ছাইটি দেওয়া,
কপট করার কথার ভাঁওতায়
লোক-দেখান অনুরাগী ।৬০।

বাধাতে যা'র প্রাণের আবেগ
মুষড়ে ভেঙ্গে ফেলে,
অভীষ্ট তা'র কৃতীর আসন
ছেড়ে হ'টেই চলে ।৬১।

বাধা-বিপাকে অবশ-কাবু
অতিক্রমে ধায় না,
চাওয়াটা তা'র বিলাসিতার
আসলে সে চায় না ।৬২।

প্রেষ্ঠী-ঝোঁকটি রোধে যা'তে
সেই টানই প্রবল,
প্রেষ্ঠ-নেশা অন্তরে তোর
তা'র কাছে দুর্ব্বল;
তাইতে রে তোর করার পথে
অত দেখিস্ বাধা,
প্রেষ্ঠস্বার্থী তপটি যে তোর
শুধুই মনের ধাঁধা ।৬৩।

অন্যেরে হাত করতে গিয়ে
তোরেই তা'দের হাতে নোয়ালি,
প্রেষ্ঠনিষ্ঠা বলি দিয়ে
নেংটি-ঘটি সব খোয়ালি ।৬৪।

আপন বেলায় সব চলে তোর
প্রেষ্ঠে দিতে আটিকুটি,
উন্নতি তোর পথ হারাল
পাওয়ায় পথটা দিলি লুটি' ।৬৫।

প্রেষ্ঠটানের বগ্‌বগানি
লোক-ঠকান চাল,
ওই ক'রে তাঁ'র লুটলি কত
করলি রে পয়মাল ।৬৬।

হৃদয়-মনে নয়কো সজাগ
সিদ্ধান্তে শিথিল যে,

হৃষ্ট-ত্বরিত নয়কো কাজে
ক্ষীণ অনুরাগী সে । ৬৭।

বুঝলি কত ঝাঁকলি মাথা
সাধুবাদেই মত্ত র'লি,
ন্যাংটা-কুটিল! ধরলি নাকো
ফাঁকা চালটি ধ'রেই ম'লি । ৬৮।

বিশেষণের বহর দিয়েই
ভুলাবি ভগবান,
বেকুব তিনি তোরই মত
ভাবিস বুদ্ধিমান!
দিবিনে কা'রও, ঠকিয়ে নিয়ে
করবি উপভোগ,
কুফল পেলে গলা টিপে
দিবিই অনুযোগ;
ওইটি ক'রেই রেহাই কিন্তু
পাবি না কিছুতে,
ভাল করায় ক'রে আহরণ
উজাড় ক'রে দে । ৬৯।

জোর ক'রে কেউ কোনদিনই
টান ধরাতে পারে না,
বিবশ-বিহ্বল করতে পারে
যাদু তুক্‌টি যা'র চেনা,
টানের পোষণ না জুগিয়ে
ধাপ্পা মেরে বশ করে—
মগজ-কণা অবশ ক'রে,
হতবুদ্ধি তা'য় মরে । ৭০।

প্রিয়-দরদ চিত্তে বিঁধে
বিষিয়ে ওঠেনা বুকটা,
উপেক্ষাতে উড়িয়ে দেয়
করতে দোহন সুখটা;
নিজের বেলায় একটু ঠোক্কর
ঝঞ্ঝাবায়ুর সৃজন করে,
প্রিয়প্রেমের দহন-ভানে
প্রতিশোধের বায়না ধরে;
এমন প্রেমিক দোস্তপানায়
গলায় দড়ি সর্ব্বনাশ,
যত পারিস্ দূরেই থাকিস্
থাকতে হ'লে এড়িয়ে ত্রাস । ৭১।

মন-চাহিদায় কপাট দিয়ে
ভাব-আবেগে অন্য কয়—
নিয়ত্‌দেবী সেই কপটের
চাপা যা' তা' দীপিয়ে লয় । ৭২।

পুরুষ পেলি ধরল না মন
বিয়ে করলি তবু,
পরাক্রমহীন বৃত্তিটানে
হ'লি জবু-থবু;
মনের বরণ হ'ল না তোর
বরণ করলি শরীরটা,
নিলাজ-কপট বেকুব-চালে
জ্বালিয়ে দিলি সংসারটা;
কপট টানে লাই দিয়ে তুই
করলি যেমন ঘোরাল পাপ,
অন্যেরে তুই মারলি যেমন
সইতে হবেই জ্বলন-তাপ । ৭৩।

বাসলি যা'রে ভাল রে তুই
তা'রে কিন্তু মিলল না,
অন্য নিয়ে সেই উপভোগ
পেতে করলি কল্পনা;
তা'র পাওয়া তোর চাওয়া নিয়ে
মনটি হ'ল জটিলা,
বিকৃত তোর টানটি হ'ল
গতিই হ'ল কুটিলা । ৭৪।

বাসতে ভাল এসে রে তুই
বাসলি ভাল কা'রে,
প্রতিদানেও তাই পাবি তুই
মজলি নিয়ে যা'রে । ৭৫।

প্রেষ্ঠ-স্বার্থ-বিমুখ কথন
তেমনি আচার-ব্যবহার,
সন্দীপনী সেবায় ত্রুটি
করেই প্রিয় পরিহার । ৭৬।

# সংজ্ঞা

চরিত্র বলে কা'রে—
নিষ্ঠা-নেশা-প্রত্যয় যা'
চালায় জীবনটারে । ১।

রিপু মানেই সেই বৃত্তি যা'
বাঁচা-বাড়ার হয় বাধা,
ইষ্টস্বার্থী যে-সব বৃত্তি
বৃত্তি হ'লেও কাটায় ধাঁধাঁ । ২।

চিত্তে যাহা গুপ্ত থাকে
চিন্তাতে তা' ব্যক্ত হয়,
গুপ্ত-সুপ্ত ভাব-বিচরণ
পারম্পর্য্যে মনন কয় । ৩।

শরীর-মনটি যখন যা'তে
বিষাদে বেহাল হয়,
অশুচিতা তা'কেই বলে
অশৌচ তা'তেই রয় । ৪।

বৃত্তি-বাধা-নিরোধ যত
হয় যাঁহারই অবসান,
জীবন-চলন আপনি যবে
স্বতঃই ওরে বয় উজান,

অপ্রাকৃত তাঁ'কেই জানিস্
কস্‌রৎ করা নাই সেখানে,
অপ্রাকৃত ব'লেই তখন
সুধীজনে তাঁ'য় বাখানে ।৫।

স্বভাব, সত্য, জীবন যা'তে
বোধে উছল করে,
মানুষ-প্রাণে সমবেদনায়
উতাল ক'রে ধরে,
সেই তুক্‌কেই কলাবিদ্যা
ব'লেই জানিস্ ওরে,
এ যা'তে নয়, বাতুল বকায়
লোককে বাতুল করে ।৬।

বৈশিষ্ট্যে যা' লুকিয়ে থেকে
চরিত্রকে চালিয়ে নেয়,
সেইটেই তো পুরুষকার
অর্জ্জনে যা' এগিয়ে দেয় ।৭।

তা'কেই বিধি কয়—
যে-রকমে যে-সময়ে
যা' করলে যা' হয় ।৮।

নিরুদ্ধ রয় মনে যা' তোর
তলিয়ে অপঘাতে,
আড়াল থেকে অজ্ঞাতে তোর
ডাইনী-দক্ষ হাতে
অবসাদ বা উত্তেজনায়
স্বভাব করে দাস,
ঐগুলোকেই জেনে রাখিস্
জীবের অষ্টপাশ ।৯।

সাধু বলি তা'রে—
সুকর্ম্মে যে নাছোড়বান্দা
পিছোয় না যে ডরে । ১০।

অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম্ম ব'লে জানিস্ তা'কে । ১১।

ধর্ম্ম বলে তা'য়—
নিজের বাঁচা বাড়ায় যা'তে
অন্যে যোগান পায় । ১২।

যে আচরণ, বাক্য, কর্ম্ম
বাঁচাবাড়ার উৎস হয়,
তা'কেই জানিস ধর্ম্ম ব'লে
নইলে ধর্ম্ম কিছুই নয়। ১৩।

বাঁচা বাড়ার অপলাপ
যা'তে করে তা'ই পাপ । ১৪।

বাঁচার যা'তে অপচয়
তা'কেই লোকে পাপ কয় । ১৫।

বাঁচা বাড়ার অহিত আনে
মিথ্যা তা'রেই কয়,
অহিত-ভরা যথার্থবাদ
সেও সত্য নয় । ১৬।

সত্য তা'রেই কয়—
যা' হ'তে তোর বাঁচা বাড়ার
হ'য়েই থাকে জয় । ১৭।

মিথ্যা কা'রে কয়?
বাঁচা বাড়ার উল্টো চলায়
আনেই যা'তে ক্ষয় । ১৮।

সৎকর্ম্ম তা'কেই বলে
ব্যষ্টিসহ সমষ্টিকে,
বাঁচা বাড়ায় পুষ্ট ক'রে
ন্যায়তঃ নেয় বৃদ্ধি-দিকে । ১৯।

বাঁচা বাড়ার অভ্যুত্থানে
দীপ্ত চলায় চলে,
এই চলনে চলাকেই
ব্রহ্মচর্য্য বলে । ২০।

বৃদ্ধি-সেবায় আত্মনিয়োগ
হৃদয় পূর্য্যমাণ,
তা'রেই তো কয় ব্রহ্মচর্য্য
যা'তে বীর্য্যবান । ২১।

সৃষ্টি-নিয়ম সেজেগুজে
নানান্ পরিণতি
নিয়ে চলে কতই ধাঁজে
ধরে কতই গতি,
বোধে এলে সামঞ্জস্যে
পরিণামটি আনি'
বলতে পারে অনেক কথা—
তাই ভবিষ্যবাণী । ২২।

ভরদুনিয়ার যতেক জানা
একে সার্থক হয়,
পর্য্যায়ে ওঠে গেঁথে যেথা তা'
বিশ্ববিদ্যালয় । ২৩।

সম্বেগ যাহাতে কর্ম্মেতে ফুটে
দিয়ে আনে প্রাণে বর্দ্ধনা,
করে সিদ্ধিদান সেই অনুষ্ঠান
লোকে তা'কে বলে দক্ষিণা । ২৪।

গোত্র মানে বংশ বুঝিস্
একেই রেতের মূর্ত্তধার,
পারম্পর্য্যে বহুরূপে
অমর-চলায় চলন তা'র । ২৫।

শিল্পী কা'রে কয়?
এমন ছাঁদেই মূর্ত্ত করে—
চিৎএ সম্বেদয় । ২৬।

গুণপনায় মুগ্ধ হ'য়ে
বাখান করায় কয় স্তুতি,
বাগিয়ে নেওয়ার প্রত্যাশাতে
খোসামোদই হয় দূতী । ২৭।

সত্তা যখন গুণ ছাপিয়ে
গুণ বিনিয়ে করে কাজ,
গুণাতীতের সেই প্রকৃতি
সেইতো জানিস্ গুণীর রাজ । ২৮।

শ্রদ্ধা-অবশ আতুর-শোকে
বৃদ্ধি-তরে করলে দান,
তৃপ্ত ক'রে প্রীত হওয়া
তা'কেই ও তুই শ্রাদ্ধ জান্ । ২৯।

স্মৃতির লেখা বোধগুলি তোর
চলার পথে মিলিয়ে নিস্,

তা'কেই বলে বিচার করা
বিচার-বুদ্ধি তাই জানিস;
বোধগুলি সব ক্রমান্বয়ে
করতে কাউকে সমর্থন,
জুড়ে-তেড়ে গুছিয়ে নিয়ে
করেই যখন সমীক্ষণ—
তা'কেই জানিস্ যুক্তি ব'লে
ন্যায়ের পথে চালায় সে,
ন্যায়-ভাবটি যাহার যেমন
তেমনি যুক্তি পায় সে । ৩০।

ভোগের তরেই ত্যাগ প্রয়োজন
অভীষ্ট-লাভ ভোগ,
ত্যাগের তরে ত্যাগ করে যে
ত্যাগ তাহারই রোগ । ৩১।

নিয়ম যখন শৃঙ্খলতায়
বাঁচায়-বাড়ায় উচ্ছলা,
সেইতো ন্যায়—আইনই তাই,
নয়তো শয়তান সচ্ছলা । ৩২।

কিসের লাগি' কী-ই বা পেতে
কেনই কী কাজ করছে কে,
এই না জেনে নিন্দা করে
ধৃষ্ট-স্বভাব পিশুন সে । ৩৩।

অস্তিত্বে তোর উপ্‌চে থেকে
যে-ভাব চলে রাত্রিদিন,
চিন্তা-চলন কর্ম্মেতে যা'
ঠিক্‌রে করে সব রঙ্গীন,
অধ্যাত্মভাব তা'কেই বলে
অভিজ্ঞতা তদনুরূপ,

ওরই জোরে মানুষ চলে—
কেউ বা চামার, কেউ বা ভূপ । ৩৪।

কর্ম্ম ক'রে যাহা পাও
ইষ্টকাজে যদি দাও,
দিয়ে হ'লে ধন্যভাগ্—
তবেই কর্ম্মফলত্যাগ । ৩৫।

আবেগভরা উদ্যত যা'
ঊর্দ্ধ নেশায় চলে,
দক্ষ-কুশল সাহসিকতা
বীর্য্য তা'কেই বলে । ৩৬।

সন্ধিৎসাটি চালিয়ে ধী-এর
তুকটি ক'রে উপার্জ্জন,
থাকবি-চলবি যেখানেই তুই
বুঝতে পারবি তাই তখন,
সর্ব্বজ্ঞতার ধাঁজটাই এই
বীজাকারে অন্তরে রয়
আবহাওয়াতে গজিয়ে ওঠে
বীজটি কভুই ব্যর্থ নয় । ৩৭।

প্রেষ্ঠ-বাঞ্ছা ইচ্ছা হ'য়ে
দক্ষ-পূরণ উচ্ছলে
চালায় যাহার সব প্রবৃত্তি—
সেই তো সাধু সচ্ছলে । ৩৮।

আবেগভরা প্রেরণাটি
ফেঁপে তুললে মন,
প্রথম যখন হবে তাহার
কর্ম্মে বিনয়ন,

প্রেষ্ঠ-লাগি' নিবেদন তোর
হ'লেই জানিস্ তা'য়,
সেই কাজেরই সেই দক্ষিণা
দক্ষতা তা'য় পায় । ৩৯।

সব প্রবৃত্তি রত থাকে
ইষ্টকার্য্য ল'য়ে,
সেই সন্ন্যাসী, সেই তো যোগী—
কাল নত যা'র ভয়ে । ৪০।

প্রেমী কা'রে কয় শুনবি ওরে?
শোন্‌রে প্রেমী সেই—
নিজের স্বার্থ উজাড় ক'রে
প্রেষ্ঠস্বার্থী যেই । ৪১।

প্রত্যয়েরই প্রেরণাটি
অভ্যাসেতে জ্ব'লে,
ব্যবহারে উঠলে ফুটে
চরিত্র তা'য় বলে । ৪২।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা
কয় কা'রে তা' বুঝিস্,
বিদ্ধ অসৎ সদ্‌বেধনে
তুলে যখন ফেলিস্ । ৪৩।

সার্থকতার নিয়ন্ত্রণে
চলছে অবিরল,
সব-কিছুতে লক্ষ্য ঋজু
সেই তো সরল । ৪৪।

যা'-কিছু সব ভরদুনিয়ার
অর্থমালা নিয়ে,

সেই ভগবান্—সার্থকতায়
দাঁড়াস্ যাঁকে দিয়ে । ৪৫।

লোক-বিশেষের বিশেষ পূরণ
সেই স্বাভাবিক সাম্য ধরণ । ৪৬।

তাহাই জানিস্ ন্যায়—
হিংসা-পাতন বিফল ক'রে
সত্যে নিয়েই যায় । ৪৭।

যা' পেয়ে যা'র সঙ্গ ক'রে
চর্চা ক'রে যা'র,
হিত-প্রেরণায় উন্নত হয়
সাহিত্য সেই সার । ৪৮।

শ্রেয়ের নেশায় নিজে চলে,
অনুরক্তে অনুক্ষণ
চালিয়ে সুফল সুবোধ দানে,—
সুধী তাঁ'রেই শ্রেষ্ঠ ক'ন । ৪৯।

মিত্র জানিস্ সেই—
না ডাকলেও তুই, শত্রুরে তোর
দলন করে যেই । ৫০।

আত্মীয় তা'রে কয়—
স্বার্থতে তোর অটুট দাঁড়ায়
বিপদ্‌কালে বয় । ৫১।

শত্রু তা'রেই কয়—
উন্নতিরে হিংসা ক'রে
আনেই পতন-ক্ষয় । ৫২।

ইষ্টস্বার্থে চিন্তাই ধ্যান
প্রজ্ঞা-প্রতীতি জন্মে,

এই পথেতেই সিদ্ধি আসে
অনুভূতি হয় কর্ম্মে । ৫৩।

দু'কুল-দোলা মনটি থেকে
প্রশ্ন-শূন্য হয় যখন,
বিশ্বাস বলে তা'কেই জানিস্
অচ্যুত মন হয় তখন । ৫৪।

পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল
চরিত্রে যা' ব্যক্ত,
তা'কেই জেনো দৈব বলে
যা'তে তুমি রক্ত । ৫৫।

জানার পাল্লা ছাপিয়ে ব'য়ে
কৃতকর্ম্মফল
যে রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে—
অদৃষ্ট তা'য় বল্ । ৫৬।

বাঁচা-বাড়ার নিখুঁত জ্ঞান যা'
কুড়িয়ে নিয়ে ঋষি যাঁরা,
সাজিয়ে তাঁ'রা পথ করেছেন
সহজ যা'তে চলার ধারা;
যা'র পালনে শাসন-সেবায়
উন্নতিতে ধায় জনপদ,
তা'কেই জানিস্ শাস্ত্র ব'লে
ভরদুনিয়ায় ঐ সম্পদ । ৫৭।

দয়া আনে রক্ষা জীবের
রক্ষাকেই দয়া কয়,
জীবন দিয়ে পালবি দয়া
ভগবান্ দয়াময় । ৫৮।

বৃত্তি-আঠায় লেপ্‌টে থাকে
ছোট্ট হৃদয়খান,
জীবকোটি তুই তা'রেই জানিস
অজানাতেই স্থান । ৫৯।

প্রেষ্ঠনেশার অটুট টানে
বৃত্তি-সমাহার,
ঈশ্বরকোটি তাঁ'কেই জানিস্‌
শ্রেষ্ঠ জনম তাঁ'র । ৬০।

যুগপুরুষ জন্মসিদ্ধ
মন্ত্রপ্রতীক তিনি,
সিদ্ধগুরু তাঁ'কেই বলে
সাধনসিদ্ধ যিনি । ৬১।

অভীষ্টটি পাওয়ার পথে
কথায়-কাজে বিনিয়ে চলা,
তা'রেই জানিস্‌ প্রার্থনা কয়
প্রার্থনা নাম তাইতে বলা । ৬২।

করতে গিয়ে সপর্য্যায়ে
যেমনই যা' করতে হয়,
তেমনি করা দাঁড়িয়ে যা'তে
প্রাজ্ঞ তা'কেই সবাই কয় । ৬৩।

পৃথক যা' তা' তেমনি থেকে
একীভূত যে বোধটি পেকে,
বৃহৎ-জ্ঞানে হয় আসীন—
তখনই তো ব্রহ্মে লীন । ৬৪।

পৃথক থেকেও একীভূত
তা'কেই বলে ব্রহ্মীভূত । ৬৫।

প্রেষ্ঠ-চিন্তা, তাঁ'র চাহিদা
প্রাণভ'রে যা'র থাকে—
পূরণ-প্রয়াস আবেগ নিয়ে
ধ্যানীই বলে তা'কে । ৬৬।

বৃত্তিগুলি জেনেশুনে
সমাবেশ আর সমাধানে,
ইষ্টস্বার্থে সার্থকতায়
গুছিয়ে আনেন ইষ্টটানে;
দর্শন যাঁ'র এমনতর
অমনতর নিয়ন্ত্রণ
ঋষি ব'লে তাঁ'কেই জানিস্
মন্ত্রদ্রষ্টা তিনিই হ'ন । ৬৭।

জন্মগত সংস্কার সব
লুকিয়ে থাকে অন্তরে,
চরিত্রেতে ফুটলে তা'রা
দুনিয়া তেমন নেয় ধ'রে;
তা'কেই জানিস্ দৈব ব'লে
সুপ্ত উপ্ত ক্ষমতা রে,
ব্যক্ত হ'লে পুরুষকার
রাখিস্ পালিস্ ঠিক তা'রে । ৬৮।

জীবন যা'তে সুস্থ-স্বস্থ
সব অবস্থায় সহজ থাকে,
সেই ক্রিয়াতেই প্রাণের আয়াম
প্রাণায়াম তাই বলে তা'কে । ৬৯।

বৃত্তিজাত লোভ যখনই
অসৎরোখে বেচাল ধায়,
ফিরিয়ে তা'রে সৎ-এ লাগাস্—
প্রত্যাহারই বলে তা'য় । ৭০।

স্বতঃপূর্ণ সংক্ষেপী যা'
ফুটিয়ে তোলে মন্ত্রণা,
গজিয়ে তুলে উৎসে ধাওয়ায়
তাহাই কি বীজমন্ত্র না? ৭১।

মনন-জ্ঞানে সম্ভাবনে
অর্চ্চনায় তা' ধরি,'
অজানা যা' জানায় এনে
মানে নিশ্চয় করি',
বস্তুনিহিত তত্ত্ব-মন্ত্র
দর্শনে ফুটে ওঠেই যাঁ'র,
মন্ত্রদ্রষ্টা তিনিই ঋষি
অন্ধতমের তিনিই পার। ৭২।

যে-অবস্থায় পড়ুক নাকো
স্বল্পায়াসে হয়ই জ্ঞান,
জন্মসিদ্ধির লক্ষণই এই
স্বভাবগত সহজ ধ্যান। ৭৩।

যোগ-তপস্যা সাধনে সিদ্ধ
কৃপাসিদ্ধও হয়,
সিদ্ধ হ'লে মন্ত্রশক্তি
তবেই উপজয়। ৭৪।

অনুরাগের অটুট আলোয়
চলেই ইষ্টযাগে,
সেইতো হ'ল আসল যোগী
যোগীই বলে তা'কে। ৭৫।

বীর্য্য-শ্রী-যশ-জ্ঞান-বৈরাগ্য
ঐশ্বর্য্য সব দীপ্ত যেথায়,
যে-প্রতীক ঐ সকলই
বিকিরিত হয় প্রতিভায়,

যা'-কিছুরই পূরণপুরুষ
সেইতো জানিস্ ভগবান,
পুণ্যশ্লোকী মূর্ত্তিটি সেই
সব যা'-কিছুর শ্রেষ্ঠ স্থান । ৭৬।

সুখই আসুক, দুঃখ আসুক,
আপ্রাণতা অটুট বয়,
বিকারহারা সেই মানুষে
লোকে নির্ব্বিকার কয় । ৭৭।

বাক্য-মনের ওপার যিনি
ভাববোধনা বাক্যে যাঁ'র,
নিকাশ-প্রকাশ যায় না করা
প্রাণের সাড়াই বোধ যাঁহার,
"অবাঙ্মনসো গোচরম্"
ব'লে বাখানে ঋষি যাঁ'রা,
প্রাণেই দীপ্ত তাঁ'র প্রতিভা
আসীন প্রাণে তাঁ'রই ধারা । ৭৮।

কোনও একের অটুট নেশায়
বুকের টানটি উঠলে ফুটে,
স্বার্থ ক'রে তা'কেই যখন
আপন স্বার্থ দেয় রে লুটে,
ঐ যে প্রাণের আবেগটুকু
বুকভরা তোর হৃদয়কাড়া,
যোগ ব'লে তুই তা'রেই জানিস্
ওর চেয়ে নেই শক্তি বাড়া । ৭৯।

আত্মাতে যে সৃষ্টি-ধারা
সূক্ষ্ম স্থূলে বয়,
আধ্যাত্মিক জগৎ তা'কেই
সুধীজনা কয় । ৮০।

কলুষহারা অস্তিবোধ
বৃত্তি-রংএ রঙ্গীল নয়,
সত্ত্বগুণী তা'কেই বলে
সুধীজনা এইটি কয় ।৮১।

পদার্থটি যা'কে ধ'রে
ঘনীভূত রয় মূর্ত্তিমান,
ঘনরূপী জড় তা'রে কয়
চেতনসত্তা তাহার প্রাণ ।৮২।

ইষ্টস্বার্থে সেবার সাথে
কর্ম্ম-পথটি ধ'রে,
ভাবা-করার সঙ্গতিতে
জ্ঞান আহরণ করে,
ভক্তি-জ্ঞানের সমাহারে
সার্থকতায় চলে,
তাইতো হ'ল রাজবিদ্যা
রাজযোগই তা'য় বলে ।৮৩।

জৈবীখোলস প'রে যখন
বৃত্তি নিয়ে আত্মা র'ন,
বাঁধন-ঘেরা সেই সত্তাই
জীবাত্মাতে ব্যক্ত হন ।৮৪।

বৃত্তিবাতুল ঘোরাল চিন্তা
হ'য়ে মননপ্রাণ
নিয়ন্ত্রণ সামঞ্জস্যে করে
পর্য্যায়ে সমাধান,
আনলে তাহা একীকরণে
কেন্দ্র-সার্থকতায়,
তা'রেই জানিস্ আসলভাবে
সমাধি বলে তা'য় ।৮৫।

একটি চেতন আপনধাঁজে
নানান্ রূপে চলেছে ব'য়ে,
নিরন্তর সে অথাম চলা
রকমে রকম যাচ্ছে হ'য়ে,
নিজেরই নানান হওয়ার তালে
একে অন্যের সংমিশ্রণে,
চলছে হ'য়ে যাচ্ছে ব'য়ে
সুধী আত্মা তা'রেই গণে । ৮৬।

ইন্দ্রিয় যবে চেতনরাগে
সূক্ষ্ম সাড়া বয়,
অতীন্দ্রিয় তা'কেই বলে
এ ছাড়া কিছু নয় । ৮৭।

ক্ষয়ের সাথে হয় যেখানে
ক্ষর পুরুষ তা'য় বাখানে । ৮৮।

হ'য়ে যাহার নাইকো ক্ষয়
অক্ষর পুরুষ তা'রেই কয় । ৮৯।

ক্ষয়ের সাথে হ'লেও যিনি
খোয়ার-হওয়ার পার,
ক্ষরাক্ষরের অতীত পুরুষ
তিনিই সবার সার । ৯০।

লোক-মঙ্গল হয় যাহাতে
বাঁচা-বাড়ায় থাকে,
সত্য ব'লে তা'রেই জানিস্
সৎ-ই বলে তা'কে । ৯১।

বাস্তবে রয় ক্রমবিকাশ
যথার্থ তা'র থাকে,

মিথ্যা যা' তা' সত্তাহারা
যতই বাড়াও তা'কে । ৯২।

যুগগুরু আচার্য্যগুরু
কিংবা শ্রেষ্ঠজনের মান
হেলা-ফেলায় যে-ই ভাঙ্গুক—
ম্লেচ্ছই তা'র ইতর প্রাণ । ৯৩।

গোলাম-বুদ্ধি তাই—
স্বার্থে হুকুম তামিল ছাড়া
প্রাণ-প্রেরণা নাই । ৯৪।

অহং যখন অহংকারে
অন্যে ক'রে বিমলিন,
ইতর রঙ্গিল অহং ব'লে
জানিস্ তা'রে নিত্যদিন । ৯৫।

ক্ষমতা লভিয়া মানুষ যাহারা
তৃপ্তি-বর্দ্ধনে করে না ত্রাণ,
মরণের দূত জানিস্ তা'রাই
শয়তানপ্রিয় ছোট শয়তান । ৯৬।

আদর্শে তোর মুষড়ে দিয়ে
যবেই স্বার্থ-অনুগামী,
ক'রে পাওয়ায় অন্ধ-অবশ
নিছক জানিস্ তাই গোলামি । ৯৭।

নিরোধবৃত্তি যা' আছে তোর
পাশ তা'রে কয় বুঝিস্,
ঐগুলিতে স্বভাব মাটি
প্রাণ ফোটে না জানিস্;
প্রবৃত্তি-পাশ আটভাবেতে
ছেঁদেই রাখে জৈবীগুণ,

ঘৃণা-লজ্জা-মান-অপমান
মোহ-দম্ভ-দ্বেষ-পৈশুন । ৯৮।

কু-আচারী চলন যা'দের
অসৎ কথা কয়,
বাঁচা-বাড়ার উল্টো নীতি
ম্লেচ্ছ তা'রাই হয় । ৯৯।

পূর্ব্বঋষি মানে না যা'রা
জানিস্ নিছক ম্লেচ্ছ তা'রা । ১০০।

ভূতের মতন বৃত্তি চেপে
করলে অসাড় শূন্য,
ওকেই বলে নিছক জানিস্
গ্রহেরই বৈগুণ্য । ১০১।

উৎসহারা বেকুব-পারা
অধঃপাতী রীতি,
তা'কেই জানিস্ অসুর বলে
বাঁচা-বাড়ার ভীতি । ১০২।

দৈন্যে ভরা ইতরমন
পরের ভালয় কাতর হয়,
পরশ্রীতে সঙ্কোচ আনে
পরশ্রীকাতর তা'রেই কয় । ১০৩।

গাছে তুলে মইটি কাড়ে
দান ফিরিয়ে লয়,
ইতর-হৃদয় সেই পিশাচে
দত্তহারী কয়। ১০৪।

বাঁচা-বাড়ার নীতি নিয়ে
ইষ্টে থেকে অধিষ্ঠান,

সেই নীতিতে পরিস্থিতির
তুলেই ধরে মনপ্রাণ,
যাজক জানিস্ তা'কেই বলে
ইষ্টস্বার্থী প্রাণের টান,
হৃদয়-ভরা পরাণ-কাড়া
তাহার সেবার অভিযান ৷ ১০৫৷

পথের খবর দিয়ে সবায়
উপদেশ আর সেবার টানে,
দিশাহারা জীবন-পথে
আশার আলো জ্বালিয়ে প্রাণে,
আদর্শেতে যুক্ত ক'রে
উচ্ছলতায় ধ'রে তোলে,
অধ্বর্য্যু নাম তা'রই জানিস্
পথে যুক্ত করে ব'লে ৷ ১০৬৷

জনপদের প্রত্যেকেরই
ইষ্টাপূত ঋদ্ধিপথে,
সেবার ডাকে বিষাণহাঁকে
কৃষ্টিবাণীর অমর রথে;
স্বস্ত্যয়নী বর্ম্ম পরি'
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি,
আয়ুধ ধরি' অবাধ চলায়
চালায় যে-জন লোকপ্রকৃতি;
দুঃখ-দৈন্য আহব জয়ে
জীবন-ডাকে ডাকে সবায়,
ইষ্টপ্রাণ চালক সাথী
ঋত্বিক্ সেই লোক-সহায় ৷ ১০৭৷

ইষ্টরাগে অটুট যিনি
সাধন-আচার-শীলবান,
আচার্য্যগুরু তিনিই জানিস্
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাবান ৷ ১০৮৷

পূরণ-গড়ন-প্রেক্ষী স্বভাব
সমব্যথী সঙ্গতি,
যজমানের হিতসাধনে
আগেই চলে যা'র গতি,
ব্রহ্মবেদী সংস্কারটি
জন্মগত স্বভাব যা'র,
ঋষিরেতের উৎসৃজনী
পরিণতি যে-সত্তার,
স্বভাব-সুলভ প্রজ্ঞজাতক
এমন যে সেই পুরোহিত,
বুকের লোহিত রক্ত দিয়েও
যজমানের করেই হিত । ১০৯।

ইষ্ট জানিস্ পুরুষোত্তমে
আসেন ধর্ম্মস্থাপনায়,
গুরু জানিস্ তাঁ'রই পার্ষদ
তাঁ'কেই বহেন দুনিয়ায় । ১১০।

পূর্ব্বতনী যুগপুরুষের
ক্রমবিকাশ পরিণতি,
আরোতরে উছল করে
জানিস্ যাহার সংহতি—
উপ্‌চিয়ে সে পূর্ণ করে
পূর্ব্বতনে স্তরে-স্তরে,
গজিয়ে ওঠে বিশ্বপটে
জনন-নীতি ধন্য ক'রে,
যেমন যুগে তেমন মানুষ
স্থিতির পূরণ গড়ন বয়,
উচ্ছলতায় চলেই চলে—
পূর্ণাবতার তাঁ'রেই কয় । ১১১।

# অনুরাগ

করবে দরদ যা'তে যেমন
　　মমতাও র'বে তা'তে তেমন । ১।

টানটি ধরে যেমন রূপে
　　সত্তারূপও বদলে চুপে । ২।

পারগতা দেখবি যা'তে
　　চাওয়ার টানটি জানবি তা'তে । ৩।

থাকতে পারিস্ যাই না ভুলে
　　চাহিদা-ঝোঁকও কম তা'র মূলে । ৪।

যা'র যেখানে বুকের টান
　　তেমনই তা'র করার প্রাণ । ৫।

পরাক্রমের জেল্লা যেমন
　　ভালবাসার রূপটি তেমন । ৬।

টান-চাহিদার
　　যেমনি চড়া,
সন্ধিৎসা তেমনি
　　তেমনি করা । ৭।

ভর-দুনিয়ায় যেই যা' করুক
　　ঠিক জানিস্ তুই থোক,

সব করারই মূলে আছে
প্রিয়-উপভোগ । ৮।

অভীষ্ট আর বৃত্তিপথে
যাহার যতই দ্বন্দ্ব কম,
সে-মানুষটি ততই সহজ,
আবোল-তাবোল তা'র খতম । ৯।

ভালবাসার টান—
কর্ম্মে আনে সবলতা
জীবনে উত্থান । ১০।

ভালবাসা বাধা পেলেই
নিবিড় পাওয়ায় উদাম ধায়,
এইটি জানিস্ লেখা আছে
ভালবাসার লক্ষণায় । ১১।

ভাবভক্তি-অপঘাতী
ভাবা-বলা-চলা,
সঞ্জীবনী শক্তিটিকে
আস্তাকুঁড়ে দলা;
নিছকভাবে বুঝে নিও
এই কথাটি সার,
ও হারালে থাকলো কী আর?
দুনিয়া অন্ধকার । ১২।

নিষ্ঠা-নেশা-প্রত্যয় কু
চরিত্র ধায় কু-পানে,
সুপ্রত্যয়ে নিষ্ঠা-নেশায়
চলে চরিত্র সু-টানে । ১৩।

ইষ্টপ্রাণ অনুরতির
সাম্যদীপ্ত নয় জীবন,

এমন জনার বিচার-বুদ্ধি
দোদুল দোলায় খায় দোলন । ১৪।

ঝোঁক যেখানে রত রে তোর
ইচ্ছাও তোর তাই করা,
পুনঃ পুনঃ তাই তা' করিস্
ঝোঁকেও আছে তাই ধরা । ১৫।

যে-প্রয়োজন মুখ্য রে তোর
অনুরাগ জানিস্ সেইখানে,
অনুরাগের লক্ষণই ওই
হীন অনুরাগ ওই বিনে । ১৬।

সঙ্গ, সেচন, পোষণ পেয়ে
সংস্কার যা'র যেমনি,
অনুরাগটি সেই ধাঁজেতে
বাস্তবে ধায় তেমনি । ১৭।

চিন্তা, কথন, করণ নিয়ে
অনুরাগী যেমন চলে,
তেমনি চিন্তা-কথন-করায়
অনুরাগও উচ্ছলে । ১৮।

মনের রোখটি যা'ই থাকুক না
একটুখানি এড়িয়ে গা',
কওয়া-করায় চলবি যেমন
ঝোঁক হবে তোর তদনুগা । ১৯।

অনুরাগটি যেমনতর
তেমনি মানুষ ধরে সে,
তেমনি তা'র চাল-চলন
বেড়ায়ও সে সেই বেশে । ২০।

ভাবা, কওয়া, করার আচার
হয় যেখানে যেমনই,
টান গজায় তেমনতর
স্বভাবও পায় তেমনই ।২১।

যা'র ইচ্ছা আর প্রয়োজনের
করতে পূরণ উতাল ধাবি,
সেই পথেতেই তেমনি ভাবে
গজিয়ে চলন স্বভাব পাবি ।২২।

যা'কে না পেলে যা'কে নিয়ে
অনায়াসে থাকতে পারিস্,
টান জানিস্ তুই সেইখানে তোর
প্রয়োজনে অন্যে ধরিস্ ।২৩।

বুক-ফাটান টান যেখানে
প্রাণ সেখানে ধায়,
তাহারই মন পেতে গিয়ে
তা'র ভাবই সে পায় ।২৪।

বাধা-বিপত্তি-অভাবপথেও
অভীষ্টেতে টান,
অতিক্রমি' দরদ-চলায়
তবেই ঋদ্ধিমান্ ।২৫।

বাধা-বিপত্তি-অভাবপথে
নিঝুম চাওয়া যা'র,
আকাশ-পাতাল হ'লেও দেওয়া
পাওয়া ঘটে না তা'র ।২৬।

দেখতে-শুনতে-কইতে কিছু
এসেই পড়ে প্রিয়র কথা,
চক্ষু সজাগ কানটি সজাগ,
সজাগ প্রাণের তোড়টি তথা;

প্রিয়র দরদ এমনি ক'রেই
দরদী ক'রে তোলে,
প্রিয়-হারা চায় না কিছু
টানটি ওরেই বলে । ২৭।

প্রেম-বকুনি লাখ বকিস্ না
অনুরাগ তোর সেইখানে,
যা'রই স্বার্থ মুখ্য রে তোর
বৃত্তি কাবু যেই টানে । ২৮।

সঙ্গগুণে সহবাসে
পোষণ পেয়ে টান গজায়
টানটি যাহার যেমন ভাবে
তেমনতরই রয় বজায় । ২৯।

বাগ্‌বিলাসী তাত্ত্বিকতায়
হয় না জানিস্ ঝোঁকের টান,
আগ্রহে দায়িত্ব নিলে
উপ্‌চে ওঠে তা'তেই প্রাণ । ৩০।

অনুরাগের টান ধরাতে
কাউকে তো কেউ পারে না,
টান ফোটে তা'র তেমনতর
যেমনটি তা'র কামনা । ৩১।

সম্বেগ আর লাগোয়া-ঝোঁকের
যেথায় যেমন আধিক্য,
কর্ম্মপটুতা দক্ষতারও
সেথায় তেমনি ঐক্য । ৩২।

ভালবাসায় চাহিদা-সিদ্ধির
যেমনই অভাব,
দোষ-নজরী খতিয়ানটির
স্বতঃই অপলাপ । ৩৩।

প্রবল টানে বৃত্তি কাবু
বৃত্তিকে চেনায়,
বিনিয়ে তোলে, রয় না বাঁধা
তা'র প্ররোচনায় । ৩৪।

একটি টানের ভাবায়-করায়
সার্থক পূরণ হয় যেথায়,
পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে
বন্ধুত্বটি গজায় সেথায় । ৩৫।

উচ্চে যা'রা সহজানত
তা'রাই শ্রেষ্ঠ-বংশজাত । ৩৬।

গুরুর টানে আপ্রাণতায়
কর্ম্মনেশা যেমনি হয়,
নির্ভরতা নিনড় পায়ে
তেমনি এসে গায় রে জয় । ৩৭।

বুকের টানটি উপ্‌চে যতই
পরাক্রমে বহমান,
ততই রে তোর হ'চ্ছে জানিস্
দুর্ব্বলতা ক্ষীয়মাণ । ৩৮।

ভালবাসা খাঁটি যখন
শুনবি তা'র কী লক্ষণা?
প্রেমাস্পদের অনাদরেও
মোটেই দুষ্ট ক্ষুব্ধ না । ৩৯।

প্রেমেই থাকে দক্ষতা আর
ক্ষিপ্র-নিপুণ সহজ জ্ঞান,
তা'রই ফলে মানুষ করে
বাস্তবতায় অধিষ্ঠান । ৪০।

খাঁটি চাওয়া হ'লে—
করার তালে পড়বি মেতে
কষ্ট যাবে চ'লে । ৪১।

হ'লে তুমি ইষ্টপ্রাণ
হবেই দক্ষ জ্যোতিষ্মান । ৪২।

বৃত্তিভেদী ইষ্টে টান
কর্ম্মে ফুটলে পরিত্রাণ । ৪৩।

আকাল-পাকাল থাক না যত
ইষ্টপদে থেকোই রত । ৪৪।

ইষ্টস্বার্থী যে হয়
ব্যর্থ পাওয়া তা'র নয় । ৪৫।

শক্তি যদি চাও—
ভক্তিটাকে অটুট ক'রে
দক্ষপথে ধাও । ৪৬।

আদর্শেতে আপ্রাণতা
উছল হবে যত,
শৌর্য্য-সাহস-সহিষ্ণুতা
উথলে উঠবে তত । ৪৭।

মাতৃসেবার অমোঘ টানে
চল্ ওরে তুই চল্,
থাকবি হ'তে বীর্য্যবান
পাবিই বুকে বল । ৪৮।

পিতামাতায় অটুট টান
পূরণপ্রবণ ঝোঁক,
সেই ছেলেই ভবিষ্যতের
মহান্ একটি লোক । ৪৯।

যে-ভাব-ভাষায় ভক্তিভরে
পিতায় করিস্ বর্দ্ধনা,
কর্ম্মে তাহা ফোটেই যদি
তবেই পিতার অর্চ্চনা । ৫০।

ছেলের নেশা মায়ের উপর
মেয়ের নেশা বাপে,
এমনতর ছেলেমেয়ে
নষ্ট পায় না চাপে । ৫১।

অনুরাগে বৃত্তি কাবু
মমতায় আত্মবোধ,
স্নেহে থাকে ভরণবুদ্ধি
প্রেমে তামাম শোধ । ৫২।

আগল-পাগল হাল-বেহালে
বেহদ্দ চাল যতই থাক,
সবই হয় তা'র সিধে-সটান
প্রেষ্ঠটানে লাগলে তাক্ । ৫৩।

আবেগভরা পরাণকাড়া
উৎস ধরা মন,
অনুরাগের অটুট ধারায়
উচ্ছল চলন;
ভক্তিযোগের সেই তো যোগী
বৃত্তিপূজায় বীতভোগী,
টান-প্লাবনে উতাল করি'
আনেই সন্দীপন । ৫৪।

আগুন-জ্বালা আবেগ যদি
বুকেই তোর থাকে,
এক চুমুকে করবি নিকেশ
চলার বাধাকে । ৫৫।

ভালবাসার ছোট্ট সাবুদ
আরও একটি লক্ষণা—
হাজার লোকই থাক না প্রিয়র
করুক না তা'র অর্চ্চনা,
না থাকলে সে, না দেখলে তা'র
কিছুতেই যেন চলছে না,
যতই বেকুব ঝোঁকটি ঐ তা'র
লাখ বোঝালেও বুঝছে না । ৫৬।

ভালবাসা গাঢ়-নিবিড়
প্রেষ্ঠস্বার্থী যত,
সমবেদনাও তেমনি গভীর
প্রকাশও তা'র তত । ৫৭।

ভালবাসায় দেখবি না তুই
বৃত্তিস্বার্থী টান,
না পাবি কভু দেখতে সেথায়
জ্ঞানটি শিথিল ম্লান,
রোগে-ধরা বাইটি সেথায়
খুঁজেও পাবি না,
ব্যাধির ছলে প্রেষ্ঠে ত্যক্ত
করতে দেখবি না । ৫৮।

প্রাণের টানটি উপ্‌চে উঠে
কথায় মূর্ত্ত হয়,
সেই প্রেরণাই সেবায় ফুটে
অভাব মুছে লয় । ৫৯।

বেশ ক'রে তুই খতিয়ে দ্যাখ্
চাস্ যা' বলিস্—চাস্ কিনা,
পাওয়ার চলায় বাঁধ ভেঙ্গে চল্
দ্যাখ্ ওরে তা' পাস্ কিনা । ৬০।

বিশেষ দেখে বিশেষেরে
বিশেষ পূরণ করতে পারা,
এইটি হ'চ্ছে সমানভাবে
ভালবাসার সত্যি ধারা । ৬১।

প্রেষ্ঠনেশায় বৃত্তিকাবু
সেই তো আসল টান,
সেই টানই তো ভালবাসা
শক্তি মূর্ত্তিমান । ৬২।

বাধার বিপাক-বিপত্তি ডাক
যতই কঠোর হো'ক,
অতিক্রমী গর্জ্জনী টান
থাকলে অটুট রোখ—
জ্ঞানের মুকুল হ'য়ে ও-সব
উথলে তোলে পাওয়ার বিভব
ফলিয়ে তুলে পাওয়াটাকে
আরোয় আনে ঝোঁক । ৬৩।

বৃত্তিভেদী শ্রেষ্ঠে টান
থাকলে আসে পরিত্রাণ,
যেমন ক'রেই পারিস্
যা' ক'রেই তুই থাকিস্
ঐটি ক'রেই চল্—
স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে ফাঁকি
শ্রেষ্ঠেই তোর স্বার্থ রাখি'
চল্ না ওরে অটুট হ'য়ে
পাবিই বুকে বল । ৬৪।

ভাব, ভক্তি, ভালবাসা
যতই বাধা পায়,
ততই তা'রা উচ্ছলতায়
শ্রেষ্ঠপানেই ধায় । ৬৫।

প্রয়োজনটি যেথায় তোমার
চল্‌ছ তুমি সেই টানে,
অনুরক্ত তা'তেই জেনো
হীন অনুরাগ আরখানে ।৬৬।

আদর্শে টান, কর্ম্মে পটু,
যত নীচই হো'ক,
উন্নতি তা'র হবেই হবে
পাবেই আলোক ।৬৭।

বুকচোঁয়ান মদির নেশায়
অবাধ হ'লি ইষ্টপ্রাণে,
স্বর্গ যে ওই আস্‌ল নেমে
বীণ-মৃদঙ্গী ধাতার গানে ।৬৮।

ইষ্টানুগ জীবের সেবা
ছাড়িস্ না রে জীবনভোর,
প্রেষ্ঠনেশায় বৃত্তিগুলি
বিনিয়ে গুটিয়ে আন রে তোর;
কর্ম্মপ্রাণ সাশ্রয়তায়
ইষ্টস্বার্থে আঁকড়ে ধর,
লক্ষ্মী এসে অঢেল চলায়
ফুল্লগানে দেবেই বর ।৬৯।

বৃত্তিভেদী অটুট টানে
চঞ্চলতা হ'লে স্থির,
শান্তি তখন নিবিড় হ'য়ে
আগলে তোরে রাখবে ধীর ।৭০।

ইষ্টে রেখো ভক্তি অটুট
শক্তি পাবে বুকে,
তাঁ'রই কর্ম্মে রাঙ্গাও স্বভাব
পড়বে নাকো দুখে ।৭১।

ইষ্টে যদি না র'ল ভাব
অভাব কি আর যায়?
ডাইনী অভাব নানান ধাঁচে
রক্ত চুষে খায় । ৭২।

ভাবীর সাথে না করলে ভাব
অভাব যাবে কিসে?
সব চাওয়াটাই ভাবহারা তোর
তাইতো হারাদিশে ! ৭৩।

যা'রাই জানিস্ প্রেষ্ঠনিদেশ
নয় পালনপর তৎক্ষণাতে,
নয়কো অবাধ ভক্তি তা'দের
বৃত্তি টানে আত্মঘাতে । ৭৪।

টানের ঝোঁকে করণ ফোটে
কৰ্ম্মে ফোটে টান,
কৰ্ম্ম-টানের সমাবেশে
স্বভাবগত প্রাণ । ৭৫।

যা'রেই ভালবাসিস্ না তুই
যেমন মনে যেমন প্রাণে,
প্রেষ্ঠ-প্রীণন না হ'লে তা'য়
ফেলবে নিয়ে কাল-তুফানে । ৭৬।

অভীষ্টতে টানটি যেমন
শ্রদ্ধা-আবেগ-নন্দনায়,
তেমন গভীর সুপ্ত গ্রন্থি
চেতনভূমে দীপ্তি পায় । ৭৭।

বৃত্তি যা'দের সমন্বয়ী
একনিষ্ঠ প্রাণে,
সার্থক-সেবা ভ'রে ওঠে
ধনসম্পদ-জ্ঞানে । ৭৮।

এক জনেরই তুষ্টি লাগি'
দশ হাতেতে দশটি দিক
সেবায় সফল সার্থক যে—
পূজেই তা'রে দিগ্‌বিদিক ।৭৯।

ইষ্টশাসন-ভর্ৎসনাতে
তৃপ্তিদীপ্তি যে-জন পায়,
বৃত্তিকাবু প্রেষ্ঠনেশায়—
শ্রেষ্ঠ সে-জন লক্ষণায় ।৮০।

ক্ষিপ্র-চতুর দক্ষ-নিপুণ
যেমন ইষ্টটানে,
বৃত্তিস্বার্থ হবেই মলিন
বজ্র-জীবন আনে ।৮১।

লক্ষ বাধা ডিঙ্গিয়ে চলে
প্রীণন-পোষণ বেগে,
সার্থকতায় বৃত্তি পাগল
রয় সেথা প্রেম জেগে ।৮২।

মুখ্য প্রিয়-প্রয়োজনের
আকর্ষণী মোহন টান,
লাট্টু-দোলে দোলায় মানুষ
প্রস্তুতও রয় তা'তেই প্রাণ ।৮৩।

ইষ্টস্বার্থী প্রভাব ভরা
কামকল্লোলী টান,
এমন টানই রঙ্গিল নেশায়
দীপ্ত রাখে প্রাণ ।৮৪।

ইষ্টটানের অমোঘ চলায়
দেখবে অনেক গ্রহের ফের,
খাবি খেয়ে পাল্টে গেছে
রেখে সৎ-এর ঝলক জের ।৮৫।

বৃত্তিগুলো ইষ্টঝোঁকে
ঐ স্বার্থেতে ছুটলে,
জীবন-জগৎ শৃঙ্খলাতে
বিন্যস্ত হয়, বুঝলে ? ৮৬।

তুই যেমনই যা' হ'স্ না—
ইষ্টস্বার্থী অবাধ টানে
পারবি না এমন পাস্ না ।৮৭।

প্রত্যয়েরই উদ্দীপনায়
আগ্রহেরই বেগে,
কর্ম্ম ফোটে কৃতিত্বতে
উন্নতি রয় জেগে ।৮৮।

বাধার নিরোধ যতই কঠোর
করুক না হয়রান,
প্রেষ্ঠে অটুট টান ও চলন
গায়ই জয়ের গান ।৮৯।

প্রিয়স্বার্থ-প্রতিষ্ঠাটি
যেমন কর্ম্মময়,
ভালবাসার সত্তাটিও
জানিস্ তেমনি হয় ।৯০।

বৃত্তি কাবু, সুখ উপজয়
যেমনতর যেই টানে,
ভালবাসাও কর্ম্মমুখর
তেমনতর সেই প্রাণে ।৯১।

সৎ-অসৎ তুই যা'ই করিস না
থাকলে মূলে ইষ্টে টান,
সব কেটে তুই উঠবি ফুঁড়ে
পরবি মুকুট সুমহান ।৯২।

প্রেষ্ঠনিদেশ বাস্তবেতে
ত্বরিতভাবে মূর্ত্তি দেও,
এটাই এক পন্থা শুধুই
ঊর্জ্জা ও প্রেম বাড়িয়ে নেও ।৯৩।

প্রেষ্ঠে যদি থাকে কা'রও
দরদভরা বুকের টান,
চিন্তাকর্ম্মে শ্রেষ্ঠ চলায়
হবেই হবে বর্দ্ধমান ।৯৪।

সব প্রবৃত্তি ন্যস্ত যাহার
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায়,
উন্নতি তা'র সদাই চলে
নিত্য নূতন চলৎপায় ।৯৫।

প্রত্যয়েরই অমোঘ টানে
বিবেক ফুঁড়ে কাজ,
বাস্তবতায় না গজালে
রুখবে কে তোর লাজ ? ৯৬।

টান কেমন তা'র সাক্ষী হ'ল
পূরণ-প্রবণ দান,
কপট পীরিত চায়ই কেবল
করেই অভিমান ।৯৭।

সংস্পর্শেতে কেহই যাহার
প্রেষ্ঠে যুক্ত হয় না যখন,
প্রেষ্ঠে টানটি শিথিল তাহার
দৃঢ়প্রত্যয় নয়কো সে-জন ।৯৮।

পতিব্রতা পত্নী যেমন
নষ্ট নাকাল হয় না,
ইষ্টনিষ্ঠাবানেও তেমনি
পাতিত্যতে পায় না ।৯৯।

প্রকৃত টান যেথায় জানিস্
সেই হবে তোর অর্থ,
কর্ম্মে সেটি ফুটেই বেরোয়
পাওয়া করে না ব্যর্থ । ১০০।

সার্থকতায় তৃপ্ত হ'য়ে
দীপ্ত যাঁকে দিয়ে,
অবশতায় মুষড়ে যাবি
তা' হ'তে তুই নিয়ে । ১০১।

একমুখতায় হৃদয় যখন
অবাধে হয় বাধ্য,
বৃত্তিবাধা বিনিয়ে চলে
তাই জীবনের সাধ্য । ১০২।

দুঃখ-আঘাত-অভিঘাতে
স্বার্থে-সুখে কি সম্পদে
ইষ্টস্বার্থী ঝোঁক-সমতা
যেমনই তোর নড়ল,
বৃত্তিবাগী চরিত্র তোর
তেমনি চলন-বলনে ভোর
প্রলোভন বা বিক্ষেপণের
খিদ্‌মতেতেই পড়ল । ১০৩।

ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপ্রাণ
যাই কেন না হোক,
সবার ভিতর চলবেই তা'র
ঐ মাতালী ঝোঁক
যা-ই করুক আর যেমনই চলুক
যতই করুক দুশমণি,
নরক তাহার স্বর্গ হ'য়ে
গায় চিরদিন বন্দনী । ১০৪।

সুখ-অভ্যাসী কষ্ট-ভয়ে
প্রিয়-প্রীণন পারলি না !
প্রিয়তে প্রাণ স্পর্শেনি তোর
এটাও কি তুই বুঝলি না ? ১০৫।

চাহিদা অযুত হ'লেও পূরণ
তৃপ্তি কিন্তু মিলবে না,
প্রেষ্ঠটানের একপ্রাণতায়
তৃপ্তি কভু টলবে না । ১০৬।

প্রাণ-সম্বেগ যে-উদ্দেশ্যে
স্ফীততেজা যেমনই,
তদর্থে দান তেমনইতর
রয়ও শক্তি তেমনই । ১০৭।

বাঞ্ছিততে চেতন আবেগ
দেখবি যাহার যেমন,
বুদ্ধি-বিচার-পারগতায়
দক্ষ সে-জন তেমন । ১০৮।

নীচে সমতা, উচ্চে ভক্তি,
শ্রেষ্ঠে আকর্ষণ,
পবিত্র তা'র বংশধারা
ঊর্ধ্বে নত মন । ১০৯।

অপ্রত্যাশী ভালবাসা
তুমি-প্রবণ প্রাণ,
সেথা স্বতঃই ফুল্ল থাকে
হৃদয়ঢালা দান । ১১০।

শ্রেষ্ঠই যদি স্বার্থ তোমার
তাঁ'কেই বাস ভাল,
সব করারই মধ্যে তবে
তাঁ'রই স্বার্থ জ্বাল । ১১১।

ঈশ্বরেরে ভালবেসে
যা'র যেমনই তৃপ্তপ্রাণ,
সেইতো পারে ভরদুনিয়ায়
করতে তেমন শান্তি দান । ১১২।

ইষ্টমুখীন অটুট টানটি
পরাক্রমে উপ্‌চে
দক্ষ-সেবায় গড়লে জীবন—
অভাব-বাধা ঘুচছে । ১১৩।

একটানা তোর অবাধ আবেগ
শতেক বাধা বেদনায়,
শ্রেষ্ঠস্বার্থ-সন্ধিৎসাতে
চললে পাবি সান্ত্বনায় । ১১৪।

# কর্ম্ম-কৌশল

চাওয়ার মতন করা হ'লে
তবেই জানিস্ পাওয়া ফলে ।১।

করার ফন্দী নেড়ে-চেড়ে
কায়দা পেলেই উঠবি পেরে ।২।

'হাঁ' আর 'না' এর দূরত্ব যা'
পারা না-পারার তফাৎই তা' ।৩।

পারায় বাধার বহর যত
দুঃখ-দৈন্য ঘিরবে তত ।৪।

মানুষই যা'র স্বার্থ হয়
জীবন তাহার ব্যর্থ নয় ।৫।

করণীয় মনে হ'লেই
করবি তাহা তৎক্ষণাৎ,
আসবে শুভ এই চলনে
করবি জয়ের বাজিমাৎ ।৬।

ছোট্ট-খাট্ট যা'ই না করিস্
অভ্যাস-কর্ম্ম-ব্যবহারে,
সে-সম্বেগও চালায় তোরে
জীবন কিংবা সংহারে ।৭।

যেমন ক'রে যা' পাওয়া যায়
তেমনতর করা হ'লে,
তবেই জানিস্ সেই করাতে
তেমনিতর পাওয়া ফলে । ৮।

কী করতে পরে-পরে
কী-কী তা'তে লাগে,
করতে হ'লে শুনে-বুঝে
জোগাড় রাখ্ আগে । ৯।

দূরদর্শী চিন্তা নিয়ে
একটুখানি ভেবে দেখে,
কী করতে কী লাগবে তোমার
আগেই দিও সাজিয়ে রেখে । ১০।

যে-অবস্থায় যেমনতর
কওয়া-করার প্রয়োজন,
সৎ-এর পথে তেমনি করা—
তবেই আসে উন্নয়ন । ১১।

ভাল ভাবটা এলেই মনে
রুধিস নাকো ওরে,
কাজে তারে ফুটিয়ে তুলিস্
শীঘ্র সামাল ক'রে । ১২।

আলস্যেরই সম্বন্ধী হয়
দীর্ঘসূত্রী অজ-গোঁসাই,
কাজ নষ্টের গুরুঠাকুর
এর মত আর কেহই নাই । ১৩।

অন্তরায় খতিয়ান
যা'র যত জ্যান্ত,
সিদ্ধির চাহিদাটি
তা'র তত ক্ষান্ত । ১৪।

করতে নজর ছাড়িস্ না
একটু ক'রেই থামিস্ না,
করায় বাধা-বিপর্য্যয়
সামলে চলিস্, হবেই জয় । ১৫।

কর্ম্মই যা'র উপভোগ
তা'তেই মেতে রয়,
অমোঘ পায়ে কৃতিত্ব তা'র
ঘোষেই নিছক জয় । ১৬।

ভাল দেখার চোখ—
দুঃখ-আঘাত-বিঘ্নে দেখে
সুবর্ণ সুযোগ । ১৭।

প্রাণের পরশ যা'রই যত
সহজ ও তরতরে,
কর্ম্মপটু, নিপুণ স্বভাব
তা'রেই আদর করে । ১৮।

সব-কিছুরই সমাধানে
দেখবি যেথায় উন্নয়ন,
সেইটি জানিস্ নিখুঁত পন্থা
সেই পথেতেই তোর চলন । ১৯।

পরিস্থিতির প্রত্যেকেরই
বৈশিষ্ট্যটি যাহার যেমন,
সমীক্ষাতে রক্ষা ক'রে
বিনিয়ে বিরোধ চলেই যে-জন,
অদ্রোহেতে অধিষ্ঠিত
হ'য়েই সে-জন সদাই থাকে,
অপকারের কুবুদ্ধিটি
স্পর্শ করতে নারে তা'কে । ২০।

আঘাত দেখে ভয় করিস্‌নে
সহ্যে সুফল সাজিয়ে আন্‌,
এই যদি না করতে পারিস্‌
কিসে পাবি তুই পরিত্রাণ ? ২১।

পূর্ণ পথের তিনটি ধারা—
শ্রেষ্ঠ-স্বার্থী, সাশ্রয় বুদ্ধি,
সন্ধিৎসাতে কর্ম্মে বাড়া । ২২।

নিষ্ঠা যেমন কর্ম্ম তেমন
ফলটিও হয় তেমনি,
পুণ্য ও পাপ যশ-অপযশ
নিষ্ঠা কর্ম্ম যেমনি । ২৩।

বেঁচে বাড়ার ভোগের নেশায়
উদ্দেশ্যটি খেলে বেড়ায়,
প্রয়োজন জাগায় অভাব-বোধে
অভাব ডাকেই চাওয়ায়;
চাওয়া চলে পাওয়ার পানে
দুনিয়া খুঁজে পেতে,
কুড়িয়ে চলে জ্ঞানের মাণিক
পাওয়ার ঝোঁকে মেতে;
পাওয়ার ঝোঁকটি যেমনই যা'র
চলন-বলন তেমনি,
পাওয়ার চলন অভীষ্ট দেয়
তপস্যা যা'র যেমনি । ২৪।

সবায় বড় করবি যত
তত বড় হ'বিই তুই,
বড় হবার একটিই পথ
একটি ছাড়া নাইকো দুই । ২৫।

যে-পথ ধ'রে যা' ক'রে তুই
ঠকলি বরাবর,

ছাড়াই সে-পথ শ্রেয় রে তোর
অপর কিছু ধর্ । ২৬।

বুঝবি যেমন, বলবি তেমন
স্পষ্ট ভাষায় মিষ্টতাতে,
মন্ত্রগুপ্তি ভেঙ্গে যদি
কার্য্যহানি না হয় তা'তে । ২৭।

যেই যা' ভাবে, ভাবে ভাবুক
যেই যা' করে, করুক তা',
তুই কিন্তু রে বুঝে চলিস্
করায়-বলায় পাবি যা' । ২৮।

ভাল কিংবা মন্দ ব'লে
ভাবিস্ নাকো কা'রে,
কাজে যেমন দেখবি যা'কে
তেমনি নিবি তা'রে । ২৯।

বিবেচনায় ভাল ব'লেই
বুঝলে করবি তৎক্ষণাৎ,
নিরোধ করতে যাসনে তা'য়
করবি ইচ্ছার বাজিমাৎ । ৩০।

পেতেই যদি চাও—
বিবেচনায় বিচক্ষণায়
করার পথে ধাও । ৩১।

সৎসাধুদের সাহায্যে তুই
হ'য়ে দক্ষপ্রাণ,
সবার আগে করবি তাঁ'দের
নিয়ে তড়িৎ টান । ৩২।

যখন যেমন রাখলে ক'রে
বিপদ রোধে ভবিষ্যতে,
সময় মতন তা'ই করাই
হয় সমীচীন বিধিমতে । ৩৩।

ক'রে দেবে তোর উন্নতি কেউ
এমন বুদ্ধি বশে,
না ব'সে থেকে পূরণ-কর্ম্মে
উন্নতি ধর, ক'ষে । ৩৪।

অভাব-আঘাতদগ্ধ জীবন
সেবা-নির্ভর কৃতজ্ঞ মন,
এমন মানুষ ধ্বস্ত হ'লে
সাহায্য দানে সুফল ফলে । ৩৫।

সমর্থনী সহযোগে
আদরে শুভ নিয়ন্ত্রণ,
এমনি ক'রেই পেতে পারিস্
সবারই মন বিলক্ষণ । ৩৬।

শক্ত হ'লেই শক্তি পায়
না করলে কি পারা যায় ? ৩৭।

'না'র ঝোঁকেতে চলল যে-জন
কখনো সে পারল না,
'হাঁ' মতলবে চলল যে তা'র
মূর্ত্ত হ'ল কল্পনা । ৩৮।

লক্ষ্য ক'রে ধরবি যাহা
দেখবি কেমন সুরাহায়,
কাজে-কর্ম্মে চলায়-বলায়
পেতে পারিস্ ঠিক তাহায় । ৩৯।

মুখের বুঝে যাই বল না
চল্‌ছ তুমি যা' ক'রে,
সেটাই কিন্তু আছে মাথায়
যা'ই বল যে বোল ধ'রে । ৪০।

গণ্ডী-পোষা বুঝটি নিয়ে
মানুষ খুশি থাকতে চায়,
তুই যেন রে তা' করিস না
আরোয় যেন মনটি ধায় । ৪১।

পারিপার্শ্বিকে নিজের বল
স্থান-কাল আর পাত্র,
বুঝে কৌশলে করলে কাজ
হয় না বিপদ মাত্র । ৪২।

কাজ না-পারার কৈফিয়ৎই
কাজ করা নয় এটি জানিস্,
সস্তা সুবিধা সত্বরেতে
কাজ জমানো কৃতী মানিস্ । ৪৩।

লোকের যদি ভালই করিস্,
ফাঁকিই যদি দেয় তা'রা,
ওটাই জানিস্ ধীরে-ধীরে
করবেই তোর স্বার্থ খাড়া । ৪৪।

ওরে চিন্তা নিয়েই ভোর?
চিন্তাতে কি ভরবে রে পেট—
হ'লে কর্ম্মচোর ! ৪৫।

কর্ম্ম যদি বাস্তবতায়
মূর্ত্ত ক'রেই তুললি না,
প্রাপ্তি যে তোর বন্ধ্যা হ'ল
পাওয়ার পথে চললি না । ৪৬।

এক বিষয়ে এক ধরণে
কাটলে জীবন নিত্যদিন,
আত্মসুখী বুদ্ধি বাড়ে
প্রজ্ঞাচক্ষু হবেই ক্ষীণ ।৪৭।

রাখলি মনে অযুত ভাবের
অযুত রকম কল্পনা,
হাতে-কলমে একটিও তা'র
অভ্যাসেতে ফলল না;
এমন ভাবের সম্পদেতে
কী হবে তা' বুঝলে কি?
ভাব যদি না ফুটল কাজে
ঢাললে শুধু ছাইয়ে ঘি ! ৪৮।

আগ্রহেরই আতিশয্যে
শিথিল-কর্ম্মা যা'রা,
হা-হুতাশের গোঙরানিতে
জীবন তা'দের সারা ।৪৯।

ভেদনীতিতেই আস্থা রেখে
অবস্থানের নিরূপণ
করলে কিন্তু নষ্ট পাবি,
জানিস্ এটা বিলক্ষণ ।৫০।

জ্যোতিষ ধ'রে করতে যে চায়
বাঁচা-বাড়ার কিস্তিমাৎ,
জীবন-চলনা খাবি খেয়ে
হ'য়েই থাকে ধূলিসাৎ ।৫১।

অদৃষ্টেতে বাদুড়-ঝোলা
হ'য়ে জ্যোতিষ ধ'রে চলে,
পুরুষকার দুরদৃষ্টের
অজ্ঞতাতেই ওঠে ফলে' ।৫২।

দেশ-কাল-পাত্র বুঝে-গণে
যে-অবস্থায় যা' করতে হয়,
তা' না ক'রে চললে কিন্তু
কোন কর্ম্মই সিদ্ধ নয় । ৫৩।

চৌর্য্য যাহার অন্তরে রয়
প্রত্যয়ে যে ক্ষীণ,
প্রমাদ-কর্ম্মী জেনোই সে-জন
কৃতিত্বে হয় হীন । ৫৪।

পয়সা দিয়ে ভাল মানুষ
পেতে যা'রা যায়,
সর্ব্বনাশে পা এগিয়ে
বিপাক-পথে ধায় । ৫৫।

ভবিষ্যৎটা এঁচে নিয়ে
বর্ত্তমানের আবহাওয়ায়,
সামাল হ'লে বিধিমত
পড়বি কমই দুর্দ্দশায় । ৫৬।

সৎ-ই না হয় সঙ্কল্প তোর
চলন বিপরীত,
নরক-পথের যাত্রী রে তুই
জানিস্ সুনিশ্চিত । ৫৭।

বজ্রভেদী কর্ম্মও যদি
সার্থক কা'রেও করল না,
সে-ও জানিস্ হাওয়ার নাড়ু
উপ্‌চে কাউকে তুলল না । ৫৮।

কর্ম্মপটু কৃতজ্ঞতা
বিশ্বস্ততার সাথে,
এ তিন যেথায় দেখবি সেথায়
রাজার মুকুট মাথে । ৫৯।

বিশিষ্ট লোক মোড়ল মানুষ
হাতে এনে সর্ব্বথা,
সংহতি-কাজ করবি, নইলে
ব্যর্থ হবে দক্ষতা । ৬০।

কার্য্যে কৃতী হ'তে হ'লেই
প্রত্যয়াবেগ ফাঁপিয়ে তোল্,
করার সাথে চলবি নিয়ে
চিত্ত-চোরা বৈধী বোল । ৬১।

চরৎস্নায়ুর সৎ বেগেতে
দিস্‌নে বাধা মিইয়ে যেতে,
কাজে সেটা ফুটিয়ে তুলিস্
চাস্‌ই যদি স্ফূর্ত্তি পেতে । ৬২।

স্বল্প সময়ে সাশ্রয়েতে
সুন্দরে সারলে কাজ,
নাচবে সুফল নূপুর-পায়ে
ধ'রে কতই সাজ । ৬৩।

যতেক বাধা আসতে পারে
চলার পথে কর্ম্মস্থানে,
আগেই ভেবে করবি নিরোধ
চলবি অবাধ ইষ্টীপ্রাণে । ৬৪।

যে-সময়ে করলে যা'-যা'
কর্ম্মে সুফল পায়,
সময়-মাফিক না ক'রেও কি
তাহাই পাওয়া যায় ? ৬৫।

যে-কাজ করতে যা'-যা' লাগে
কর্ না জোগাড় সে-সব আগে,
পরে-পরে করবি তাহাই
দেখবি কাজে নাই বালাই । ৬৬।

কিসের তরে করিস্ কী তুই
নজর রেখে সেই দিকে,
সময়-মাফিক গুছিয়ে নে কাজ
হারাস নাকো মূলটিকে ।৬৭।

যে-ধারণায় হ'বি পাকা
আনুষঙ্গিক তা'র,
বিছিয়ে নিয়ে ক্রমান্বয়ে
করবি সমাহার ।৬৮।

ভাবছ তুমি করবে যে-কাজ
ক্রিয়াগুলি তা'র,
সময়মত করবে ত্বরিত
পাবেই অধিকার ।৬৯।

যত পারিস্ একটি ধাঁজে
কাজের ক্রমটি সাজিয়ে যাবি,
ঐ রকমের যোগফলেতেই
সুফলটি তুই ত্বরিত পাবি ।৭০।

চাহিদা-মাফিক আগ্রহ যা'র
কাজে-কর্ম্মে ফোটে,
পাওয়ার মুকুট মাথায় প'রে
আনন্দে জয় লোটে ।৭১।

যাহার যেটি উপযোগী
দানে যদি সে পায় তাহা,
তবেই জানিস্ পাবে সুফল
মুক্ত হবে রুদ্ধ রাহা ।৭২।

পাওয়াটাকে উপ্‌চে যেমন
দেওয়া ওঠে ফুলে,
উৎসর্গটি উন্নতিকে
তেমনি ধরে তুলে ।৭৩।

যতেক বাধা ব্যর্থ ক'রে
শতেক দিকে এগিয়ে চল্,
কৃতকার্য্য হ'লেই পাবি
আরোর পথে অধিক বল । ৭৪।

যে-ব্যাপারে যা'-যা' লাগে
আগেই জোগাড় রাখ,
ব্যাপার এলেই সমাধানে
হ'বি ধন্যভাক । ৭৫।

ইষ্টার্থটি অটুট রেখে
আহরণে অমোঘ আয়ে,
করবি খরচ এমনি যা'তে
বৃদ্ধি আনে দীপ্তি পায়ে । ৭৬।

সবাইকে তুই বাসিস্ ভাল
ইষ্টনেশায় রেখে প্রাণ,
আস্থাটি তোর সুস্থ টানে
কৃতীর মুকুট করবে দান । ৭৭।

প্রশংসাতে তুষ্টি আনে
শক্তি বাড়ে হৃদয়ের,
কর্ম্মপটু দক্ষ করে
কৃতিত্বে হয় অঢেল ঢের । ৭৮।

দ্বন্দ্ব-দ্বিধা ছিন্ন ক'রে
প্রত্যয়েতে দৃঢ় হ'বি,
ভর-দুনিয়ায় লাগবে রে তাক
দেখে তোরই মুখর ছবি । ৭৯।

ত্বরাশীল তীক্ষ্ণবোধ
ক্ষিপ্র সমাধান,
প্রাণস্পর্শী সদালাপ
কৃতিত্ব বিধান । ৮০।

সাশ্রয়ী সুন্দর কর্ম্মনিপুণ
আয়ত্ত বিদ্যার আসল গুণ ।৮১।

কর্ম্মের ত্রুটি যেমনি যত
সিদ্ধিও কম তেমনি তত ।৮২।

ক্ষিপ্রবেগে জোগাড় ক'রে
যা' করবি তা' কর্ দ্রুত,
এই না ক'রে নামলে কাজে
শঙ্কা-ধমক পাবি তত ।৮৩।

চিন্তা-মাফিক কাজ যেখানে
সুরু থেকে বইতে রয়,
অবস্থানও তেমনি চলে
ঘোষে সুফল সিদ্ধি জয় ।৮৪।

কী পেতে কী করতে হবে
খুঁজে-চিন্তে-চেয়ে,
নিখুঁতভাবে তা'ই ক'রে যা'
যাবি সুফল পেয়ে ।৮৫।

সৎ জেনে তুই করবি ব'লে
ধরবি যা' তা' করবি শেষ,
না ক'রে তা' হেলা-ফেলায়
ব্যর্থ প্রাণে বইবি ক্লেশ ।৮৬।

আগুন রাগে করবি রে কাজ
বজ্রবেগে করবি শেষ,
দক্ষনিপুণ এমনি করায়
শক্তিপ্রাণে জাগবে দেশ ।৮৭।

প্রকৃতিরই ধর্ম্ম এমন
শূন্য যা' তা' ভরিয়ে দেওয়া,

অবাধ-উজাড় ইষ্টার্থে হ'
পদে-পদে ফলবে মেওয়া । ৮৮।

ঝোঁক খুঁজে তুই বের ক'রে নে
কোন্ দিকে তোর নেশা,
দেখে-শুনে সেই পথে চল্
সেইটেই তোর পেশা । ৮৯।

সচতুর সুকৌশল
তড়িৎ-তৎপর,
দূরদৃষ্টি ব্যবস্থিতি
সিদ্ধি-সহচর । ৯০।

চাওয়া-মাফিক হওয়া হ'লেই
পাওয়া তা'কেই বলে,
হওয়া এড়িয়ে পাওয়ার চাওয়ায়
বিড়ম্বনাই ফলে । ৯১।

দৈবী বিপাক প্রবল যবে
পুরুষকারে দিস্ রে জোর,
পুরুষকারের দক্ষ পূরণ
কমিয়ে দেবে দৈব তোড় । ৯২।

পথ হবে তোর পাওয়ার দিকে
পথটি কিন্তু প্রাপ্য নয়,
সেই পথই পথ তোর কাছেতে
প্রাপ্য যা'তে সহজ হয় । ৯৩।

যা'তেই তুমি নিয়োজিত
বলছ করছ যা',
ভগবানের দৃষ্টি তা'তেই
ভাব বা চিন্তায় না । ৯৪।

প্রাপ্য যদি নাই পেলি তুই
অনুষ্ঠানে লাভ কী তোর,
এমনি বেকুব হরবোলা তুই
পথ হ'ল তোর প্রাপ্য-চোর । ৯৫।

মত-মাথাতে একটি হ'য়ে
দু'টি লোকও ইষ্টনেশায়,
চলে যদি দক্ষতালে
রুখবে কে তা'য় ভরদুনিয়ায় । ৯৬।

আচার-নিয়ম-মানবতায়
পূরণকারী যে যত রয়,
ক্রমান্বয়েই সেই হিসাবে
ছোট-বড় সে তত হয় । ৯৭।

# তত্ত্ব

সন্ধিৎসা যা'র থাকে—
কোথায় কখন কেমন কী রয়
পথ-চলনেই দ্যাখে ।১।

অহিত উচিত লাখ বছর ক'
পাবি নাকো বৃদ্ধি,
হিতানুগ সত্যকথায়
এক যুগেই বাক্‌সিদ্ধি ।২।

ইষ্ট লাগি' কর্ম্ম করা
সেই তো হ'ল পুণ্যে ভরা ।৩।

পাওয়ার নেশায় মানুষ যখন
দেয় না কিছুই, নিতেই চায়,
চৌর্য্যবৃত্তি তখনই তা'র
হামা দিয়ে এগিয়ে ধায় ।৪।

মাথায় লেখা স্মৃতির মাঝে
জানা যে-বোধ আছে,
তা'ই মিলিয়ে বিবেক-বিচার
বিদিত সবার কাছে ।৫।

ভরদুনিয়ার কিছুই যদি
নিজের দাঁড়ায় জানলি না,

ব্রহ্মজ্ঞান তোর মাথার বিকার
এও কি বেকুব বুঝলি না ? ৬।

বৃদ্ধিতে যা' হানি আনে
টেনেই নেয় তা' নরক-পানে । ৭।

করায় যে রে পারল না—
তা'রে যদি সাধু বলিস্
সে-কথা তোর খাট্‌ল না । ৮।

যা'তে তোমার জীবন চলে
তা'রও অধিক চাও যখন,
তখনি জেনো লোভ-রিপুতে
নুইয়ে দেছে তোমার মন । ৯।

সেই সাহসই সত্যি সাহস
বোধহারা না হয়,
চলার পথে বাধা যত
অবাধে করে ক্ষয় । ১০।

মন্দদর্শী যারা—
এক ঝলকে দেখে নেবে
ভালয় মন্দ তা'রা । ১১।

কথায়-কাজে মিতালী হ'লে
তবেই তা'কে প্রকৃত বলে । ১২।

সংস্কারের তিনটি চোখ
অভ্যাস, ব্যবহার—আরটি রোখ্ । ১৩।

যথার্থ তুই লাখ বলিস্ না
হিত না যদি হয়,
সত্যকথা হবে না সে
সত্য হিতেই রয় । ১৪।

যতই প্রাজ্ঞ হ'স্ না রে তুই
কিংবা মহান বিদ্যাধর,
সব পাওয়াই অর্থহীন তোর
না হ'লে চেতন জাতিস্মর । ১৫।

দক্ষিণাতে দক্ষ ক'রে
সুফল আনে কর্ম্মে,
দৈনন্দিন করা যদি
বিনিয়ে চলে ধর্ম্মে । ১৬।

একযোগেতেই দোটানা মন
হ'লেই হবে স্মৃতির ক্ষয়,
একটা হয়তো থাকবে মনে
নয়তো হবে দুটোই লয় । ১৭।

বাঁচা-বাড়ার সংরক্ষণী
না জুটিয়ে কা'র,
আত্মপুষ্টি আদায় করাই
চৌর্য্য ব্যবহার । ১৮।

সবার পক্ষে সাধ্য যা' নয়
সেইটি সাধ্য যতই হবে,
অলৌকিকতা ফুটবে ততই
ভরদুনিয়ায় কীর্ত্তি র'বে । ১৯।

চুলকিয়ে যে কু খুঁজে নেয়
মাছি-মানুষ তা'কে বলিস্,
কু হ'তে যে সু বেছে নেয়
মৌ-মক্ষী তা'রেই জানিস্ । ২০।

শ্রদ্ধা আনে ভাল থাকা
জ্ঞানের আলোয় সুদর্শিতা,
সন্দেহ দেয় অবিশ্বাস
বিতৃষ্ণা আর কুদর্শিতা । ২১।

প্রাণের যেথায় প্লাবন আনে
হৃদয় ধ'রে তুলে,
এইটুকুই তো লুকিয়ে আছে
তীর্থ করার মূলে । ২২।

চাওয়ার চিন্তায় বিভোর রে তুই
করায় মন্দগতি,
চাওয়া যে তোর খেয়াল শুধু
বুঝলি রে দুর্ম্মতি ? ২৩।

বাক্যে আর কায়মনে
বস্তু কিংবা বিষয়ের,
ইষ্টোচ্ছল নিয়ন্ত্রণ
সারমর্ম্ম ধেয়ানের । ২৪।

ভেদের ভিতর অভেদ দেখে
অভেদ হ'তে ভেদ,
এমন মানুষ ঠিক জানিস্ তুই
মূর্ত্ত মহান্ বেদ । ২৫।

যা'-কিছু সব বিভুর প্রকট
স্বতঃস্বেচ্ছ তাই প্রতিঘট । ২৬।

কাম-আবেশে স্ত্রী-পুরুষে
যেমন করে উপভোগ,
প্রেষ্ঠ-কাজে বাস্তবতায়
তেমনি হ'লে তবেই যোগ । ২৭।

জঘন্যেতর হোক না কর্ম্ম
ইষ্টপ্রতিষ্ঠা লাগি',
তা'ও যাহার হয় বরেণ্য
সেই তো দৃপ্ত যোগী । ২৮।

করণপথে মনন চলে
অনুভূতি তা'তেই ফলে । ২৯।

কী করলে কী হয় তা' দেখিস্
কিসেই বা তা'র নিরাকরণ,
দেখে-শুনে এমনি করায়
হয়ই জ্ঞানের উন্নয়ন । ৩০।

রঙ্গিল দৃষ্টি নেইকো যখন
আগ্রহ্ নত মন,
অমন মনই্ ধরতে পারে
সংস্কার কেমন । ৩১।

অসৎ ভেঙ্গে সৎ-এ চরণ
সদালাপন-কল্পনা,
এ না ক'রে রেতরক্ষায়
ব্রহ্মচর্য্য হয় না । ৩২।

টানটি যেথায় মূর্ত্তি নিয়ে
করবে অবস্থান,
সাশ্রয়বুদ্ধি সহ্ সেথা
সন্ধিৎসানুধ্যান । ৩৩।

অন্যের বাঁচা-বাড়া যা'তে
পরিপূর্ণ রয়,
এমনি ক'রে বাঁচতে পারলে
ধর্ম্ম উপজয় । ৩৪।

লোকের হিত হয় না যা'তে
লাখ যথার্থ হোক,
এমন কথা, এমন কর্ম্ম,—
সবই মিথ্যা রোখ । ৩৫।

গুণ যেমন বস্তুরই হয়
নরেই তেমনি ঈশের উদয় ।৩৬।

করা যখন হটিয়ে বাধা
অভীষ্টেতে চলে,
পাওয়া তখন কৃপা হ'য়ে
উচ্ছলতায় দোলে ।৩৭।

যা' নিয়ে তুই থাকবি মেতে
যোগ হবে রে তা'তেই তোর,
ফলও পাবি তেমনি রে তুই
তেমনি জানায় থাকবি ভোর ।৩৮।

কাজে উছল ক'রে তোলা
সেবার আসল কর্ম্ম,
উন্নতি-পথ ধরিয়ে দেওয়া
হ'চ্ছে যাজন-মর্ম্ম;
বাঁচা-বাড়ার নিয়ম পালন
তা'কেই বলে ধর্ম্ম,
ইষ্টে বেঁধে পড়শী-স্বার্থী
হওয়াই আসল বর্ম্ম ।৩৯।

সন্ধিৎসাতে দেখার বুদ্ধি,
দেখায় আনে সুঝ,
এই সুঝেরই কর্ম্মপথে
বিজ্ঞানে হয় বুঝ;
বিজ্ঞান ধায় অমর পথে
মরণভেদী ক'রে নরে,
ধর্ম্মপথে বিজ্ঞান চলে
ধর্ম্ম রাখে ধারণ ক'রে ।৪০।

উৎসমুখর উদ্যমেতে
প্রাণন-ব্যাপন-বর্দ্ধনে,

সম্বেগ যা' জনকে জাগায়
উৎসবই সেই সৰ্জ্জনে । ৪১।

ধ্যানে হয় মানুষ ধারণক্ষম
গ্রহণক্ষমতা ফোটে,
আবোল-তাবোল বৃত্তি-চাওয়া
সার্থকতায় ছোটে । ৪২।

আবেগ যখন ক্ষিধেয় আতুর
গড়ন পানে ধায়,
তর্‌তরে সেই মাতাল ঝোঁকই
তেজে বিচ্ছুরায় । ৪৩।

দম্ভভরা রাগ-আবেগের
সৎমুখোসী নয়কো সৎ,
চরিত্র তা'য় বশ থাকে না
টুট্‌লে গরম হয় অসৎ । ৪৪।

সপর্য্যায়ে সার্থক যা',
ইষ্টে যাহার সংহতি,
ব্রাহ্মী এমন বুদ্ধি-বিবেক
ব্রাহ্মী এমন পদ্ধতি । ৪৫।

স্রষ্টা এক অদ্বিতীয়
অনন্ত সৃজন,
দেব-দেবী প্রকট বীর্য্য
তাঁ'রই বিলক্ষণ । ৪৬।

পুঞ্জীভূত অপকর্ম্মের
ফলগুলি তোর কাটছে কিনা,
বুঝতে দেখবি চরিত্র তোর
উচ্চ ঝোঁকে ছুটছে কিনা । ৪৭।

দীপনহারা চরস্নায়ু
শ্লথ যখন তা'র গতি,
দীর্ঘসূত্রী তখন মানুষ
কর্ম্মে ঢিলা তা'র মতি । ৪৮।

ঘটে-ঘটে ইষ্টস্ফুরণ
যখনই তোর হবে,
ব্রহ্মবোধের প্রথম ধাপটি
ঠিক পাবি তুই তবে । ৪৯।

ঘটে-ঘটে ইষ্টনিশান
বোধে দিলে হানা,
ব্রহ্মবোধের ধাপটিরে তোর
হবেই তখন জানা । ৫০।

ধ্যান কিছু নয় আর—
প্রেষ্ঠমনন-উদ্বোধনায়
স্ফূর্ত্তি-চলন অনিবার । ৫১।

রেত-নিরোধেই থাকলে রত
ব্রহ্মচারী হয় না,
তাই যদি হয় খোজাকে তো
ব্রহ্মচারী কয় না ! ৫২।

যা'র উপরে টানের রাগে
সঙ্কল্পটি দৃঢ় হয়,
সেই আবেগের প্রেরণাই
কর্ম্মকে তোর নিয়ন্ত্রয়;
তা'রই অস্তি-বৃদ্ধিতে তুই
সব যা' নিয়ে ন্যস্ত র'স্,
ওর যোগেই তুই যোগী তখন
সন্ন্যাসী তুই ওতেই হ'স্ । ৫৩।

অবস্থাগুলির সাড়া যখন
মরকোচ নিয়ে তা'র
ধরতে পারে মস্তিষ্কটা
ক'রে সমাহার,
এমনি যতই হ'বি রে তুই
বৃত্তিমোহ ভুলি',
ততই জানিস্ ক্রমেই যাবে
অন্তর্দৃষ্টি খুলি' । ৫৪ ।

ধ্যানে নিঝুম মনটা যখন
চিত্তটি সজাগ,
অন্তরেরই চেতন-সাড়া
জৃম্ভে অনুরাগ;
চেতনভাবে নানারূপে
তখন চিত্তখানি,
ওরই ভিতর ফুটিয়ে তোলে
কতই দৈববাণী । ৫৫ ।

বৃত্তিগুলি অর্থ নিয়ে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায়,
গুছিয়ে ওঠে পরস্পরে
একীকরণ-সার্থকতায়;
সার্থকী ঐ যাজন-সেবায়
ইষ্টানুগ প্রেরণাতে,
একই সূত্রে পরিস্থিতির
অভ্যুদয়ী বর্দ্ধনাতে—
গজিয়ে ওঠে ব্যক্তিত্বটা
গোছাল হ'য়ে অখণ্ডতায়,
ক্রমে-ক্রমে উৎসৃজনী
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে ধায় । ৫৬ ।

গুচ্ছে-গুচ্ছে সামঞ্জস্যে
বিনিয়ে-বিনিয়ে থাকে-থাকে,
সপর্য্যায়ে বৃত্তিসকল
সার্থকতায় ইষ্টে ডাকে;
সমাধানী একীকরণ
উপচে ওঠে যখন প্রাণে,
দীপন-দোলায় ইষ্টপ্রতীক
উথলে ওঠেন ভগবানে;
সকল বোধের সমাহারে
সংহত জ্ঞান হয় যখনই,
সবার সকল চাওয়ার পূরণ
ভাগবদ্-বোধ ফোটে তখনই । ৫৭।

জানা-অজানার এপার-ওপার
আকার ছাপিয়ে রহে নিরাকার,
দেখে-শুনে-বুঝে-থেকে-উপ্‌চিয়ে
হ'য়ে-র'য়ে আরো তিনি আরো আর । ৫৮।

# সেবা

দেয় না, পেতে করে চোপা
তা'র পাওয়াতে পাষাণ-চাপা ।১।

সম্বেদনায় সহজ দান
আনেই পাওয়ায় পরিত্রাণ ।২।

সেবায় দিয়ে সম্বর্দ্ধন
আয় যা' পাস্, উপার্জ্জন ।৩।

পরিস্থিতির বাঁচা-বাড়ায়
সবার জীবন ওতেই দাঁড়ায় ।৪।

ধুকলি পেতে—দিলি না
খোয়ালি পাওয়া, বুঝলি না ।৫।

পরের সেবায় দিন কাটালি
ঘরটি ফেলে উপেক্ষায়,
সেবাপ্রাণ মোটেই ন'স্ তুই
ফিরিস্ কামের সমীক্ষায় ।৬।

আরোগ্যেতে মন নাই তোর
হ'লি চিকিৎসক,
জীবনের উপর চাল দিয়ে রে
সাজলি কঠিন ঠক;

চিকিৎসাতে চাস্ যদি তুই
আত্মপ্রসাদ টাকা,
টাকায় নজর না দিয়ে তুই
রোগীর পানে তাকা । ৭।

জীবন-বওয়ায় অভাব-কাতর
যেই কেন না আসে,
সাধ্যমত পূরে দাঁড়াস্
সমবেদনায় পাশে;
এ-সব ক'রে ঠকলেও তুই
দেখবি কালে-কালে,
বিফলতা হ'টে গিয়ে
নাচছে সুফল তালে । ৮।

পাড়াপড়শীর খোঁজ রাখিস্ তুই
কখন তা'রা কেমন থাকে,
ইষ্টানুগ সেবায় আনিস্
উচ্ছলতায় দুর্ব্বিপাকে । ৯।

ইহলোকে করবি যা' তুই
উন্নতি বা অবনতি,
এর ফলই তো করবে রে স্থির
পরলোকে তোর গতি । ১০।

সঞ্চয় যদি করিস্ই তুই
সেবার তরেই করিস্ তা',
সঞ্চয় যদি সেবায় পূজে
তবেই তাহার সার্থকতা । ১১।

মরণ-রঙে রঙীন হওয়া
নয়তো বীরের কাজ,
ঋদ্ধিপালী গণসেবা
সেই তো বীরের সাজ । ১২।

সেবাকর্ম্মে যা'রাই কৃপণ
দরিদ্রতায় তা'দের পায়,
সবার কাছে তা'দের দাবী
তা'দের পালাই যেন দায় । ১৩।

সেবার আবেগ বাস্তবতায়
নাই থাকে তোর যদি,
লাখ দেওয়াতেও পাবি না তুই
জানিস্ নিরবধি । ১৪।

রোগের জ্বালা-যন্ত্রণাতে
নিরাশ্রয়ী ধুঁকছে যে,
সুস্থিকামী শুশ্রূষিণী
ভিক্ষা চাহে, আয় রে দে । ১৫।

লাখ খাটুনি খাটিস্ যদি
সেবার পথটি ধ'রে,
প্রীতিহারা তেমন সেবায়
র'বি না আদরে । ১৬।

মনের সেবা আগে করিস্
বাহ্য সেবা তা'র সাথে
এমনতর করায় জানিস
শুভ আশিস্ পায় মাথে । ১৭।

প্রীতির নন্দনাতে সেবা
যেমন জানিস্ চলল,
প্রবর্দ্ধমান হৃদয়াবেগ
অমনি তা'রে ধরল । ১৮।

ধুঁকছে রে ঐ ক্ষুধায় কাতর
আতুর-চোখে অবশ পায়ে,
যা' পারিস্ তুই এই বেলা দে
বুভুক্ষুদের পেটের দায়ে । ১৯।

আদর্শপ্রাণ ছিন্ন ক'রে
সম্ভ্রমেরে করি' হীন,
জনসেবা যতই করিস্
হ'বিই হ'বি তুই মলিন ।২০।

নেওয়া ছাপিয়ে দান ও দয়া
না দাঁড়ালে তোর,
জোঁকের মতন শোষক রে তুই
অলস ভণ্ড চোর ।২১।

গুরুচর্য্যা-সেবা-ধাপ্পায়
ঠক-চাতুর্য্যে উদর ভরে,
ঠগ্‌বিকারী মস্তিষ্ক তা'র
ঠকিয়ে তা'রে বংশে ধরে ।২২।

বিনয়-গম্ভীর সেবা-ব্যবহারে
আদর্শপথে চ'লে,
লোকপ্রিয়তার শ্রদ্ধা পেলে
শ্রেয়ই ওঠে ফ'লে ।২৩।

পরিস্থিতির স্বার্থ হ'লে
তোমার বাঁচার বন্দনা,
সফল বাঁচা তবেই তোমার
এমন বাঁচে কয়জনা ? ২৪।

কাউকে ঘৃণা করিস্ যদি
চল্ এখনই চল্,
সেবায় সুষ্ঠু ক'রে তা'কে
ভাগ্য কর্ সফল ।২৫।

দাঁড়িয়ে আছিস্ যা'র মাঝে—
দেখ্ চেয়ে তা'র চারিধারে
কী লাগে কা'র কোন কাজে,

দেখবি গজায় উদ্ভাবনী
কোন্ ফিকিরে কী সাজে ! ২৬।

ছোট্ট যা'রা নীচু যা'রা
তোমার আলিঙ্গনে
ফুল্লপ্রাণে মাতাল হ'য়ে
প্রেষ্ঠ-উদ্দীপনে,
স্বার্থ ব'লে আঁকড়ে ধ'রে
করলে তোমায় বন্দনা,
শ্রেষ্ঠ তুমি, সম্রাট তুমি
নরলোকের সান্ত্বনা । ২৭।

মনকে সৎ-এ উথলে তুলে
অভাব পূরণ করলে,
সেই সেবা হয় সত্যি সেবা—
কথাটা কি ধরলে ? ২৮।

শুনলি কেবল ব্যথার কথা
মুখে দিলি সান্ত্বনা,
সেবায় সুস্থ সুখী ক'রে
উদ্বোধনা চলল না,
বন্ধ্যা সেবার চর্চ্চা ক'রে
কাট্‌ল রে তোর নিত্যদিন,
পূরণ-গড়ন না ক'রে তোর
সেবা হ'ল স্বতঃই ক্ষীণ । ২৯।

কথার সেবায় অভীষ্ট তোর
পূরবে নাকো ঠিক জানিস্,
বাঞ্ছাপূরক দায়িত্ব চাপ
শক্তি বাড়ায় ঠিক মানিস্ । ৩০।

সেবা-অছিলায় পূরতে উদর
গুরুর কাছে চাকরী করে,

নেওয়াটাকে উছল ক'রে
দেয় না লাভে উপ্‌চে ভ'রে;
শকুন সাহস এ অভ্যাসীর
ভাগাড় পানেই নিম্নশির,
ওজঃ-সম্বেগ সঙ্কোচনে
নিছক ক্ষয়ে মরেই মরে ।৩১।

আপদ-বিপদ দেখলে কা'রও
না ডাকতেই যাস সেথায়,
যত পারিস্‌ তেমনি করিস্‌
যা'তে বিপদ কেটেই যায়;
নিজের স্বার্থ বড় ক'রে
অপরের হীন ভাববি না,
আবেদনী সুরটি ছেড়ে
চাপান কথা বলবি না;
যেটুকু পারিস্‌ অভাবীকে
দিতে নারাজ থাকিস্‌ নাকো,
কেউ তোমারে দিলে কিছু
তা'কেও দিতে নজর রাখো;
ইষ্টস্বার্থ-অপলাপে
পরাক্রম চেতিয়ে তুলিস্‌,
আপোষরফায় যাস্‌নে সেথায়
ইষ্টনীতি জোরেই ধরিস্‌;
এমনতর চলনা যদি
রাখতে পারিস্‌ নিত্যদিন,
দুনিয়ায় মাথা উঁচুই র'বে
হ'তে হবে না কভুই হীন ।৩২।

# আদর্শ

সৎ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয় যা'র
উন্নতি হয় অবাধ তা'র । ১।

সর্ব্বস্বার্থের সমাধান
জানিস্ ইষ্ট-প্রতিষ্ঠান । ২।

ইষ্টস্বার্থী বৃত্তিটান
যেমনই লোক—উচ্চপ্রাণ । ৩।

আদর্শ নাই লোক-মত
কালকবলের পেছল পথ । ৪।

আদর্শহীন অবিবেকী
বহু গুণেও হয় সে মেকী । ৫।

শ্রেষ্ঠে রেখে তোর আনতি
বাড়িয়ে চলিস্ চলার গতি । ৬।

গুরুর কাজে অপমান
ঘোর নরকে তা'র স্থান । ৭।

একটাই কিন্তু সোজা পথ
জাহান্নমে যেতে,
আদর্শেতে কৃতঘ্নতা—
ভুল নাইকো এতে । ৮।

বাঁচা-বাড়ার শক্তি-সেচন
করেন যে-জন, নরের অয়ন ।৯।

যা'কে দেখে চলায় তোমার
চলন সার্থক হয়,
উল্লঙ্ঘনে এড়াতে পার
অনেক বিপর্য্যয়;
যা'র ভাবে আর কথায় কর
অন্তর-বিন্যাস,
সেই মানুষই আদর্শ—যা'র
ইষ্টেতে সন্ন্যাস ।১০।

সত্যিকার আদর্শ যিনি
সদ্‌গুরুও তিনি,
বেফাঁস লোকে বিভেদ দেখে
বাস্তবে না চিনি ।১১।

বিপাক-পথে হাত ধ'রে যে
চলার কায়দা জানিয়ে দেয়,
তাঁ'কেই জানিস গুরু ব'লে
অভয়পথে সেই তো নেয় ।১২।

জন্ম দিতে লাগেই যেমন
মায়ের পিতায় উপরতি,
জ্ঞান গজাতে ব্যক্তিত্বেরও
ইষ্টে লাগে অনুগতি ।১৩।

মা আর বাপের আকর্ষণী
উপভোগী উদ্দীপনায়,
বিধানমতে সগোছগাছে
তনয় যেমন জন্ম পায়,
ইষ্টনেশায় তেমনি জানিস্
সপর্য্যায়ে বৃত্তি ক'টা,

বিন্যাসে হয় অখণ্ড এক
স্বাতন্ত্র্যে তা'র ব্যক্তিত্বটা । ১৪।

করা-বলার সিংহাসনে
ইষ্ট অটুট যত,
উন্নতিটি অবাধ হ'য়ে
বাঁধা থাকবে তত । ১৫।

বৃত্তি যখন বুদ্ধি ফেঁদে
রুখতে তোরে পারল না,
নিয়ন্ত্রণে হবেই তা'র
ইষ্টস্বার্থে যোজনা,
মুক্তি তখন মুচকে হেসে
মায়ের মত দিয়ে কোল,
চলবে নিয়ে জগৎহিতে
ধ'রে ইষ্টস্বার্থ-বোল । ১৬।

জ্ঞানের আলোয় হ'স্ না যতই
ঝকমকে আর আলোকিত—
ইষ্টস্বার্থে যদিই না হয়
সব-কিছু তোর একীকৃত;
এই যদি না হ'তে পারিস্
ও কিছু নয় যা'ই না করিস্,
আলোর বিপুল ঝরার মত
ঝক্‌ঝকে তোর পতন তত । ১৭।

সংস্কার যা'র এমনি নীচু
এমনি ক্লীব উদার মন,
জাত-আদর্শ-কৃষ্টি-গুরুর
গৌরবে গোঁড়া নয় কখন;
বিশ্বপ্রেমের ঘোমটা টানা
সাম্য ধাঁজের বৃত্তিপ্রাণা,
কুলাঙ্গার সে—এমন জনার
সমর্থনেও হয় পতন । ১৮।

ইষ্টস্বার্থী গুরু না হ'লে
গুরুই সে তো নয়,
অনুসরণে তা'কে জানিস্
আছেই অনেক ভয় । ১৯।

গুরু পরখ করতে চাস্ তুই
এমনি বেকুব ঘোর,
পরীক্ষাই যদি করতে পারলি
গুরু কিসের তোর?
পরখ যদি করবি রে তুই
এমন থাকে রোখ,
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় দেখ্
কতখানি তাঁ'র ঝোঁক । ২০।

আদর্শ যেই টুট্‌ল—
বংশ জানিস নিম্নপথে
কুক্কুরবৎ ছুটল । ২১।

মাতৃভক্তি ইষ্টে যাহার
সার্থকতায় ধায়,
চিন্তা যাহার কর্ম্মে ফুটে
স্বতঃই মুক্তি পায়;
নেওয়ার চেয়ে দেওয়ার তৃপ্তি
বুক জুড়ে যা'র থাকে,
অনুকম্পায় সেবা যাহার
সহজ ডাকায় ডাকে;
উন্নতিতে নিপুণ-নেশায়
দীপন জীবন তা'র,
ধন্য হ'য়ে ভরদুনিয়ায়
চলেই অনিবার । ২২।

আদর্শহীন পড়শী-মাঝে
বহুমুখীন তোর চলন,

এই আদর্শ-বিহীনতায়
টুকরোমিতে সব মরণ ।২৩।

আদর্শতে তাল রেখে যে
বুদ্ধি-বিচার ধরে,
সৎবিচারক শ্রেষ্ঠ পূজক
মানের মুকুট পরে ।২৪।

যতই উদার হ'স্ না কেন
হ'স্ যতই বা ঢিট গোঁড়া,
পূরণপ্রবণ ইষ্ট বিনা
পুষ্টিতে তোর ছাই পোড়া ।২৫।

ইষ্টগুরুর স্বার্থরক্ষা
প্রাণ গেলেও তুই ছাড়িস্ না,
সব পাপেতেই ত্রাণ পাবি তুই
ঋষির বাণী ভুলিস্ না ।২৬।

স্বামীর ঝোঁকে ছুটলে নারী
শ্রেষ্ঠ ছেলের মা,
ইষ্টঝোঁকে ছুটলে পুরুষ
প্রজ্ঞা অনুপমা ।২৭।

ইষ্টতন্ত্রী না হ'লেই তুই
বৃত্তিতন্ত্রী হ'বি,
বৃত্তিতন্ত্রের অযুত টুকরোয়
স্বাতন্ত্র্যহীন র'বি ।২৮।

দশের মতে চললে রে তুই
হ'বি অযুতে অন্তর্দ্ধান,
এক আদর্শে চললে পাবি
দশের পূরণ-গড়ন-জ্ঞান ।২৯।

আদর্শটির স্পর্শহারা
যে-কাজই তোর হয়,
ঠিকই জানিস্ সে-কাজই তোর
পণ্ডতে পায় লয় । ৩০।

লক্ষ ভাল যাই কর না
যতই বিপুল হৃদয় হোক,
ইষ্টার্থটি যা'র ব্যাহত
সেইটি জেনো বিষম রোগ । ৩১।

দেওয়া-নেওয়া-সেবা-ভরণ
ইষ্টার্থে তোর নাই যদি হয়,
সকল চেষ্টা প্রতিষ্ঠা তোর
আসবে নিয়ে বিয়োগ আর ক্ষয় । ৩২।

প্রেষ্ঠহারা চলন-চালন
শতেক প্রয়োজন,
পদে-পদে বিপাক আনে
ভ্রান্তি অগণন । ৩৩।

এক ঝাঁকিতে মোড় ফিরিয়ে
অভ্যাস-ব্যবহার-প্রত্যয়ের,
আদর্শেতে অবাধ চ'লে
বর্দ্ধনে হ' অঢেল ঢের । ৩৪।

দেখা-শুনা আসায়-মেশায়
সেবা বর্দ্ধমান,
ইষ্টে এমনতর যতই
হৃদয় পূর্য্যমাণ । ৩৫।

সিদ্ধান্তে যে আসতে নারে
ত্বরিত-চলন বেগে,
বিবেক-বুদ্ধি খিন্ন তাহার
আদর্শ নাই জেগে । ৩৬।

প্রেষ্ঠ যাহার শ্রেষ্ঠ প্রিয়
চলেই নাকো তাঁ'য় ছাড়া,
চলন-বলন, স্বভাবটি তা'র
তেমনি হ'য়েই দেয় সাড়া । ৩৭।

মাতা-পিতা শ্রেষ্ঠজনে
শ্রদ্ধা-ভক্তি যাই রাখ না,
ইষ্টানুগ না হ'লে তা'
আসবে নাকো সম্বর্দ্ধনা । ৩৮।

ইষ্টীচলন থাকেই যদি
রুখবে না তোয় দুর্গতি,
দুর্গতি সব দুর্গ হ'য়ে
আনবে জয়ে উন্নতি । ৩৯।

আদর্শ যেথা অটুট হ'য়ে
সেবায় আনে বর্দ্ধনা,
যুক্ততানে উঠবে সেথায়
স্বাধীনতার মূর্চ্ছনা । ৪০।

আদর্শেরে বলি দিয়ে
দৈন্য যাহার উপ্‌চে ধায়,
সেই দীনতা হীনই ক'রে
হীনত্বেতে তা'য় বসায় । ৪১।

অতিক্রমি' অভাব-ব্যাঘাত
সেবা ক'রে গুরুজনে
লভে যবে আত্মপ্রসাদ—
শক্তি চলে উদ্দীপনে । ৪২।

লাখ সেবা তোর পরিস্থিতির
হৃদয়-উজাড় দান,
ইষ্টার্থে না হ'লে সার্থক
সবই তোর হয়রান । ৪৩।

ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতে
ব্যাপক-বেদন স্বার্থভরে,
বিস্তারে তোর ব্যক্তিত্বটা
অটুট চলায় বিরাট ধরে ।৪৪।

নিজের স্বার্থ যেমন দেখিস্
দোষ ঢেকে গুণ বলিস্,
প্রেষ্ঠতরে তেমন হ'লেই
পাবিই বিধির আশিস্ ।৪৫।

তুই যদি তোর প্রেষ্ঠ-নিদেশ
চলায়-বলায় না মানিস্,
ভরদুনিয়ায় তোরে মেনে
চলবে না কেউ ঠিক জানিস্ ।৪৬।

সেবাচর্য্যায় নিত্য রত
পাপ-পঙ্কিল অভ্যাস-মন,
মারে গুরু নিজেও মরে
যা'দের থাকে রোখ এমন ।৪৭।

ইষ্টস্বার্থ বাদ দিয়ে তুই
ব্যাপক স্বার্থ যেই না হ'লি,
টুকরোমিতে ডুক্‌কারিয়া
ধরলো মরণ, ঐ না ম'লি ।৪৮।

লোকমতের ঝোঁক যা' দেখ
দলন ক'রে চ'লো নাকো,
সমবেদনায় সামঞ্জস্যে
বিনিয়ে আদর্শে চলতে থাক ।৪৯।

উপকারীর করতে ভাল
আদর্শে করে হেলা,
সব শুভ তার উল্টো ধেয়ে
দেয় আপদের ঠেলা ।৫০।

পরের ইষ্টে নিন্দা ক'রে
হ'লি ইষ্টনিষ্ঠ,
নিজেরই পা ভাঙ্গলি নিজে
বুঝলি না পাপিষ্ঠ ! ৫১।

স্বার্থদ্যুতি যা'ই দেখাক না
দিয়ে বিজ্ঞ যুক্তিজাল,
ইষ্টীপূরণ-সংহতিহীন
চোরাই শ্রেয়ে পয়মাল । ৫২।

গুরু কিংবা গুরুজনে
আগ্রহাতুর সেবার ফলে,
অনটনটি যাবেই ছুটে
চলৎস্নায়ুর পুষ্টি-বলে । ৫৩।

আত্মপ্রসাদ মাতাল-নেশায়
গুরুসেবা করবি যত,
চলৎস্নায়ু সবল হবে
শক্তি উছল হবেই তত । ৫৪।

উদ্দেশ্যহারা উপলক্ষে
অলসকাজে প্রেষ্ঠপাশে,
কাটালে সময় জানিস্ কিন্তু
হারায় দিশে বুদ্ধি নাশে । ৫৫।

গুরুর দয়ায় নয় বিনীত
দাবীর তোড়ে গুরুর খায়,
গুরুর স্বার্থে অন্ধ-বধির
শকুনযোনি তা'রাই পায় । ৫৬।

গুরুর-নিয়ে খায় নিজে যে
উছল পূরণ করে না তাঁয়,
ধান্দা-আকুল দক্ষ-চলন
বয় না ইষ্ট দক্ষিণায়;

অবশ-স্নায়ু নিথর-গতি
ক্লৈব্যহৃদয় মন্দমতি,
নিপট কঠোর দুর্দ্দশাতে
সবংশে সে দৈন্যে ধায় ।৫৭।

চরস্নায়ুর দক্ষ প্রভাব
সমাহারী সংবেদন,
গুরুর সেবার বিনিময়ে
নিলেই হয় তা'র নিরসন ।৫৮।

স্বার্থবশে গুরুর ক্ষতি
স্তব্ধমতি বুদ্ধিনাশ,
অকালমরণ আগলে আসে
ক্ষীণমস্তিষ্ক জীবন-ত্রাস ।৫৯।

গুরু কিংবা গুরুকুলের
কোন সেবার বিনিময়ে,
যা' নিবি তা'র অনটনে
সচ্ছলতা যায়ই ক্ষ'য়ে ।৬০।

গুরুকে দিতে নেয় গুরুরই
অর্জ্জে' কিন্তু নিজেই খায়,
ফাঁকির ভাঁওতায় আগুন-রাগে
দগ্ধে দৈন্যে নিপাত যায় ।৬১।

গুরুর জিনিস করলে হরণ—
হৃত-সম্বেগ স্নায়ু তা'য়
ব্যাধির বিষে পাগলপারা,
ডাইনী-বিপাক পিছেই ধায় ।৬২।

লোক-পালক শ্রেষ্ঠ যা'রা
আদর্শে আপ্রাণ,
তা'দের ভালয় করবি যাহা
তাহাই সত্য জান্ ।৬৩।

সিদ্ধ নয় মন্ত্র দেয়
মরে মারে করেই ক্ষয় । ৬৪।

নিজে সিদ্ধ না হ'য়ে যে
লোকে মন্ত্র কয়,
নিজের করে সর্ব্বনাশ
যজমানেরও ক্ষয় । ৬৫।

ইষ্টনেশায় নয়কো অটুট
পূরণপ্রবণ ইষ্টপ্রাণ,
আচার্য্য বা গুরুপদে
হ'তেই নারে অধিষ্ঠান । ৬৬।

ভক্তি অটুট নারায়ণে
দক্ষপটু যা'র সেবা,
ঝঞ্ঝা আসুক শতেকরূপে
রুদ্ধ করে তা'য় কেবা । ৬৭।

ইষ্টগুরু লোকসারথি
নয় দুরিতকারী,
পূরণপুরুষ দয়াল ঠাকুর
সৎ-অশনি ধরি' । ৬৮।

সবার পূরণ করেন যিনি
তাঁ'রই মুখে বিধির বাণী । ৬৯।

পূরণপ্রবণ যেমন মানুষ
বিধির বাণী তেমনি ব'ন,
পূরণ-গড়ন-প্রবণবিশেষ
ব্যক্ত বিধি তা'তেই র'ন । ৭০।

যে-মনীষী জন্মেন যখন
সময়-কালের গর্ত্ত ফুঁড়ে,
সার্থকতার বিরোধবার্ত্তা
অর্থ দিয়ে হটান দূরে । ৭১।

যুগের বাঁচা-বাড়ার মূলে
গ্লানি যেথায় দেখতে পান,
পূরণপুরুষ সে-সবগুলি
বদ্‌লে আনেন অভ্যুত্থান । ৭২।

যুগ-পুরুষের আবির্ভাবে
দেবশক্তি, সিদ্ধশক্তি,
আতিদৈহিক সমাহারে
তাঁ'তেই পূরণ-অভিব্যক্তি;
যতেক তন্ত্র ব্রাহ্মী মন্ত্র
সার্থকতার লভে যন্ত্র,
আতস-কাচে সূর্য্যরশ্মি
যেমন স্বভাব-সংহতি । ৭৩।

পুরুষোত্তমই রাজা-প্রজা
জীবন-যশের খেই,
জন্মগত গুরু-আচার্য্য
ঋত্বিক্-অধ্বর্য্যুও সেই;
যাজক-পূজক-শিষ্য তিনি
গরীব-ধনী একই জন,
হৃদয়-জোড়া সৃষ্টিছাড়া
সৎ-অসৎ-এর বিশ্রয়ণ । ৭৪।

পূর্ব্বতন প্রেরণাতেই
পরবর্ত্তীর অভ্যুত্থান,
চেষ্টা করলেই দেখতে পাবি
তাঁ'তেই তাঁ'দের অধিষ্ঠান । ৭৫।

ইষ্টগুরু পুরুষোত্তমদের
এমন বাণীই নেই,
পূর্ব্বতনে বাতিল ক'রে
ধরাতে নিজের খেই । ৭৬।

বুদ্ধ-ঈশায় বিভেদ করিস্
শ্রীচৈতন্যে রসুল কৃষ্ণে,

জীবোদ্ধারে হ'ন আবির্ভাব
একই ওঁরা তা'ও জানিস্‌নে ? ৭৭।

ইষ্টস্বার্থে অমল হ'য়ে
অমর নিত্যে ধা',
মরণ-তরণ বজ্র হানি'
নাশ্‌ রে ব্যর্থতা । ৭৮।

অমর-নেশায় মনটা রে তুই
ইষ্ট-আভায় রাখ্‌ রে লাল,
বৃত্তিগুলি গুছিয়ে নিয়ে
মৃত্যু-কালোয় ধর্‌রে ঢাল । ৭৯।

রক্ত-আভার লাল লালিমায়
ইষ্টস্বার্থে জ্বালিয়ে বুক,
ঈশানদেবের বিষাণ-রাবে
জাগিয়ে তোল্‌ বধির-মূক । ৮০।

ভাবছ ব'সে চলবে কিসে
ভাববার তুমি কে?
ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি
ভাব তুমি তাঁকে । ৮১।

অসীম পথের অশেষ চলায়
অনাচারের ধ্বংস আনি,
যেজন চালায় বিভুর পানে
দিয়ে বিশাল দৃপ্ত বাণী,
জ্ঞানের খড়্গো কেটেকুটে
পথের আড়াল ছেঁটেছুটে
ধবল অশ্বের মহান বেগে
নিজে চ'লে চালায় প্রাণী,
প্রাণের পথের প্রেমিক সে যে
ধূমকেতুবৎ অট্টতেজে
কল্কি এলো মৃত্যুশিরে
করাল কুটিল দৃষ্টি হানি'। ৮২।

# ধর্ম্ম

অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম্ম ব'লে জানিস্ তা'কে ।১।

ধর্ম্মে সবাই বাঁচে-বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম না রে ।২।

ধর্ম্মে জীবন দীপ্ত রয়
ধর্ম্ম জানিস্ একই হয় ।৩।

যত জানিস্ ধর্ম্ম ব'লে
মূলে সব এক—গজিয়ে চলে ।৪।

দর্শনেরই বস্তাবাহী
বলদ নয়কো, সাধু যা'রা,
বরং পটু ন্যায়ের যোদ্ধা
বিধির বাহক জানিস্ তা'রা ।৫।

এক ত্রাতা এক প্রাণ
মন্ত্র একে অধিষ্ঠান ।৬।

সম্বেগ-হারা কর্ম্মপ্রাণ
আধ্যাত্মিকতার বন্ধ্যা টান ।৭।

আধ্যাত্মিকতা অবশ যা'র
কর্ম্মপ্রেরণা মূঢ় তা'র । ৮।

ইষ্টরাগে বিধির পথে
উপচয়ে চলা,
একেই বলে ধর্ম্ম খাঁটি
নইলে নিষ্ফলা । ৯।

কর্ম্ম-হারা ধর্ম্ম
অন্ধতমর বর্ম্ম । ১০।

কাজে করে ধর্ম্ম যেই
তা'র বাড়া মানুষ নেই । ১১।

বাঁচা-বাড়ার মর্ম্ম যা'
ঠিকই জেনো ধর্ম্ম তা' । ১২।

নিজের ধান্ধায় থাকল যা'রা
জ্যান্ত মরা রইল তা'রা,
ইষ্টধান্ধায় ঘুরল যে
বাজিমাৎ করল সে । ১৩।

যা' করলে বাঁচা-বাড়া
সমন্বয়ে বেড়েই যায়,
তা'কেই জানিস্ ধর্ম্ম ব'লে
ধর্ম্ম থাকে আর কোথায় ? ১৪।

বাঁচা-বাড়া নিঝুম হ'ল
পড়শী উছল হ'ল না,
এতেও কি রে বলতে চাস্ তুই
ধর্ম্মে করিস্ বন্দনা ? ১৫।

বাঁচা-বাড়া ক্ষুণ্ণ যা'তে
এমনতর নিছক যা',
অধর্ম্ম তা' হবেই হবে
পাপ ব'লেও তুই জানিস্ তা' ।১৬।

নিজের বাঁচা-বাড়ার সাথেই
অন্যে বাঁচা-বাড়ায় ধরা,
ওইটাকেই তো ধর্ম্ম বলে
ঐ চলনই ধর্ম্ম করা ।১৭।

নিত্য জীবনে ধর্ম্ম যেখানে
নন্দনে পায় মূর্চ্ছনা,
অর্থ, কাম, মোক্ষ
হ'য়ে স্ফীত বক্ষ
কত করে তা'রে অর্চ্চনা ।১৮।

যেমন চলায়-বলায়-খাওয়ায়
বাঁচা-বাড়ায় হয় ধৃতি,
ধর্ম্ম জানিস্ সেই চলনে
সেই তো জানিস্ সার নীতি ।১৯।

ধর্ম্ম যদি নাই রে ফুটলো
জীবন-মাঝে, নিত্য কর্ম্মে,
বাতিল ক'রে রাখলি তা'রে
কী হবে তোর তেমন ধর্ম্মে ? ২০।

ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপর
হ'য়ে ধর্ম্মে চলবে যত,
ধর্ম্ম আনবে অর্থ তোমার
কাম-মোক্ষ তেমনি তত ।২১।

কর্ম্ম-মাঝে ধর্ম্মকে যে
পালন করতে পারল না,

ধর্ম্মে-কর্ম্মে আনল বিভেদ
পদে-পদেই লাঞ্ছনা । ২২।

ইষ্ট-নেশার বিভোর টানে
স্বাস্থ্য-বিধি পালবি রে,
ভাল-কিছু এলেই মনে
তক্ষুণি তা'ই করবি রে;
পরিস্থিতির বাঁচা-বাড়ায়
যত্ন নিয়ে সর্ব্বক্ষণ,
ইষ্টপানে উচ্চেতিয়ে
ধরবি তুলে তা'দের মন;
ইষ্টভৃতি জোগাড় ক'রে
নিত্য করিস্ নিবেদন,
শক্তি পাবি মুক্ত হ'বি
একেই বলে ধর্ম্মায়ন । ২৩।

ইষ্টভৃতে দীক্ষা বাঁচে
শরীর বাঁচে কর্ম্মে,
সদাচারে সমাজ বাঁচে
জীবন বাঁচে ধর্ম্মে । ২৪।

ধর্ম্ম যদি অভ্যুদয়
পূর্ব্বপুরুষ-জাগরণ,
তাই কি তবে ধর্ম্ম হয়
বেঁচেই যা'তে হয় মরণ ? ২৫।

ধর্ম্ম যদি বাঁচা-বাড়াই—
কেরদানি আর কসরতে,
উল্টো কথার পণ্ডামিতে
কেউ যদি কয় তা' ছাড়তে—
মতিচ্ছন্ন তা'রেই জানিস
আত্মম্ভরী বাঘডাঁশা,

বাঘের মত দেখতেও যদি
শূয়োর-মুখো সেই নাসা ।২৬।

এক মাটিতে বাঘও গজায়
শেয়াল-শূয়োরও জন্মে,
এরাও কি তাই সবাই সমান
সমানই জাতিতে ধর্ম্মে?
যদি এক প্রাণনে আনতে পারিস্
শেয়াল হরিণ বাঘ বারণে,
পৃথক হ'লেও দেখতে পাবি
ধর্ম্ম কোথায় কী ধরণে ।২৭।

লক্-লেলিহান ফোঁসফোঁসানী
সরীসৃপী দুইটি চোখ,
আঁধার-ঢাকা চামড়াখানা
ফাঁকির লোফায় বেজায় রোখ;
শয়তানী ঐ অন্ধকারী
কালসাধুর বেশভূষা,
তপ্পা মেরে হুজুগ দিয়ে
করছে সবায় বাদুড়-চোষা ।২৮।

মরণভেদী ধর্ম্ম হেঁকে
চল্ প্রবর্ত্তক সাধু ওরে,
দীন-দুনিয়ার আগল-পাগল
মর্ম্মদিগ্ধ ব্যথিতরে—
ধ'রে তুলে গর্জ্জরোলে
দীপ্ত কর্ রে ধর্ম্মচালে,
আগলহারা বুকের টানে
গা', ওরে গা', স্বস্তিতালে ।২৯।

পিতৃপুরুষ কৃষ্টি যদি
থেকেই থাকে তোর বজায়,

যে-পথ ধ'রেই চলিস্ ধর্ম্মে
জাত কি তা'তে নিপাত যায় ? ৩০।

ধর্ম্ম দিয়ে জাতের তফাৎ
এও কি কোথায় হয়?
জনন থেকেই জাত যে গড়ে
ধরন-ধারণ কতই ধরে
রেত-শরীরী অমর-চলায়
মূর্ত্ত ধাপে বয়;
ধর্ম্মে সবাই বাঁচে-বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম না রে,
জন্মজীবন দীপ্ত করে—
ধর্ম্ম একই হয় । ৩১।

মতবাদ হো'ক না যা'ই
হো'ক না গুরু যে জাত-জন,
সেইটি রে তুই ধর্ম্ম জানিস্
করতে পারে সব পূরণ । ৩২।

উপার্জ্জন যা'র হৃষ্টচিত্তে
প্রেষ্ঠে প্রতুল করল না,
নিছক জানিস্ ধর্ম্ম তাহার
অভ্যুদয়ে ধরল না । ৩৩।

দান ও দয়া ধর্ম্মপথে
হ'লে সুশাসিত,
প্রাপ্তি তাহার সম্বর্দ্ধনে
চলেই সুনিশ্চিত । ৩৪।

সব যা'-কিছুর পূরণ পাবি
গড়ন সাথে অভ্যুত্থান,
সেইটি ধ'রে চোখ খুলে চল্
সেইতো ধর্ম্ম উছলপ্রাণ । ৩৫।

ইষ্টস্বার্থ পথে চ'লে
নিজের বাঁচা-বাড়ার ধাঁজে
রাখলে অন্যের বাঁচা-বাড়ায়
ধর্ম্ম থাকে চেতন সাজে ।৩৬।

পাপে যখন আসে ঘৃণা
আসে আক্রোশ, অপমান,
ইষ্টপ্রাণন ফেঁপে ওঠে
তবেই পাপের পরিত্রাণ ।৩৭।

অভ্যুদয়ী যেখানে যা'
সব বৈশিষ্ট্য পূরণ ক'রে,
ভাঙ্গন ঝোঁকের বেচাল চলন
ধর্ম্ম জানিস্ রুধেই ধরে ।৩৮।

ধর্ম্ম যখন নিবু-নিবু
মনে ভরবে মল,
টলমল যুক্তজীবন
কর্ম্ম হয় বিফল ।৩৯।

ধর্ম্ম তোমার ইষ্টার্থেতে
পাচ্ছে কিনা বর্দ্ধনা,
চতুর্ব্বর্গই হ'চ্ছে তাহার
সুষ্ঠু শোভন লক্ষণা ।৪০।

বাঁচা-বাড়া খিন্ন যেথায়
আচরণ মলিন,
খুঁজে-পেতে দেখিস্ সেথায়
ধর্ম্ম স্বাস্থ্যহীন ।৪১।

পূরণ-বাণী গড়নপ্রবণ
সন্ত-সাধু-প্রেরিতদের,
যে জাত-জনের হো'ন না তিনি—
বিভেদ-বাণী ম্লেচ্ছদের । ৪২।

তথাগতদের মধ্যে বিভেদ
করে যে-জন সে আর্য্যক্লেদ । ৪৩।

কৃষ্ণ-রসুল বিভেদ ক'রে
বুদ্ধ-ঈশায় প্রভেদ গণিস্,
আরে ওরে ধর্ম্মকসাই
কুটিল দোজখ মনেই রাখিস্;
এক বাপেরই পাঁচটি ছেলে
দেখলি না তুই চোখটি মেলে,
কাউকে বাপের করলি স্বীকার
কাউকে বললি নয়,
কা'রে রে তুই দিলি ধিক্কার
গাইলি কাহার জয় ? ৪৪।

ধর্ম্মবিধি সবই সমান
দেখতে শুধুই রকমফের,
লাখ সম্প্রদায় থাক না কি তা'য়?
রইলে একই ইষ্ট জের । ৪৫।

পূর্ব্বপুরুষ জাত-গরিমা
জানিস যা'তে ছাড়তে হয়,
এমনতর ধর্ম্মবাণী
জগদ্‌গুরুর নিছক নয় । ৪৬।

পূর্ব্বপুরুষ চেতন-ধারা
ধর্ম্মে যদি ছাড়তে হয়,

জোর গলাতে বলছি আমি
নিছক সেটি ধর্ম্ম নয় । ৪৭।

পারম্পর্য্যে ইষ্টজেরটি
যখনই যে ভাঙ্গল,
গণসমষ্টির ব্যষ্টিমূর্ত্তি
তখনই সে মারল । ৪৮।

পূর্ব্বতনে বাতিল ক'রে
যারাই ছড়ায় ধর্ম্মজাল,
আর সবারে সাবাড় ক'রে
তা'রাই চায় থাকতে বাহাল । ৪৯।

পূর্ব্বপুরুষ ধরন-ধারণ
পূরণ-পথে নবীন গড়ন,
অভ্যুদয়ী চলন-চালন
ধর্ম্মেরই এই উৎক্রমণ । ৫০।

মতবাদে জাতের ফারাক
ইষ্ট-তফাতে বংশভেদ,
ধর্ম্ম-ধারার চলন-চালে
হয় না জানিস্ জাত-বিভেদ । ৫১।

ঈশ্বরেরই উপাসনায়
হিংসা-সাধন পশুবলি,
বিশ্বপ্রভু নেন না তাহা
যায় না তাঁ'তে সে-সকলই । ৫২।

জীবন-বৃদ্ধির আরাধনায়
অহিংসাভরা অনুষ্ঠানে,
রকমারি আবেগ-চলন
উদ্দেশ্য এক ভগবানে,

থাকেও যদি এমনতর
প্রকারভেদ সাধনার—
ধৰ্ম্মযুদ্ধের দোহাই দিয়ে
আনলে বিরোধ নরক তা'র ।৫৩।

হিংসা-দ্বেষী বৃত্তিবিধুর
পালন-পূরণ মিলন-হারা,
চতুর চালে ধৰ্ম্মনীতির
সমর্থনে দিয়ে কাড়া,
ভরদুনিয়ার প্রেরিতদের
কা'রও ভক্তি-অছিলায়
অন্য প্রেরিত-নীতির দলন
করতে যদি কেহ ধায়,
তা'রেই নিছক কাফের জানিস্
ধৰ্ম্মদ্রোহের কারণ সেই;
তা'কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া
অবজ্ঞা সে ঈশ্বরেই ।৫৪।

ইষ্টতীর্থ আরাধনার
ম্লেচ্ছীদলন জানতে পেলে
প্রাণশক্তি বুদ্ধিশক্তি
শরীরশক্তি সকল ঢেলে—
নিপাত করি' সেই দলনে
ইষ্টতীর্থ-আরাধনার
গৌরব-স্তম্ভে অটুট ক'রে
অটল রাখলে প্রতিষ্ঠার,
ধৰ্ম্মযুদ্ধ তা'কেই বলে
এমন আহব করলে জয়,
শক্তরাগে বৃত্তিগুলি
ইষ্টস্বার্থে গ্রথিত হয়;
আবেগভরা ইষ্টটানের
আগলভাঙ্গা ঝটিত বেগে

অতিপাতকীও ঝলক-তপে
স্বর্গ লভে দীপক রাগে । ৫৫।

শিষ্য-গুরুর ভেদ গণে না
এক নজরে ভজে,
ধর্ম্ম তাহার দ্বিধা হ'য়ে
দুর্ব্বিপাকেই মজে । ৫৬।

পূর্ব্ব ঋষি মানে যা'রা
এক আদর্শ ভিন্ন ধারা । ৫৭।

প্রেরিতে যে প্রভেদ করে
অন্ধ তমোয় সাবাড় করে । ৫৮।

ধর্ম্ম যেখানে বিপাকী বাহনে
ব্যর্থ অর্থে ধায়,
তখনি প্রেরিত আবির্ভূত হন
পাপী পরিত্রাণ পায় । ৫৯।

আপ্তপূরণ ধারাটি তোর
বাতিল ক'রে অকৃতজ্ঞ,
সেই হৃদয়টি নিয়ে যাচ্ছিস্
প্রেরিতে ধ'রে হ'তে প্রজ্ঞ?
কায়দা-কলম ভণ্ডামি তোর
খাটতে পারে মানুষের কাছে,
ভাবিস পাবি পাগল অজান
রেহাই বিধির বান্দার কাছে ? ৬০।

জগৎমাঝে যে জাত-সমাজ
উঁচু-নীচু যেই না জন,
পূরণ-প্রবণ—সাধু-প্রেরিত
নমস্য সবার তাঁ'রাই হন । ৬১।

ধর্ম্মের নামে দোহাই দিয়ে
হরেক রকম ভানে
সাধু সেজে অনেক পুরুষ
মেয়ে ভুলিয়ে আনে,
ধর্ম্মে কামবৃত্তি-সেবা
নেই কখনো জানিস্,
ফুসলানিতে দেখিস্ নারি!
কভুও নাহি পড়িস্ । ৬২।

প্রেরিতে বিভেদ নাই যাহাদের
রসুল ব'লে মানে,
উপকারীর স্বতঃই গোলাম
মরেও যদি প্রাণে,
শান্তিবাদী শান্তি-সন্ত্রী
দীপ্ত-পূরণপ্রীতি,
সন্ধ্যা পাঁচে উপবাসে
গায় ঈশত্বের গীতি;
সব প্রেরিতের পূরণ-মতের
সেবক-সাধক প্রাণ,
পূর্ব্বপুরুষ সূত্র-ছেঁড়া
নয়কো ইতর টান;
একেশ্বরে হৃদয় ঢালা
শান্ত মতিমান,
জনসেবী জীবন-উপাসক
তা'রাই মুসলমান;
এমনতর রেশও যেথায়
নয়কো বিদ্যমান,
রসুল-প্রেমের মুখোসপরা
শঠকপটী প্রাণ । ৬৩।

ধর্ম্ম ঘোষে বাঁচা-বাড়ায়
ভরদুনিয়ায় একই ধাঁজে,

বক্তা ঋষির পথটিও এক
　　বিভেদ শুধুই ব্যক্তিমাঝে;
ধর্ম্মনীতি তাই রে সমান
　　যেথায় কেন যাস্‌নে আরে,
দেশ-কাল আর পাত্র-ভেদে
　　পৃথক যা' তা' ব্যবহারে;
সেই দেশ আর সেই কালেতে
　　সেই অবস্থায় সেই আচার
ধর্ম্মপন্থী হয়ই জানিস্‌
　　পুষ্টি যা'তে বাঁচা-বাড়ার;
খট্‌মটি ছাঁচে দিগ্‌গজী প্যাঁচে
　　ক'সনে রে আর বিভেদ-কথা,
অকাট্য একই ধর্ম্মে সবার
　　হ'য়েই আছে সার্থকতা । ৬৪।

পূরণ-গড়ন যুগের যা'-যা'
　　স্বতঃ গজিয়ে সংস্কারগুলি,
জন্ম নিয়ে সহজ করায়
　　পূর্ব্বতনে গেঁথে তুলি,'
দীপন আলোয় জনপদের
　　আঁধার নিকেশ ক'রে দ্যায়,
বাঁচা-বাড়ার সামগানেতে
　　সংস্পর্শীদের সব নাচায়;
ঐ মানুষে আর্য্য সবাই
　　যুগাবতার ব'লেই গণে,
বিশেষ নতি তাঁ'কেই পূজে
　　প্লাবন আনে তাঁ'র যাজনে । ৬৫।

ইষ্টগুরু-পুরুষোত্তম
　　প্রতীক গুরু বংশধর,
রেত-শরীরে সুপ্ত থেকে
　　জ্যান্ত তিনি নিরন্তর । ৬৬।

একস্রষ্টা অদ্বিতীয়
নাইকো যা'র মনে,
প্রেরিতকে অস্বীকারে
উপাসনা গণে;
পূর্ব্বতনে প্রেরিতদের
স্বীকারে নাই টান,
প্রেরিতে বিভেদ করাই যা'দের
স্পর্দ্ধী অভিযান;
হত্যা করি' পূজে ঈশ্বর
মাংসে উদর ভরে,
সেই প্রত্যয়ের নিছক টানে
যা'রা জীবন ধরে;
পূর্ব্ব-পূরণ বর্ত্তমানে
শ্লেষের গাথা গায়,
প্রেরিত-তীর্থ অবজ্ঞাতে
দলতে থাকে পায়;
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
পড়শী-সেবা নেই,
ম্লেচ্ছ-কাফের তা'রাই জানিস্
শয়তানসেবী সেই । ৬৭।

একস্রষ্টা অদ্বিতীয়
যে-জন মনে জানে,
প্রেরিত প্রতীক তাঁ'রই পথ
গাঁথা যাহার প্রাণে;
পূর্ব্বতন প্রেরিতদের
স্বীকার-নতির টান,
প্রেরিত বিভেদ করে নাকো
এমনি মতিমান;
হত্যা করি' ঈশ্বরকে
করলে নিবেদন,

সেই রক্ত-মাংস তাঁ'তে
পৌঁছে না কখন;
প্রত্যয়টি এমনি যা'র
হৃদয়েতে গাঁথা,
পূর্ব্ব-পূরক বর্ত্তমানে
নতিতে হেঁট মাথা;
তীর্থে হৃদয় দীপনভরা
দীপ্ত অনুরাগ,
যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
পড়শী-সেবী যাগ;
এমনতর প্রাণ যেখানে
সৎ-উপাসক সেই,
নতি চলে বিনয়-রাগে
শ্রেষ্ঠ তাঁহাতেই ।৬৮।

কুম্ভীরেরে বাহন ধ'রে
সর্পে ক'রে তুই আয়ুধ,
বৃশ্চিকেতে তূণটি ভ'রে
ম্লেচ্ছ নীতি কর অবুধ ।৬৯।

দুঃখ-আঘাত-অবসাদে
ডরবি কেন আর্য্য ছেলে,
ফণীর মণি তুলতে কেন
পারবি না রে বুদ্ধি ঢেলে ।৭০।

পূর্ব্বতনে নতির ধারায়
পূর্ব্বকৃষ্টি-সম্পূরণে
ছিটিয়ে দিয়ে সে-সম্পদে
ধরেন যিনি উদ্বর্দ্ধনে,
তাঁ'কেই বলে পুরুষোত্তম
ভগবানের দোস্ত জানিস্,

তাঁ'রই নীতির কৃতঘ্নতায়
পিতৃপুরুষ কৃষ্টি ছাড়িস্?
ওরে বাতুল মত্ত পাগল
ম্লেচ্ছ বেবুঝ কাফের তুই!
কা'র দোহাইয়ে কী বলিস্ তুই
মিথ্যা ধ'রে চলছিস্ নুই';
ধৰ্ম্ম যেথায় বাঁচা-বাড়া
তার কি আবার বদল হয়?
চলন-গুণেই ক্রম-পূরণে
ঘোষেই ধৰ্ম্ম বিধির জয়;
খেয়ালবশে মিথ্যে কথায়
দোহাই দিয়ে দোস্ত খোদার,
এমন বলা বলিস্ না রে
মুক্ত ক'রে দোজখ-দ্বার ! ৭১।

আৰ্য্য তোরা ছাড়লি যেদিন
পৰ্য্যায়ী যুগ-পুরুষোত্তমে,
উৎসহারা খণ্ড ধ'রে
জীবন দিলি জাহান্নমে;
রক্তে আৰ্য্যমদির তা'রা
আজও জাগে স্তিমিত আঁখি,
এখনও নে প্রাণভরে ডাক,
চল্ সিধে চল্ সে-পথ রাখি';
খড়্গ ধ'রে ফিরে দাঁড়া
বর্শা ধ'রে মুষ্টি-করে,
ম্লেচ্ছ-বধির চলনা যত
বিদায় কর্ রে নিকাশ ক'রে;
ওই ওঠে দিন যদিও মলিন
মেঘলা যাবে ফুটবে দ্যুতি,
সেবার অনল উঠুক জ্বলি'

ইষ্টযজ্ঞে দে আহুতি;
ফের্ ওরে ফের্ ঈশানদেবের
ঐ শোনা যায় মন্ত্র হাঁক,
দুষ্ট যা' তা' চুরমারি' কর
অমর আকাশ দীপ্ত ফাঁক ! ৭২।

পূর্ব্বতনে নতির ধারায়
পূরণ-স্থিতি গড়ন সাথে,
সমাধানে সমাহারী
বিধির নীতি নিয়ে মাথে;
জাতকে দিতে অমরণের
মন্ত্রমুখর অটুট আলো,
তাঁ'রই নীতির হোমটি তুমি
অন্তরেতে নিত্য জ্বালো;
বুঝে-সুঝেও যা'রা তাঁ'রে
ধরে না বা ধরতে নারে,
ম্লেচ্ছ তা'রাই মরণ-বধির
হানেই জাতে মরণ-কালো;
দূরে রাখিস্ সাবধানেতে
ধরিস্ আলো তা'দের পানে,
ভেঙ্গে যদি পারিস্ আনিস্
মৃত্যুঘ্নী তোর আহব-বাণে ! ৭৩।

# সাধনা

করতে গেলে যা'-যা' ক'রে
হাসিল তাহা হয়,
সেই চলনে চললে তবে
সাধন তা'রে কয় । ১।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান
রুদ্ধ করে পরিত্রাণ । ২।

ধর্ম্মানুগ দেখলে ন্যায়
পালবি অটুট দৃঢ়তায় । ৩।

সাধ যাহার হয় যেমন দড়
সাধনাও তা'র তেমনতর । ৪।

ভাবে বলে করে না
সিদ্ধি তা'র আসে না । ৫।

তপের পথে সাধনে যায়
যোগ্যতা তা'র পিছনে ধায় । ৬।

সাধ হবে তোর যেমন তোড়ের
সাধনায়ও তেমনি,
দুঃখ-বাধা হটিয়ে দিয়ে
সিদ্ধিও পাবি অমনি । ৭।

সিদ্ধি যদি চাও—<br>
করায় তুমি লেগে থেকে<br>
নিরন্তরই ধাও । ৮।

সন্ধিৎসা যা'র নাই—<br>
কিসের রে তা'র ভজন-পূজন?<br>
বিপাক সর্ব্বদাই ! ৯।

বাধার কথা শুনিস্ নে তুই<br>
ইষ্টপানে চল্,<br>
শতেক অভাব মোচন হবে<br>
বাড়বে বুকে বল । ১০।

রোখের তোড়ে বৃত্তি যখন<br>
ধরবে তোরে ক'ষে,<br>
সৎ কাজেতে লাফিয়ে পড়িস্<br>
জয় পাবি তুই ব'সে । ১১।

মুগ্ধ আকুল সন্ধিৎসাতে<br>
সার্থক তাপস টান,<br>
এ-জন হ'তে পায় দুনিয়া<br>
জ্ঞানচুয়ান দান । ১২।

স্বস্তিটিকে বজায় রেখে'<br>
লক্ষ্য রেখে সৎ মহান,<br>
তপ, দান, ধ্যান যা' পারিস্ কর<br>
ঐ পথেতেই অভ্যুত্থান । ১৩।

বৃত্তিনেশার অমোঘ টান<br>
উৎসপানে ব'য়ে,<br>
সার্থকতায় ইষ্টেতে ধায়<br>
আত্মকর্ম্মক্ষয়ে । ১৪।

স্বভাব রাখিস্ সুশীল-কোমল
ঝোঁকটি সৎ-এ কড়া,
হৃদয় রাখিস্ ইষ্টস্বার্থে
অটুটভাবে ধরা,
তালটি রাখিস্ চল-নজরে
এড়িয়ে বৃত্তিদায়,
এমন চালে চললে সে-জন
শ্রেয়ের দিকেই ধায় । ১৫।

অনুরাগের ঝলক-ঝোঁকে
আত্মোৎসর্গে নিবেদনে
আস্‌লে নতি অনুগতি
প্রেষ্ঠস্বার্থী উদ্দীপনে,
সন্ধানী এই অনুরাগে
নিয়ে সেবার সমীক্ষা
প্রেষ্ঠনীতির পথে চলাই
মন্ত্রপূত দীপন দীক্ষা । ১৬।

সৎদীক্ষা তুই এক্ষুণি নে
ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি,
মরণ-তরণ এ-নাম জপে
কাটেই অকাল যমভীতি । ১৭।

দীক্ষা-বিয়ের আনুষ্ঠানিক
সাম্যভাঙ্গা মন্থরতা,
আনেই জীবন-কর্ম্মশালায়
মন্দ-বধির অলসতা । ১৮।

দক্ষিণা দিতে
যেমনি টান,
দক্ষতাতেও
তেমনি প্রাণ । ১৯।

দীক্ষা নিয়ে সাধ্যমত
দক্ষিণা দেয় না যে-ই।
সাধনা তা'র মর্ম্মাহত
ব্যর্থসিদ্ধি সে-ই । ২০।

দীপ্ত সম্বেগ ফুল্লপ্রাণে
সামর্থ্যে দান যেমনটি,
দক্ষিণা সত্যি কয় তা'কেই
আর কিছু নয় তেমনটি । ২১।

ইষ্টসম্বেগ দৃপ্ত হ'য়ে
বৃত্তিরই একমুখতায়
দেওয়ার স্পৃহার উচ্চেতনে
চলৎ-স্নায়ু দীপ্তি পায়,
অমন দীপ্ত সম্বেগেতে
কাজে করলে উচ্ছ্রয়ণ
ঝোঁকসম্বেগে দক্ষ হ'য়ে
দক্ষিণায় হয় উৎক্রমণ,
এইটি হচ্ছে দক্ষিণার তুক
এ না হ'লে সবই মাটি,
বুঝে-সুঝে চল্‌বি ঋত্বিক্
এইতো আমার কথা খাঁটি;
ভালবাসার দৃপ্ত সম্বেগ
সেবা-দানের বিচ্ছুরণে
দক্ষ হ'য়ে চলবে তখন,—
লয়ই পাবে এর বিহনে । ২২।

দক্ষিণা দেয় না দীক্ষা নেয়
দক্ষতাটি মুষড়ে খায় । ২৩।

আবেগভরা দক্ষিণাটি
যেমনতর দেখতে পাবে,

দীক্ষা হ'ল কার্য্যকরী
তেমনতরই বুঝা যাবে ।২৪।

প্রাণশক্তি দীপ্ত হ'য়ে
দানে করে উৎসেচন,
দক্ষিণাটির উপভোগ তাই
প্রাণের আনে উচ্ছলন ।২৫।

দক্ষতাকে উচ্চেতিয়ে
দক্ষিণাতে ফুল্ল ক'রে
তোলে না এমন আচার্য্যটি
দক্ষতাকে নিকাশ করে;
উৎস-অবশ দক্ষধারা
হ'য়ে হয় সে ঋদ্ধি-হারা
যজমানের অপ্রাতুল্যে
দুর্ব্বিপাকে মরেই মরে ।২৬।

ঊষানিশায় মন্ত্রসাধন
চলাফেরায় জপ,
যথাসময় ইষ্টনিদেশ
মূর্ত্ত করাই তপ ।২৭।

ইষ্টপদে টান না হ'লে
জপ করিস বা কী?
জনমভোর করলেও জপ
লাভ হবে ফাঁকি !২৮।

বৃত্তিস্বার্থী বহুরতি
বিচ্ছিন্নতায় টানে,
ইষ্টানুগ বহুরতি
তোলে ঊর্দ্ধপানে ।২৯।

জপ তখনই হয়—
জপ্যচিন্তা হৃদে রেখে
সার্থকতার পন্থা দেখে
কাজে নিছক ফুটিয়ে যবে
অর্থ উপজয় ।৩০।

তুই মনে করিস্ ধ্যান-জপ
যাজন করিস্ মুখে,
কাজে তা'দের ফুটিয়ে তুলিস্
বহিস্ জীবন সুখে ।৩১।

ইষ্টস্বার্থী প্রাণটি নিয়ে
জপ করলে রে তুই,
সার্থকতায় উঠবি ফুলে'
মলিনতা ধুই' ।৩২।

জপ করিস্ তুই পূজো করিস্
সহজ জ্ঞান তো ফুট্‌ল না,
ঠিকই জানিস্ জপ-পূজোর নেই
নিত্য কর্ম্মে মূর্চ্ছনা ।৩৩।

ইষ্ট আর ইষ্টস্বার্থে
মনের আনাগোনা,
এমনি ক'রেই ধ্যানে আসে
চিত্ত-সংযোজনা ।৩৪।

পুনঃ পুনঃ সেইটি করা
যা'তে পাওয়া ফলে,
অমনতর সম্বেগকেই
ইচ্ছা করা বলে;
লক্ষ্য আছে অভীষ্টেতে
করায় ফুটে উঠল না,

উদ্দেশ্য লোকে কয় তা'রেই
ওইটি ইচ্ছার সূচনা;
কল্পনাতে পাওয়ার চিন্তা
সম্বেগেতে নেই,
ওইটি হ'ল চিন্তাটি সেই
উদ্দেশ্যেরই খেই;
ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি ক'রে
কথায় ফোটে কাজে নয়,
মনন-করণ কয় তা'কেই
চাহিদা যা'তে উপজয় ।৩৫।

যে-বিদ্যে তোর আছে জানা
দক্ষতা যা' মজুত,
ইষ্টার্থে তা' লাগিয়ে যা না
বাড়বে গুণে অযুত ।৩৬।

বৃত্তিসেবার গর্ব্বী দানে
বর্দ্ধনাটা টোটে,
ইষ্টসেবী সৌকর্য্যেতে
উন্নতিটি ফোটে ।৩৭।

তুই যদি তোর ইষ্ট-পথে
চলতে নারিস্ পাকা,
তোরে ধ'রে চলছে যা'রা
তা'রাও চলবে ফাঁকা ।৩৮।

ইষ্টমুখীন অটুট টানে
মহৎ পরাক্রমে,
অভাব-বাধা অন্তরায়ের
বিনা অতিক্রমে—
কেমন ক'রে জ্ঞান হবে রে
জীবন-যশে উঠবি বেড়ে?

পরাক্রমশীল অটুট টানেই
    হয় রে আসল যোগ,
ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতেই
    ·নিত্য-নবীন ভোগ ।৩৯।

সন্ধিৎসা-পথে সেবা নিয়ে
ইষ্টস্বার্থে নজর দিয়ে
পূরণ-গড়ন পথে চলে
    দীপন প্রসার মন,
জ্ঞানের যোগী তা'কেই বলে
ইষ্টতালে যে-জন চলে
গবেষণার আলোক হাতে
    চলেই অনুক্ষণ ।৪০।

প্রেষ্ঠ লাগি' কর্ম্ম করে
    তাঁ'রই স্বার্থে মন,
কাজের ফলে প্রেষ্ঠ-পূজায়
    প্রীত দীপ্ত র'ন,
কর্ম্মযোগের হয় সে যোগী
    দীপনপ্রাণ সে প্রেষ্ঠ-ভোগী,
জেল্লায় তা'র জগৎ আলো
    রয়ই অনুক্ষণ ।৪১।

বস্তু-হারা গুণ যেমন
    ভাবতে পারা যায় না,
ব্রহ্মবিৎ বিনেও তেমনি
    ব্রহ্ম পাওয়া হয় না ।৪২।

প্রেষ্ঠ-নিদেশ সম্পূরণে
    যেমনতর দক্ষতা,
বৃত্তিগুলো সার্থকতায়
    লভেই তেমন পক্কতা ।৪৩।

ধ্যান ভাল হয় কোথায়?
হৃদয়-আবেগ উপ্‌চে যেথা
ইষ্টপানেই ধায় । ৪৪।

ইষ্টস্বার্থই ভুল হ'ল তোর
মূর্ত্তি-চিন্তাই ধরলি,
ধ্যানটি গেল গোল্লায় কিন্তু
এমন করাই করলি ! ৪৫।

সূক্ষ্ম-সার্থক বিভেদ-বিচার
সফল অনুভব,
ক্ষিপ্র চিন্তা স্মৃতি-কর্ম্ম,
ধ্যানেরই বিভব । ৪৬।

জয়ই যদি চাস্‌—
অভাব-বাধা অতিক্রমি'
ইষ্টপানে ধাস্‌ । ৪৭।

সুফল লভি' চলার সাথে
অভিজ্ঞতা অর্জ্জন,
অমনি ক'রে চলাই জানিস্‌
সাধুর আদত লক্ষণ । ৪৮।

গুচ্ছে-গুচ্ছে বৃত্তিগুলি
ইষ্টে ন্যস্ত যতই হবে,
নিত্যনূতন ব্যক্তিত্বটা
গজিয়ে নিত্যানন্দে র'বে । ৪৯।

দীক্ষা নিয়ে নিয়মমত
চললে তবে হয় উন্নত । ৫০।

চলনহারা চরণ-পূজা
বন্ধ্যা পূজা সেই জানিস্‌,

আদর্শতে অটুট চলন
বর্দ্ধনা তোর তাই মানিস্ । ৫১।

করার নেশায় অন্তরায়ে
যতই ক'রে অতিক্রম
অভীষ্টে হয় উপনীত—
সুখ তা'রই হয় যে-জন ক্ষম । ৫২।

কারণ-পথে করণ আসে
কারণেরই করণ-ধাঁজ,
করণ-পথের একটু আগেই
অধিষ্ঠিত কারণ রাজ । ৫৩।

তপের তোড়ে বৃত্তিগুলি
কারণে হ'লে সমাহিত,
লাখ চাহিদার অযুত টান
নির্ব্বাণে হয় নির্ব্বাপিত । ৫৪।

ভালবাসা যা'র অটুট টানে
চলে প্রেষ্ঠঝোঁকে,
আত্মসমর্পণ হয় তাহারই
বৃত্তিভেদী রোখে । ৫৫।

দরদ-ভরা ইষ্টে টান
তবেই সিদ্ধ জপ আর ধ্যান । ৫৬।

ইষ্টে চেতন ব্যক্তিত্বটা
মন্ত্রে চেতন মন,
ইষ্টভৃতে দীক্ষা চেতন
সেবায় চেতন ধন । ৫৭।

ইচ্ছাশক্তি করতে প্রবল
থাকেই যদি তোর মতি—

রোজই করিস্ ভাল যা' তাই
বাড়িয়ে তুলিস্ তা'র গতি । ৫৮।

প্রেষ্ঠপ্রীতি-অনুরাগে
প্রেষ্ঠ-কথা বলা,
প্রেষ্ঠপ্রীতির নিছক টানে
প্রেষ্ঠ-পথে চলা,
প্রেষ্ঠ কিংবা প্রেষ্ঠ-কথায়
অভিরুচি যা'র,
যজন-যাজন হয়ই সহজ
জীবনমাঝে তা'র । ৫৯।

যেথায় থাকিস্ হ'স্ না বেহুঁস
করতে সন্ধ্যা-প্রার্থনা,
হ'বিই তা'তে কর্ম্মনিপুণ
শক্তি পাবে বর্দ্ধনা । ৬০।

পূর্ব্বঋষি উড়িয়ে দিয়ে
অভিজ্ঞতা খুঁজিস্ পাগল?
দর্শন জ্ঞান যা'কিছু তা'র
পূর্ব্বতনেই ভিত্তি অটল,
তা'কেই বেকুব করলি বাতিল
বৃত্তিস্বার্থ-পূরণ তরে,
হাওয়ার ঘড়ায় কখনও কি
যায় রে রাখা সলিল ভ'রে ? ৬১।

ব্যস্ত হ'য়ে বৃত্তিরিপু
দমন করতে যতই যাবি,
ঐ বিব্রতির সুযোগ নিয়ে
তা'রাই তোরে করবে দাবী;
শোন্ রে বলি আমার কথা—
রেহাই পাবি এড়িয়ে পাক,

মন না দিয়ে ধাঁধায় ওদের
অন্য কাজে ব্যস্ত থাক্ ।৬২।

সাধনারই তপ-তাপেতে
বিনিয়ে-গুছিয়ে বৃত্তিগুলি
একীকরণে ইষ্টার্থেতে
সব যা'-কিছু গেঁথে তুলি',
সাশ্রয়ী সংহত হ'য়ে
দীপ্ত আলোয় আঁধিয়ার
প্রাণের টানের অমোঘ তাড়ায়
ক'রেই ফেলে চূর্ণীকার,
সিদ্ধ মানুষ পূরণকারী
তাঁ'কেই জানিস্ নিছক সবে,
ইষ্টানুগ জয়ের গানে
থাকেই সিক্ত সে-জন ভবে ।৬৩।

বাঁচা-বাড়ার সদাচারে
ইষ্টানুগ সংহতি,
এ ধাঁচে নয় চরিত্র যা'র
শুভে স্বতঃই বিরতি ।৬৪।

মন যা'তে তোর লেগেই থাকে
মুগ্ধ হ'য়েই রয়,
তা'রই প্রীতির চলন-বলন
প্রাপ্তি তা'কেই কয় ।৬৫।

দক্ষতাকে দখল ক'রে
শ্রেষ্ঠমত্ততায়—
ক্রমাগত সৎচলনে
ভগবত্তা পায় ।৬৬।

ঈশ্বর তোরে বাসেন ভাল
স্বার্থ তা'তে কী?

তুই ভাল না বাস্‌লে তাঁ'রে
সবই ছাইয়ে ঘি । ৬৭।

'যদি' 'যেন' যতই দিবি
প্রার্থনা আর কর্ম্মস্থলে,
সাধ্য আবেগ সাঁতার দিয়ে
চলবে প্রায়ই ভাঁটি-জলে । ৬৮।

স্নায়ুগুচ্ছ স্থৈর্য্যঘাতী
উগ্রবীর্য্য ভোজন-পানে,
মন্দিরেতে যাস্‌নে রে তুই
কী হবে তোর ভজন-ধ্যানে । ৬৯।

যজ্ঞ মানে বুঝলি কি তুই?
আদর-সেবায়-যত্নে পালা
আর্য্য ছেলের নিত্য নীতি—
পঞ্চযজ্ঞে জীবন ঢালা,
ব্রহ্মযজ্ঞ দেবযজ্ঞ
নৃযজ্ঞ আর পিতৃযজ্ঞ,
ভূতযজ্ঞে পরিস্থিতির
সেবাবর্দ্ধন করে প্রজ্ঞ । ৭০।

বৃত্তি যখন যেমনি ক'রে
চিত্তটাতে ফলিয়ে রং
কর্ম্মে করে নিয়োজিত
ধ'রে নানান কুটিল ঢং,
সেইটি দেখে খুঁজে-পেতে
বিনিয়ে চিৎত্বে ক'রে গমন
অনুতাপে দগ্ধে' আবার
প্রায়শ্চিত্তই করে শোধন । ৭১।

সিদ্ধি ছাড়া মন্ত্র দান
মরে মারে যজমান । ৭২।

পুরুষোত্তম-আদেশ-বিধি
অভিষিক্ত করে যা'কে,
যেমনই সে হোক্ না জন—
মন্ত্রশক্তি হয় চেতন,
যখনই সে দীক্ষাদানে
ইষ্ট-যাজন ডাকে;
বিসদৃশ বৃত্তিচাপে
নিদেশ-বিধির অপলাপে,
দুর্নীতিবশ হ'য়ে যখন
ইষ্টার্থটি করে হেলন,
উৎচেতনী শক্তিটি ওই
ছাড়েই জানিস্ তা'কে ।৭৩।

সিদ্ধব্যবহারী দ্রব্য-সহ
অনুজ্ঞা যদি থাকে,
কিংবা তাঁ'দের আদেশ-লিপি
অভিষিক্ত করে যা'কে,
যেমনই সে হোক্ না জন
মন্ত্রশক্তি হয় চেতন
যখনই সে দীক্ষা দানে
ইষ্ট-যাজন ডাকে ।৭৪।

হ'লেও অজ্ঞান অবোধ জন
মন্ত্র-তাবিজ করলে ধারণ
সেই নিয়মে চললে যেমন
অনেক ব্যাধিই সারে,
ইষ্টদ্রব্যবাহী যা'রা
ইষ্টপথে চললে তা'রা
সেই চলনে শক্তি তা'দের
উছল ধারে বাড়ে ।৭৫।

লেলিহানী দীপনবেগে
চক্ষু ক'রে তীক্ষ্ণতর

আন্ ধ'রে আন্ বিধির বিধান
অবশ প্রাণটি কর্‌রে খর,
দম্ভিয়ে মার রক্তনেশার
প্রাণঘাতী যা' অবশতা,
কর্ রে নিপাত নিপাতীবাদ
নিপাত ক'রে দুর্ব্বলতা । ৭৬।

বহ্নি-ফাগের ধমক দেখি,
হপ্‌কে যাবি তুই,
এমনি কেন ভাবিস্ বেকুব
পড়বি ওতে নুই' । ৭৭।

আদর-ভরা ফুল্ল বাণী
আশার পিনাক হাতে,
প্রাপ্তিটাকে আনবি ডেকে
তপের আলোকপাতে । ৭৮।

দ্বন্দ্ব-বাধা-বিঘ্ন দলি'
দক্ষ-কুশল তড়িৎ রাগে,
গুরুর আদেশ পালন যেথা
সেথায়ই তো সিদ্ধি জাগে । ৭৯।

অসীম জানিস্ সসীম হ'য়ে
সীমায় করে বাস,
সসীমেতে দেখলে অসীম
তবেই কাটে ফাঁস । ৮০।

পাওয়ার মত যদি কিছু তা'
অমর জাতিস্মর,
মরণভেদী জীবন ধ'রে
সজাগ নিরন্তর । ৮১।

প্রশ্ন যেথায় মুগ্ধ হ'য়ে
বুদ্ধ হ'তে চায়,
ঐ তো সেথায় পুরুষ-প্রবীণ
নবীন চোখে চায় । ৮২।

সাধন-পথে তপের তোড়ে
বৃত্তিগুলি যা'র
বিনিয়ে-বিনিয়ে গুচ্ছ ধ'রে
ইষ্টে সমাহার,
সাধন-সিদ্ধ তা'রেই জানিস্,
কর্ম্মবীর সেই তো বুঝিস্,
টানের তোড়ে সাধার বলে
সিদ্ধি আসে তা'র । ৮৩।

প্রবৃত্তি যা'র সহজ চলায়
ইষ্টে স্বার্থান্বিত,
নিত্যসিদ্ধ তা'কেই জানিস্
সবারই প্রার্থিত । ৮৪।

ইষ্টটানে সেবার পানে
যা'র প্রকৃতি বয়,
সেবার পথে বৃত্তিগুলি
ইষ্টস্বার্থী হয়,
সেবায় মুখর সেই মহাজন
কর্ম্মমুখর দীপন মনন,
করার পথে সিদ্ধি পেয়ে
কৃপা-সিদ্ধ হয় । ৮৫।

প্রেষ্ঠপ্রীতি ক্ষুণ্ণ করে
এমন বৃত্তি-হাতছানিতে
ধায় নাকো মন নিথর চলন
লোভপ্রদ লোভানিতে,

বৃত্তি কাবু বুঝবি তখন
বিনিয়ে হ'চ্ছে নবীন গঠন
পূরণ-গড়ন-প্রস্রবণে
প্রজ্ঞাদীপ্ত নাচনীতে । ৮৬।

জীবন-মরণ দুন্দুভিতে
বাজ্‌লে রে ওই বিজয়-ডাক,
লাফ দিয়ে তুই পড়্‌ এখনো
কর্ম্মে বাজা সিদ্ধি-ঢাক । ৮৭।

অমৃতেরই অভিযানে
হতই যদি হ'স্‌,
স্বর্গ যে তোর থাকবে অটুট
জয়ে কীর্ত্তিঘোষ । ৮৮।

প্রশ্ন আমার অস্তে যাউক
রহুক যুক্তি স'রে,
তোমার ব্রত করব পালন
মরণ স্তব্ধ ক'রে । ৮৯।

এক নিয়মে একটি কারণ
রূপের উপর রূপটি ফুঁড়ে,
অবস্থানের সৃষ্টি ক'রে
হরেক রূপে চলছে উড়ে;
এক নিয়মের নানান্‌ ফেরে
কতই রূপের পরিস্থিতি,
যাচ্ছে অঢেল অবাধ ব'য়ে
এমনি চলাই তা'র প্রকৃতি;
ফুটছে রূপে চলছে রূপে
রূপেই আবার যাচ্ছে ডুবে,
ফোটা-ডোবার আবহাওয়াতে
অসীম বেগে চুপে-চুপে । ৯০।

অসীম যখন সহজ জ্ঞানে
সীমাতে ল'ন স্থান,
বৃত্তিভেদী টান হ'লে তাঁ'য়
দেখবি ভগবান । ৯১।

ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে
তাঁ'র কাজে তোর সঙ্গতি,
যোগান দিয়ে ধন্য হ' তুই
হোক দলিত দুর্ম্মতি । ৯২।

কিসের দুঃখ দৈন্য কিসের
বিষাদ বা কী, কী অবসাদ,
ইষ্টীপূত প্রাণে গা' না
অমর রহুক আর্য্যবাদ;
পূর্ব্বতনে শ্রদ্ধা-আলোয়
পরবর্ত্তী চিনে লও,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
ধ'রে তোমার জীবন বও;
সসম্মানে বর্ণাশ্রমে
বহন কর যথারীতি,
অনুলোমী উদ্বহনে
যত্নে পালিস্ যথানীতি;
ইষ্টমুখী সেবায় করিস্
পাড়াপড়শীর উন্নয়ন,
নিতে হ'লেই করবি রে তা'র
যেটুক পারিস্ সম্পূরণ;
সদাচার করলে পালন
বাঁচা-বাড়ায় অমোঘ হয়,
প্রতিলোমে কু-এর জনম
রাষ্ট্র-সমাজ-জাতি ক্ষয়;
দশবিধ সংস্কারই
মনে রাখিস্ সত্য সার,
মরণভেদী অমর হাওয়া
আর্য্যনীতির শিষ্টাচার । ৯৩।

# ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নী

ইষ্টপোষণ যা'র অবশ
লোহার বাঁধায় সিদ্ধি বিবশ ।১।

ইষ্টভরণ পিতৃপোষণ
পরিস্থিতির উন্নয়ন,
এ না ক'রে যা'ই করিস্ না
অধঃপাতেই তোর চলন ।২।

আত্মরক্ষা-উপকরণে
ইষ্টভরণ করতে হয়,
কর্ম্মশক্তির যা'য় সমাহার
তা'রেই তো কয় পুরুষকার,
পুরুষকারে দৈব যোজন
তা'রেই ইষ্টভৃতি কয় ।৩।

ক্ষিপ্তকুটিল বিষদংশনে
দৈন্য-জীর্ণ জীবন-কৃতি,
পূর্ব্বপুরুষ তবুও ছাড়েনি
দেছে প্রাণ তবু ইষ্টভৃতি;
ক্ষীণ করে ধরি' দীপ্ত কৃপাণ
যজন-যাজন-ইষ্টপ্রাণ,
কম্পিত দেহ বিহ্বল যদিও
থামেনি জাগাতে জাতির মান;

ওই ওঠে দ্যাখ্ আর্য্যতপন
কৃষ্টি-পূজারী অমিত ভাতি,
তপোবহ্নি-হোমে জাগ দুর্দ্দম
শক্তি-পাবক আর্য্যজাতি । ৪।

হ'স্ না যোগী, হ'স্ না ধ্যানী,
গোঁসাই-গোবিন্দ যা'ই না হ'স্,
যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
না করলে তুই কিছুই ন'স্ । ৫।

দীক্ষা নিলে জানিস্ মনে
ইষ্টভৃতি করতেই হয়,
ইষ্টভৃতি-বিহীন দীক্ষা
কভু কি রে চেতন রয় ? ৬।

দিন-গুজরানী আয় থেকে কর্
ইষ্টভৃতি আহরণ,
জলগ্রহণের পূর্ব্বেই তা'
করিস্ ইষ্টে নিবেদন;
নিত্য এমনি নিয়মিত
যেমন পারিস্ ক'রেই যা,
মাসটি যবে শেষ হবে তুই
ইষ্টস্থানে পাঠাস্ তা';
ইষ্টস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে
আরো দুটি ভুজ্যি রাখিস্,
গুরুভাই বা গুরুজনের
দু'জনাকে সেইটি দিস্;
পাড়া-পড়শীর সেবার কাজে
রাখিস্ কিন্তু কিছু আরো,
উপযুক্ত আপদ্‌গ্রস্তে
দিতেই হবে যেটুক পার;

এ-সবগুলির আচরণে
ইষ্টভৃতি নিখুঁত হয়—
এ না ক'রে ইষ্টভৃতি
জানিস্ কিন্তু পূর্ণ নয় । ৭।

শ্রেয়-প্রেয়-ইপ্সিতেরে
সেবার দীপন রাগে,
আগ্রহাতুর সন্দীপনায়
রঙ্গিল-প্রীতির ফাগে;
শরীর-মনের যুক্ত নিবেশ
তৎপরতার সাথে,
আহরণে নিত্য-নবীন
অর্ঘ্য দিয়ে তাঁ'তে;
সার্থকতায় মন-মগজে
স্থিতির অভ্যুদয়,
আপৎকালে প্রতিক্রিয়ায়
করেই আপদ ক্ষয়;
উদ্বর্দ্ধনে সন্দীপনায়
তুলেই ধরে গৌরবে,
নিপাত করি' শতেক ব্যাঘাত
ব্যর্থ ক'রে রৌরবে;
এ অভ্যাসে অভ্যস্ত যে
সামর্থ্যী-যোগ পায়,
ইষ্টভৃতির তুকই ঐ
ব্যর্থ ব্যাঘাত তা'য় । ৮।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
মহান্ ভয়ে তরার নীতি । ৯।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
করলে কাটে মহাভীতি । ১০।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
তিনটি আয়ুধ ল'য়ে,
চল্ রে চ'লে আর্য্য ছেলে
জীবনপথটি ব'য়ে ।১১।

জপধ্যান মনে-মনে
সেবায়-মুখে যাজন,
যা'ই করিস্ না করিস্ রে তুই
ইষ্টভৃতি পালন;
দুঃখ-দৈন্য আপদ-বিপদ
যখনই যা' আসুক,
দেখিস কেমন যাবেই উবে
যত যাই না থাকুক ।১২।

বিপদ-আপদ বেড়াজালে
শক্তিই যদি পেতে চাস্,
শ্রদ্ধাভরে ইষ্টভৃতি
নিত্য পালিস্ কাটবে পাশ;
নিত্য করিস্ ইষ্টভৃতি
প্রাণপণে যা' পারিস্,
দৈনন্দিন এই করাটাই
আনবে ব'য়ে আশিস্;
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যতই করিস্
ইষ্টভৃতি ফেলে,
সবই জানিস্ হ'ল ব্যর্থ
ওরে আর্য্য ছেলে ।১৩।

সব চেয়ে তোর বড় ধন্দা
ইষ্টভৃতি হ'লে,
তখন থেকেই দেখতে পাবি
জীবন কেমন ফলে ।১৪।

ইষ্টধন্দার তুক্ কী জানিস্?
ইষ্টভৃতি পালা,
এই তুকেরই খাঁটি পালা'য়
জুড়োয় অযুত জ্বালা । ১৫।

ইষ্টভৃতির ধান্ধাই যদি
মাথায় মজুত রইল না,
লক্ষ টাকা করলেও দান
ধর্ম্ম তোরে বইল না । ১৬।

লাখ চাহিদার খোরাক জোগাস্
ওই দশাতেই নিত্যদিন,
প্রেষ্ঠে দিতে থমকে গেলি
দেওয়ার বুক এমনি ক্ষীণ । ১৭।

ইষ্টভৃতির ভোজ্যই রীতি
অনুকল্পে জোটে যা',
বিনিময়ে ভোজ্য মেলে
এমনি দিয়ে রাখিস্ তা' । ১৮।

যতই আসুক আপদ-বিপদ
যেমনই হোক প্রাণ—,
ইষ্টভৃতি আনেই আনে
সবার পরিত্রাণ । ১৯।

দৈনন্দিন আহার যেমন
ইষ্টভৃতি রাখিস্ তেমন,
এইটিই জানিস্ নেহাৎ কম
এরও কমে কি নয় বিষম?
পারলে কমে যাস্ই না
কপটব্রতী হ'স্ই না । ২০।

জীবন যদি যায়ই রে তোর
ইষ্টভৃতি ছাড়িস্ না,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের
ঐ নিশানা ভুলিস্ না ।২১।

ইষ্টভৃতির অপব্যয়ে
সেই প্রবৃত্তির বাড়বে ঝোঁক্,
কোন্ আপদে ফেলবে তোকে
রোখাই কঠিন হবে রোখ ।২২।

ভিক্ষা ক'রেও ইষ্টভৃতি
করলে আর্য্যছেলে,
অযুত তীর্থ পর্য্যটনের
ফল তাহাতে মেলে ।২৩।

সামর্থ্যে ক'রে অপলাপ
করলে ভিক্ষা হয় রে পাপ,
ভিক্ষা করা ইষ্টভৃতি
হীনসামর্থী অধম নীতি ।২৪।

নিজের যেমন ভাল-মন্দ
সুখ-সুবিধায় মন,
তেমনতরই ইষ্টভাইকেও
করিস্ সুযতন;
ওতে জানিস্ ইষ্টপ্রীতি
বাড়েই অনুক্ষণ—
ইষ্টভ্রাতার অনুরাগে
তোলেই জীবন-মন ।২৫।

ইষ্টভৃতির ভ্রাতৃভোজ্য
অশ্রদ্ধাতে দেয় যে,
ইতোভ্রষ্ট-স্ততোনষ্ট
অবিলম্বেই হয় সে ।২৬।

ইষ্টভৃতির ভ্রাতৃভোজ্য
অবজ্ঞা ক'রে নেয় না,
পায়ে লক্ষ্মী সেই তো ঠেলে
নারায়ণে চায় না ।২৭।

ইষ্টভৃতি ইষ্টকেই দিস্
করিস্ না তাঁ'য় বঞ্চনা,
অন্যকে তা' দিলেই জানিস্
আসবে বিপাক-গঞ্জনা ।২৮।

তোল্ ওরে তোল্ মন্থনী রোল
যাজন-সেবায় ইষ্টভৃতি,
ফেনিলস্নিগ্ধ অমর সুধায়
সার্থকি' তোল আর্য্য-ঋতি ।২৯।

কালবোশেখী জলদ কালোর
ঝিলিক হারটি গলায়
ঝড়-বাহনে চলছে মেঘের
এলো-মেলো নাচদোলায়,
তপের আগুন জ্বাল্ এখনই
সর্ব্বশিবের মিলন কর্,
জীবনবৃদ্ধি অমোঘ মন্ত্রে
অযুত বেতাল সামলে ধর্,
ইষ্টস্বার্থী যাজন-সেবায়
আন্ রে ঝঞ্ঝা আগুন রাগ,
বল্ ওরে বল্ বিষাণ-রাবে
ইষ্টভৃতি রাখ্ সজাগ ।৩০।

ইষ্টভরণ ধান্ধা যাহার
মগজ থাকে জুড়ে',
সব প্রবৃত্তি ইষ্টার্থে তা'র
বিনিয়ে ওঠে ফুঁড়ে';
সমাহারী দীপ্ত নেশায়
কর্ম্ম-সন্দীপনা

ঐ আবেগে অটুট হ'য়ে
আনে সম্বর্দ্ধনা;
স্থবির স্নায়ুর স্বস্থ-টানে
চলৎ স্নায়ুর গতি
সংবেদনার সংক্রমণে
দেয়ই সাড়ায় নতি;
আত্মম্ভরি দরিদ্রতা
অলস ঠুন্‌কো মান
অমনি নেশার ক্রমোৎকর্ষে
লভেই তেমনি ত্রাণ;
সংগ্রাহী তা'র এমনি আবেগ
শক্তি-সরঞ্জামে,
বুদ্ধি-সহ কুশলতায়
আপৎকালে নামে;
ওড়ে বিপদ ছাইয়ের মতন
ঝলক দীপন রাগে
সম্পদে সে অটুট চলে
ইষ্ট-অনুরাগে । ৩১।

বাঁচা-বাড়ার চাস্ যদি বর
নিখুঁতভাবে স্বস্ত্যয়নী ধর্,
আপদ-বিপদ দরিদ্রতা
যতই আসুক কাটবেই তা',
সুখ-সমৃদ্ধি দিন-দিন
উঠবে ফুটে হ'য়ে নবীন,
আয়ুটারও হ'য়ে আয়
সম্ভব যা' তা' পাবি তা'য়;
শ্রীবিগ্রহের মন্দির ভেবে
যত্ন করিস্ শরীরটাকে,
সহনপটু সুস্থ রাখিস্
বিধিমাফিক পালিস্ তা'কে;
প্রবৃত্তি তোর যখন যেমন
যেভাবেই উঁকি মারুক,

ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতে ঘুরিয়ে দিবি
তা'র সে ঝোঁক;
যে-কাজে যা' ভাল ব'লে
আসবে মনে তৎক্ষণাৎ
হাতে-কলমে করবি রে তা'
রোধ ক'রে তা'র সব ব্যাঘাত;
পাড়াপড়শীর বাঁচা-বাড়ায়
রাখিস্ রে তুই স্বার্থটান,
তা'দের ভাল'য় চেতিয়ে তুলিস্
ইষ্টানুগ ক'রে প্রাণ;
নিজের সেবার আগে রোজই
শক্তি-মত যেমন পারিস্,
ইষ্ট-অর্ঘ্য ভক্তিভরে
শুচিতে নিবেদন করিস্;
এই নিয়মে নিত্যদিন
প্রতি কাজেই সর্ব্বক্ষণ
স্বস্ত্যয়নীর নিয়মগুলি
পালিস্ দিয়ে অটুট মন;
ত্রিশটি দিন পূরে গেলে
মাসিক অর্ঘ্য সদক্ষিণায়
ইষ্টভোজ্য পাঠিয়ে, বাকি
মজুত রাখবি বর্দ্ধনায়;
চিরজীবন এমনি ক'রে
ইষ্টস্থানে হয় নিরত,
তা'কেই বলে স্বস্ত্যয়নী
সবার সেরা মহান ব্রত ।৩২।

যত পারিস্ নিত্য রাখিস্
ইষ্টনেশায় ক'রে ভর,
স্বস্ত্যয়নীর এই নিয়মের
থাকিস্ কড়া অনুচর;

কড়ি গুণে হিসাব ক'রে
করিস্ না রে নিবেদন,
যেদিন যেমন প্রাণ চায় তাই
করতে থাকিস্ উৎসর্জ্জন;
অর্থ কতই পড়বে জমা
দেখতে-দেখতে কত হয়,
এই নিয়মে চ'লেই দেখিস্
স্বস্ত্যয়নীর দিগ্বিজয় ।৩৩।

স্বস্ত্যয়নীর পাঁচ পাঁতি
চরিত্রেতে রাখ্ গাঁথি,'
প্রতি কথা ব্যবহারে
দীপ্ত ক'রে তোল্ তা'রে;
এমনি যদি চলতে পারিস্
জীবনটা তুই দেখেই নিস্,
দুঃখ-আঘাত-অভিঘাত
যতই কেন করুক উৎপাত
তোর চলনা চলতেই র'বে
এতে অন্য নাহি হবে ।৩৪।

স্বস্ত্যয়নী নিয়েই যদি
আগের করা দুষ্কর্ম্ম
পেয়েই ধরে হুমকি দিয়ে
করতে চায় হতভম্ব,
আগলভাঙ্গা বুকের জোরে
স্বস্ত্যয়নী ধরিস্ ক'ষে,
তুকে-তাকে দেখিস্ কেমন
আপদ-বিপদ যাবেই ধ্ব'সে ।৩৫।

পুরুষকার আর দৈবমিলন
ইষ্টভৃতে হয়,

উন্নয়নের অদম চলায়
স্বস্ত্যয়নী বয়;
ঈশানদেবের শক্ত মেয়ে
ঐ রে স্বস্ত্যয়নী,
ওর পূজোতে ধর্ম্ম বাঁধা
আপদ-বিমর্দ্দনী ।৩৬।

ঐ অদূরে মানসচক্ষে
দ্যাখ দাঁড়িয়ে স্বস্ত্যয়নী,
ত্রিশূল-মাথায় বজ্র আগুন
রুদ্র হাসে দৈন্যঘ্নী;
পাঁচটি আয়ুধ মন্ত্রতেজে
চকমকে ঐ অঙ্কে গোঁজা,
অমর-করা বর-অভয়
দৈন্যবিষের পুণ্য ওঝা;
এখনও তোর সময় আছে
ওঠ্ রে মেতে স্বস্তিগানে,
মায়ের পূজোয় বুক বেঁধে নে
স্বস্ত্যয়নী নাচুক প্রাণে ।৩৭।

যে-ই যত বড় হোক না কেন
ভর দুনিয়ার মাঝে,
যেমন ক'রেই হোক জানিস্ তা'য়
স্বস্ত্যয়নীই আছে ।৩৮।

সুচলনার একটিই পথ
ওই স্বস্ত্যয়নী,
নিখুঁতভাবে চলবি যত
শ্রেষ্ঠ-উদ্দীপনী ।৩৯।

স্বস্ত্যয়নী যে-জন করে
জীবন-বৃদ্ধি তা'রেই ধরে—

ধৰ্ম্ম থাকে বাহন হ'য়ে তা'র,
বাঁচা-বাড়া উন্নয়নে
মহাজ্যোতি-বিকিরণে
অন্তরায়ে করেই চুরমার । ৪০।

যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি
স্বস্ত্যয়নীর প্রথম ধাপ,
ও না করলে স্বস্ত্যয়নীর
হয়ই জানিস্ অপলাপ । ৪১।

ইষ্টভৃতি অটুট ধরি'
স্বস্ত্যয়নী কর্ সাধন,
ছুটবে আপদ-বিপদ যত
কাটবে রে তোর সব বাঁধন । ৪২।

ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নী
সাধু সহজ যা'র,
যে-কাজেতেই থাক্ না সে-জন
দক্ষ জীবন তা'র । ৪৩।

ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নী
সহজ হয়নি যা'র,
ক্ষীণ-সম্বেগী সে মানুষ
ব্যর্থতায় চুরমার । ৪৪।

স্বস্ত্যযনীর নিখুঁত পালা'য়
জীবন ফেঁপে ওঠে,
বংশক্রমে লক্ষ্মী বাড়ে
হাভাত যায় রে টুটে । ৪৫।

দারিদ্র্যে আর দুৰ্ব্বিপাকে
যতই না হোক লাঞ্ছনা,

নিখুঁতভাবে করতে থাক্ তুই
স্বস্ত্যয়নীর সাধনা;
আপদ-বিপদ গ'লে গিয়ে
দেখিস্ সুফল আনবে ডাকি,'
পরাক্রমটি উঠবে ফুটে
সুসম্ভারে সকল ঢাকি' । ৪৬।

যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
সহ স্বস্ত্যয়নী নিলে,
ঐ সাধনে ধীরে-ধীরে
পুরুষার্থ যাবে মিলে;
স্বস্ত্যয়নী স্বভাব-প্রাণে
ইষ্টভৃতির অটুট পালন,
জীবন ফলে ফুল্লরোলে
শক্তিরও হয় প্রখর চলন । ৪৭।

বেকার-ভরা জাতটা যদি
দক্ষ ক'রেই তুলতে চাস্,
অথামবেগে স্বস্ত্যয়নী
যত পারিস্ বিলিয়ে যাস্;
অর্থনীতির গড়গড়ি তোর
যতই করুক স্পর্দ্ধনা,
স্বস্ত্যয়নী বিনা জানিস্
হবে না দেশের বর্দ্ধনা । ৪৮।

স্বস্ত্যয়নীর ইষ্টোত্তর
পালবে জন-জাতটা তোর,
ইষ্টোত্তর বাড়বে যত
জনউন্নত হবেই তত,
দেশে হাভাত থাকবে না
আলসে-কুঁড়ে রইবে না । ৪৯।

স্বস্ত্যয়নী মুক্তি আনে
রাষ্ট্র সহ প্রতি প্রাণে ।৫০।

স্বস্ত্যয়নী ইষ্টভৃতি
বিপাকতারণ বজ্রনীতি ।৫১।

আহার্য্য আর উপভোগের
আহরণ হ'তে ইষ্টভৃতি,
পারিবারিক সংস্থান থেকে
স্বস্ত্যয়নী করাই রীতি ।৫২।

দৈন্যঘাতী জীবনপ্রভা
চকমকিয়ে দুলিয়ে তোল্,
অটুট রাখি' অবাধে চল্
স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি বোল ।৫৩।

ঋদ্ধ অমর বীর্য্যতপায়
স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি তাল,
ধর্ রে রুখে ঝঞ্ঝাবেগে
দৈন্যঘ্নী ঐ স্বস্তিঢাল ।৫৪।

অপটু-উপায়ী অক্ষম যা'রা
ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নী,
তৃপ্তিদীপী যাজন-ভিক্ষায়
করলেও তা' উন্নয়নী ।৫৫।

ইষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নীর
ভিক্ষা করতে হ'লেই বুঝিস্,
যাজনসেবায় ভিক্ষাটিকে
পূরণ করতে হবেই জানিস্ ।৫৬।

আহার-উপভোগে আহরণ করে
ইষ্টের বেলায় ভিক্ষা,

সেবাবিমুখ ভিক্ষা জীবী
এমনি যা'দের শিক্ষা,
সামর্থ্যে করি' অপলাপ
অলস-কর্ম্মী পরভুক,
ঠকিয়ে পাবার ফন্দিবাজী
তা'তেই পটু মারতে তুক,
ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী
ভিক্ষা ক'রেই সারতে চায়,
হামেসা ভিক্ষা এমন জনায়
দিলে কিন্তু পাপেই ধায় । ৫৭।

পারগতায় ফাঁকি দিয়ে
ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর
পন্থা থাকতেও ভিক্ষা করা—
খোরাক ওটা দৈন্যব্যাধির । ৫৮।

পাঞ্চজন্যে স্বস্ত্যয়নী
উঠল বেজে অমর বুকে,
জৃম্ভি' জীবন বৃদ্ধিতপায়
তৎসৎ ওঁ উঠছে ফুঁকে । ৫৯।

কেশরফোলা সিংহগ্রীবা
আর্য্যদ্বিজ দীপ্ত প্রাণ
স্বস্ত্যয়নী শস্ত্র নিয়ে
দৈন্যে বিদ্ধ কর্ রে বাণ । ৬০।

শ্রেষ্ঠোপচারে ভোজ্য কিংবা
অনুকল্পে অর্থ তা'র,
নিবেদনই স্বস্ত্যয়নীর
অনুষ্ঠানটি জানিস্ সার;
যেমন জনের যে-ক্ষমতা
তা'রই শ্রেষ্ঠ আহরণ,

করাই হ'চ্ছে স্বস্ত্যয়নীর
আসল অটুট উৎসর্জ্জন;
এর বিকল্পে যখন যেমন
হবে জানিস্ সংস্থিতি,
তা'তেই পালিস্ স্বস্ত্যয়নীর
অনুষ্ঠানী ভিত্‌নীতি । ৬১।

ঝমঝমিয়ে দক্ষ তালে
স্বস্ত্যয়নীর পাঁচ বিধি,
রিমি-রিমি থাকবি চলায়
নিত্য পালি' ঐ নীতি,
ধর্ম্ম পাবি অর্থ পাবি
কাম-মোক্ষ হবে দাস,
বাঁচবি রে তুই, বাড়বে জাতি
দুর্ব্বিপাকের কাটবি ফাঁস । ৬২।

স্বস্ত্যয়নী পালে না
উন্নতিতে চলে না । ৬৩।

যেমন গ্রহই থাক্ না রে তোর
গ্রহের ফেরে পড়বি কম,
থাকতে আয়ু ঘা'ল হ'বি না
থাকিস স্বস্ত্যয়নীক্ষম । ৬৪।

দারিদ্র্যব্যাধি করতে রে দূর
স্বস্ত্যয়নীই অস্ত্র,
জাতির আঘাত-অপনোদনে
ঐটিই মহাশস্ত্র । ৬৫।

জীবন-বীমা স্বস্ত্যয়নী
জাতের বীমাও ওই,
স্বস্ত্যয়নী-অবজ্ঞাতে
কিসে পাবি তুই থই?

লেন-দেন হ'তে উপচে রাখার
সঙ্গতি যা'তে হয়,
অর্থনীতির চুমকী তুকটি
ওর সমাধানে রয়;
তাইতো বলি বাতুল পাণ্ডা
স্বস্ত্যয়নীই ধর্,
নিজে বাঁচ্ আর দেশটা বাঁচা
ধরিস্ নে আর পর ।৬৬।

যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি
ধ'রেই ধর্ম্মপথে চল্,
স্বস্ত্যয়নী জীবন-যুদ্ধে
অস্ত্র কর্—বাড়বে বল ।৬৭।

আর কিছু যদি নাও করিস্
স্বস্ত্যয়নী রাখ্ অচল,
সর্ব্ব নীতি পূজবে তোরে
পাবিই বুকে অযুত বল ।৬৮।

যা' ক'রেই বেড়াস্ না তুই
ভাবনা কি রে তোর?
স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতি
পালিস্ জীবনভোর ।৬৯।

শোন্ রে আর্য্য ছেলেমেয়ে
শক্তি যদি চাহিস্,
যেমন পারিস্ সারাজীবন
স্বস্ত্যয়নী পালিস ।৭০।

স্বস্ত্যয়নীর পাঁচটি নীতির
যেটি পালন করছ না,
সেইটি জেনো বিপাক পথে
আনতে পারে লাঞ্ছনা ।৭১।

যত ব্রতই করিস্ না তুই
সেরা স্বস্ত্যয়নী,
করতে-করতেই দেখতে পাবি
উন্নয়নের খনি ।৭২।

অনটনে যদিও থাকিস্,
ভিক্ষাতেও স্বস্ত্যয়নী রাখিস্,
এরই ফলে দেখতে পাবে
ক্রমেই সম্পদ ফেঁপে যাবে;
প্রশ্নশূন্য অটুট ঝোঁকে
আমার কথা পেলেই দেখিস্ ।৭৩।

সমাজ-রাষ্ট্রে স্বস্ত্যয়নী
যতই বেশি পালবে,
স্বাবলম্বে আসবে স্বরাজ
স্বাধীনতা মিলবে ।৭৪।

# যাজন

যাজনবুদ্ধি শিথিল যত
অনুরাগও আবিল তত ।১।

ধর্ম্মবুলি বৃত্তি লাগি'
ম্লেচ্ছ তা'রা স্বার্থরাগী ।২।

প্রেষ্ঠ-পূজায় প্রেষ্ঠ-দানে
প্রেষ্ঠসঙ্গ-নেশায়,
রঙ্গিল-মাতাল রকম যেথায়
যাজন বলে তা'য় ।৩।

যা'রই যাজন করবি তুই—
সেই জানিস্ তোর থাকবে জুড়ে
অন্তরেরই আকাশভুঁই ।৪।

প্রেষ্ঠস্বার্থে থাকলে টান
যাজন করে বুদ্ধিমান ।৫।

আদর্শের অপবাদে
অনুগতি ক্ষুণ্ণ,
শ্লথ তা'র প্রাণগতি
বুকভরা শূন্য ।৬।

শিথিল-স্রোতা টান যেখানে
বিবেকে কর্ত্তব্যবোধ,

বগ্‌বগানির ভণ্ড ভঙ্গী
আপসোসেই হয় শোধ । ৭।

ইষ্টনিষ্ঠার বাগ্‌বাদিতায়
সবাই চমৎকার,
কিছুই কিন্তু করলি না তাঁর
স্বার্থ-প্রতিষ্ঠার;
তোর বৃত্তিভরা আকুল করা
ভড়ংভরা টান,
চাওয়ার বেলায় লক্ষ জিহ্বা
দেবার বেলায় ম্লান,
এই টানে তুই নিজে ঠ'কে
ইষ্টে দিচ্ছিস্ ফাঁকি,
ফাঁকি যে রে মেকীই আনে
এটাও বুঝলি নাকি ? ৮।

টানের লক্ষণ যাজন-সেবা
যাজনে উপভোগ,
এই প্রেরণায় আসে কর্ম্ম
কর্ম্মে পূর্ণযোগ । ৯।

ইষ্টকথা বলতে গিয়ে
কেরদানি যে নিজের কয়,
এই লক্ষণ দেখলে বুঝিস্
ইষ্টার্থী সে মোটেই নয় । ১০।

ইষ্টস্বার্থী ঝোঁক নাই
প্রেষ্ঠকথায় হামবড়াই,
নিশ্চয় জানিস্ ভণ্ড তা'রা
উদ্দেশ্য ঠক সাধু সাজাই । ১১।

বিপত্তির আর বাধার কথা
নির্য্যাতনের খতিয়ান,

নাই সেখানে ভালবাসা
তাচ্ছিল্যেরই সেথায় স্থান । ১২।

চাহিদাভরা শিথিল ঝোঁক
দুর্ব্বলতার জানিস্ কোঁক । ১৩।

ঠুনকো মান বাগবিলাসী
আড়ষ্ট যে কাজে,
লক্ষ্মীছাড়া ঘোর হাভাতে
সকলই তা'র বাজে । ১৪।

ইষ্টনেশার কঠোর টানের
উল্টো যাহা তা'য় বিরতি,
সহজভাবে আসছে যা' তাই
হ'চ্ছে জানিস্ বিরাগ-মতি । ১৫।

হটিয়ে দিল যেথায় বাধা
নির্য্যাতনের ভ্যাংচানি,
ভালবাসা নাই সেখানে
কাম-কামনার গোঙরানি । ১৬।

সাধু ধাঁচের কায়দা-কথা
মতলববাজী অন্তরে,
ইষ্টস্বার্থে মিথ্যা উদার
নাশক জানিস্ সেই নরে । ১৭।

বৃত্তিস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতে
অনুরাগী হ'লেই জানিস্,
সৎ-এর চালে মানুষ বাগায়
বৃত্তিতে তেল ক'রে মালিশ । ১৮।

বৃত্তিস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাতে
প্রেষ্ঠপ্রেমী সাজবে যে-জন,
প্রত্যয়বিহীন যাজনে তা'র
প্রেষ্ঠে যুক্ত কেউ না কখন । ১৯।

যেমন মানুষ দেখবি যা'রে
অভ্যাস-ব্যবহার যেমনি ঝোঁক,
সেই তালেতে করবি যাজন
ফিরিয়ে দিবি জীবন-রোখ । ২০।

টানের তোড়ে হৃদয় ফেঁপে
উথলালে যাজন,
বাধায় কিংবা অপঘাতে
নেভে কি কখন ? ২১।

প্রেষ্ঠ-প্রেমের মুখোস প'রে
হামবড়ায়ের প্রতিষ্ঠায়,
যাজন যখন করতে থাকিস্
প্রিয়র যাজন নাই সেথায় । ২২।

অহঙ্কারের জয়-ঘোষণায়
যাজন যদি ধায়,
ফুৎকারে তা' একটু বাধায়
নিভেই যেতে চায় । ২৩।

জীবনবৃদ্ধি সদালাপন
ইষ্টানুগ টানে,
করলে যাজন ক্ষিপ্র পায়ে
দীপ্তি দেয় প্রাণে । ২৪।

বৃত্তি-জটিল জীবন-পথে
বৃত্তি-ঘূর্ণীঘোর,
জীবনবৃদ্ধি-স্থৈর্য্যদীপন
দানই যাজন তোর ।২৫।

যাজন আনে যুক্তবুদ্ধি
সমাহার নিয়ে সাথে,
ধী-এর সাথে দক্ষতা আনে
প্রজ্ঞা-মুকুট মাথে ।২৬।

শ্রেষ্ঠ-যাজী হ'লেই বাড়ে
ব্যক্তিত্বটা প্রজ্ঞা নিয়ে,
নিম্নযজায় বুদ্ধি মোটা
বৃত্তি বেড়ায় ফাঁকি দিয়ে ।২৭।

চাওয়ার আগেই দেবার আবেগ
যেই যাজনে ফুটলো,
সেই যাজনেই যজমানের
দৈন্যে ভাঙ্গন ধরল ।২৮।

যাজনসেবায় দান-প্রবৃত্তি
উথলে যদি উঠলো না,
নিরর্থক সে-যাজনসেবা
অভাব কা'রো ঘুচলো না ।২৯।

দুর্দ্দিনেতে যাজনসেবায়
দেখবি মানুষের প্রয়োজন,
যত পারিস্ করতে থাকিস্
ও-সবগুলির সম্পূরণ;

এই পথেতে আসবে দেখবি
　　কী ক'রে তুই করবি কী,
সেই করাটি চিনে নিয়ে
　　চলতে থাকিস্ খাটিয়ে ধী ।৩০।

তাপ-চরমে ঝলকে অগ্নি
　　অগ্নি জ্যোতি বিকিরণে,
যাজনে বৃদ্ধি তথা সম্বেগ
　　সম্বেগ সিদ্ধি উপায়নে ।৩১।

# রাষ্ট্রধর্ম্ম

পরস্পরের দীপন পূরণ
স্বার্থে গাঁথাই ভ্রাতৃধরণ ।১।

গণ্ডীস্বার্থী হবে যে
নকল নেতা জানিস্ সে ।২।

ইষ্ট নাই নেতা যেই
যমের দালাল কিন্তু সেই ।৩।

লোকপূরণ উপেক্ষি' যে
গণ্ডীস্বার্থ ধরে,
শিষ্ট নেতা নয়কো সে-জন
নকল হ'য়েই মরে ।৪।

মানুষকে যে সইতে নারে
যে-জন তা'দের বয় না,
লাখ মোড়লি ঝাঁকুক না সে
নেতা তা'রে কয় না ।৫।

যতই কেন থাক না নিয়ে
দুঃখ-ব্যথার জল্পনা,
বাঁচা-বাড়ার বুভুক্ষুরা
শুনবে না সে কল্পনা;

সেই ঝোঁকেতে মন বেঁধে নে
উন্নতি যা'য় বৰ্দ্ধনা,
করায়-বলায় তাই ক'রে চল্
কতই পাবি বন্দনা । ৬।

মরণ-তরণ সেবা যাঁহার
ইষ্টে অটুট টান,
সম্বেগেতে উছল সবাই
তিনিই সবার প্রাণ,
তিনিই জানিস্ স্বভাবনেতা
নেতামি-বালাই-হীন,
দুঃখ-বিষাদ-বিপদ জয়ে
তিনিই তরান দীন । ৭।

পূর্ব্বঋষি পিতৃকৃষ্টি
অস্বীকারে ধরবি যা',
পাতিত্য তোর আসবে ওরে
নষ্ট হবে জাতীয়তা । ৮।

আদর্শকে ঘায়েল ক'রে
চুক্তি-রফায় বাঁধতে দল,
যতই যাবি পড়বি ঘোরে
হাতে-হাতেই দেখবি ফল । ৯।

অযুতই দল থাক্ না বাহাল
এই দুনিয়ার মাঝখানে,
না হ'লে এক ইষ্টস্বার্থী
সর্ব্বনাশেই মরণ আনে । ১০।

মিলন করার যতই কায়দা
ঝাড়িস্ বুদ্ধিমান,
একাদর্শে নিয়ন্ত্রণই
মিলন-সংস্থান;

এ ছাড়া তোর বুদ্ধিমত্তা
যতই পাতবে জাল,
সবই কিন্তু হবে ব্যর্থ
বাড়বে রে জঞ্জাল । ১১।

যত রকমই হো'ক না মানুষ
এক আদর্শে ক'রে ভর,
বাঁচা-বাড়ার উপাসনায়
হয় যবে তাঁ'র অনুচর;
ঐক্য তখন আপনি আসে
বিড়ম্বনা নাইকো আর,
অনায়াসে তা'রাই বসে
তক্তে প্রীতি-প্রতিষ্ঠার । ১২।

পূর্ব্বতনে শ্রদ্ধাভরা
দায়িত্বশীল স্বভাব-মন,
ইষ্টীপূত এমন জনই
প্রতিনিধির পাত্র হন । ১৩।

মানুষেরে প্রীত ক'রে
দীপ্তি পান যিনি,
এই দুনিয়ায় তিনিই রাজা
তোমার রাজাও তিনি । ১৪।

প্রবৃত্তি তোর যা'-কিছু সব
এক-নিয়ামক যতই হবে,
ততই জানিস্ সাথর্কতায়
সামঞ্জস্যে বিনিয়ে র'বে,
এই আদর্শে পড়শীস্বার্থ
বাস্তবে আপন থাকলে হ'তে,
ওর সাথেতে আপনি আসবে
নেতৃত্ব তোর অলক্ষ্যেতে;

জন-নিয়ামক আধিপত্য
দণ্ডবিধি আসবে সাথে,
সৈন্য-সহ রাজ্য নিয়ে
আসবে মুকুট আপনি মাথে । ১৫।

এক ভাষারই রকমফেরে
একই রীতির ধাঁজ বিশেষ,
খাদ্য-জলে যেথায় গজায়
সেই মাটিতেই তা'দের দেশ । ১৬।

একটি ভাষা নানান ধাঁজে
যতেক সীমায় রয়,
সাম্রাজ্যেরই খণ্ড বিশেষ
প্রদেশ তা'রেই কয় । ১৭।

ইষ্টানুগ সেবা আর
সন্ধিৎসা যায় মারা
তখনি জানিস্ খতম-পথে
দেশটা হ'ল সারা । ১৮।

একটি ভাষা চলন-বলন
দ্রষ্টা নেতা এক যেথায়,
শক্তি সেথায় উপ্‌চে চলে
বোধ-সমৃদ্ধি-বিজ্ঞতায় । ১৯।

অবাধে ভাল করতে পারে
সেই তো স্বাধীন,
উচ্ছৃঙ্খলায় মরণ আনে
তাই তো পরাধীন । ২০।

যে-নীতিতে বাঁচা-বাড়া
হ'তেই থাকে বীর্য্যহীন,

তা'রেই কি কয় ধর্ম্মনীতি
    রাজনীতি কি সেই রে দীন?
ধর্ম্ম যেথায় বাঁচা-বাড়ায়
    মুখর চলায় বীর্য্যবান,
ধর্ম্মনীতি তা'রেই জানিস্
    রাজনীতিও তাই ধীমান ।২১।

ইষ্টস্বার্থী সন্ধিৎসা সেবা
    থাকলে জাতকে রুখবে কেবা ।২২।

ছোট্ট-ছোট্ট নীতির চলন
    দূরদৃষ্টি-অনুপাতী,
ইষ্টানুগ একপ্রাণতা
    গড়েই কালে মহান জাতি ।২৩।

একের জয়ই সব বুকে বয়
    বোধে উচ্ছলা,
ইষ্টীপূত দেশটিতে সেই
    লক্ষ্মী অচলা ।২৪।

আদর্শ যা'র কথার খেয়াল
    বৃত্তি চালক যা'র,
স্বাধীনতা তা'র মুষড়িয়ে হয়
    টুকরোমির বাহার ।২৫।

অভীষ্টটি পেতে গেলেই
    চলতে হবে সেই চলায়,
যা' ক'রে যা' পেতে হবে
    না ক'রেও কি তাই রে পায় !
সংস্কারের পথ এড়িয়ে চ'লে
    স্বরাজ কভু দেয় ধরা?

চাষ-আবাদ কিছু না ক'রেই
পাস্ কি রে ক্ষেত ধানভরা । ২৬।

অবাধে ভাল করতে পারাই
স্বাধীনতা কয়,
উচ্ছৃঙ্খলের প্রশ্রয় পাওয়া
স্বরাজ কিন্তু নয় । ২৭।

আদর্শপথে পরের স্বার্থ
যতই আপন মানবি,
সেই চলনে আসবে স্বরাজ
এই তুক তা'র জানবি । ২৮।

দেশের সেবার ধুয়ো ধ'রে
জানিস্ কী যে করলি তা',
কী পেতে কী করতে হয়
আছে কি তা'র দর্শিতা ? ২৯।

এক হাত যেমন অন্য হাতের
স্বার্থ-ব্যথার মমতায়,
না ডাকলেও সে নিজেই চলে
অনুকম্পায় ধরতে তা'য়;
এমনতরই প্রতি অঙ্গ
প্রত্যেকেরই মমতায়,
যেমন ক'রে এক প্রাণনে
এ ওর সম্বেদনে ধায়;
ঐতো হ'ল সাম্য তেজের
বৈধী স্বার্থ বিধান-ডাক,
যা'র ফলেতে শরীরটা তোর
সাম্যে বাড়ে এড়িয়ে পাক;
জাতটা যখন ঐ পথেতেই
গজিয়ে ওঠে পরস্পর,

সংগঠনের ঐ তো বিধান
থাকলে ওটুক কিসের ডর ? ৩০।

আপন ধান্ধায় থাকলি ব্যস্ত
পরের বেলায় বঞ্চনা,
অন্যের ভালয় পেট কামড়ায়
কতই পাস্ তুই লাঞ্ছনা;
লাখ দলেরই নেতা তোরা
এক আদর্শে আস্থা নাই,
লাখ ভাগেতে টুকরো রইলি
লক্ষস্বার্থী কোন্দলবাই;
লোকের দুঃখে বুক হাসে তোর
পরের স্বার্থ নিজের নয়,
ইষ্টস্বার্থী কেউ হবি না
এতেও কি রে স্বরাজ হয় ? ৩১।

ইষ্টস্বার্থে নিজেরে যদি
নাই করিলে নিয়ন্ত্রিত,
হিংসা-দ্বেষে ভাবছিস্ স্বরাজ
হবে রে তোর হস্তগত?
পড়শী নিয়ে নিজে যবে
ইষ্ট-পথে পারবি যেতে—
সবাই যখন সবার হবে
সহায়-সম্পদ-হৃদয়েতে,
চাওয়ার স্বরাজ উবে গিয়ে
বিজয়গানের উচ্ছলায়,
হেলে-দুলে সামনাচনে
আসবে স্বরাজ স্বস্তিবায় । ৩২।

পৃথক-পৃথক দল যখনই
এ ওর স্বার্থ নয়,

ইষ্টহারা বেকুবপারা
সবাই সবার ক্ষয় ।৩৩।

দলের স্বার্থ পৃথক যখন
টুকরোমি যাহার ন্যায়,
বিপাক আসে শীতের হাওয়ায়
মৃত্যু মিটির চায় ।৩৪।

যুগ-গুরু আর পূর্ব্বতনে
শ্রদ্ধানতি যা'র মলিন,
এমন জনায় প্রতিনিধি
নয়কো করা সমীচীন ।৩৫।

পূর্ব্ব ঋষির নিন্দা করে
বর্ত্তমানে নাইকো নতি,
দ্বন্দ্বভরা ধর্ম্মকথায়
রাষ্ট্র ভাঙ্গে মন্দমতি ।৩৬।

আদর্শেতে নয়কো রত
সার্থকযুক্ত নয় জীবন,
শুভাশুভ বুদ্ধিহারা
ব্যর্থ তাহার নির্ব্বাচন ।৩৭।

সৎসংহতি ভাঙ্গন ধরায়
নির্ব্বাচনে এমন মত
সমর্থনেও পাপ উপজয়,
বিপাক-দশার সিধে পথ ।৩৮।

রাজশক্তি হাতে পেয়েও
সৎ-এর পীড়ক যা'রাই হয়,
দেশকে মারে, নিজেও মরে,
রাষ্ট্রে আনে তা'রাই ক্ষয় ।৩৯।

নতির দানে রাজা যদি
মর্য্যাদা না দেয় মহৎজনে,
রাষ্ট্র-সমাজ ক্ষয়েই চলে
দুর্ব্বিপাকের উচ্ছলনে । ৪০।

রাষ্ট্রশাসনদণ্ড দেশের
চললে শিথিল পায়,
শিষ্ট দলি' অজ্ঞ বেকুব
লোকশাসনে ধায় । ৪১।

ইষ্টহারা ধর্ম্ম যেথায়
কিংবা ধর্ম্ম নেই,
দেশ কোথা তা'র ?—শুধু চীৎকার,
শেয়াল ডাকে ফেই । ৪২।

হিংস্র যা'রা ফন্দি তা'দের
ছোট্ট দলে টুকরো ক'রে
প্রতিদলটি পরস্পরের
স্বার্থদ্রোহে রাখতে ধ'রে;
সেই নীতিটি তা'দের নীতি
জন্মে বহু দুর্ব্বল হয়,
যা'র ফলেতে করতে পারে
উদর পূরে তা'দের ক্ষয়;
শক্তিশালী গড়তে রে জাত
যে আদর্শ যত বলবৎ,
সেইটি জানিস্ তা'দের কাছে
অর্ব্বাচীন আর অতি অসৎ;
আর্য্যনীতি বেকুব নীতি
ধৃতিই তা'দের পণ্ড মাথার,
অলস-বেকুব কুত্তা করা
নীতিই তা'দের উচ্চে সবার;

ওরে বেকুব বেভুল তোরা
আর্য্যঘরের ধীর ধীমান,
এখনও তোরা দেখ্ রে বুঝে
সর্ব্বনাশ ঐ আগুয়ান;
এখনও তোরা দাঁড়া রে ফিরে
আর্য্যনীতি গাণ্ডীব কর্,
ভীমের গদা আন্ রে হেঁকে
ম্লেচ্ছ যা' তা' রুধেই ধর্;
সামগানেতে আকাশ-বাতাস
কাঁপিয়ে তোল্ ফাঁপিয়ে তোল্,
আর্য্যকৃষ্টি ক'রে বৃষ্টি
যা'-কিছু সব গজিয়ে তোল্;
স্বস্তি পাবি, শান্তি পাবি
থাকবি সুখে হ'য়ে অমর—
শম্বুকের ঐ একসা-হোম
নিভিয়ে দিতে হ' তৎপর ।৪৩।

# আর্য্যকৃষ্টি

আর্য্য ভারতবর্ষ আমার
জ্ঞান-গরিমা-গরবিনী,
দ্যুতিপ্রেক্ষা স্ফুরক প্রজ্ঞা
দ্যুলোক দীপকমালিনী,
রক্ত তপন ক্ষিপ্ত আলোক
রশ্মিপুলক ঝলক-ঝলক
দীপ্ত রিক্ত পাবক অনঘ
মৃত্যুবিজয়-দায়িনী!
নভোমণ্ডলে সামগীতিকা
নাচে দোদুলে তারা-বালিকা
থির চঞ্চল কত ছলিকা
অমর ছন্দে প্রণব-লিখা
ঋষি-মানস ঋক্‌প্রতীকা
প্রজ্ঞাপূরক জ্যোতিষশিখা
দুরিত দাপ্পট বিনায়িনী!
হোমের অনল নাচে ছল-ছল
বহে সরস্বতী সিন্ধু প্রবল
দৃষদ্বতী দিল অর্ঘ্য আঁচল
স্ফুরিত ইন্দু স্মিত ঢল-ঢল
চলে ভাগীরথী ডাকে কল-কল
সাগর-ধৌত চরণ-যুগল
তুঙ্গ ধবল কিরীটিনী;

অযুত রশ্মি দীপ্ত কেন্দ্র
পুরুষোত্তম চির অতন্দ্র
জাগে আহ্বান বিপুল মন্দ্র
অমর লপনা জীবন সান্দ্র
আর্য্যগরিমা গভীর মন্ত্র
ছলকি' সত্তা একটি তন্ত্র
ভারত বিশ্বঋতায়িনী । ১।

ধ্বনিয়া ধমনী হৃদয়তন্ত্রী
বাজিল প্রণবে নাচিল যন্ত্রী
আলোক-পরশে জাগিল তন্দ্রী
গাহিল ঋক্ ঋষি মহান্—
বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য্যপিতৃন্
বন্দে মাতৃবর্গান্ বন্দেঽহং কৃষ্টিদৈবতান্;
গরজি' গহনে গবেষী প্রাণ
অযুত প্রজ্ঞা করুক দান
স্বস্তি-মন্ত্রে দীপিয়া তান
রহুক অমর আর্য্যস্থান—
বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য্যপিতৃন্
বন্দে মাতৃবর্গান্ বন্দেঽহং কৃষ্টিদৈবতান্;
মথিত সিন্ধু উলসি' অমর
অমিয়-প্রলেপী দ্যুতিয়া বর
সৃজন জলদে নাশি' ঊষর
পূরণ-অর্ঘ্য করুক দান—
বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য্যপিতৃন্
বন্দে মাতৃবর্গান্ বন্দেঽহং কৃষ্টিদৈবতান্;
ঋদ্ধি-সমিধ আহরি' আবার
টুটিয়া বাঁধন ম্লেচ্ছ আচার
মুক্ত হউক আর্য্য বিভার
দীপালি দীপনে বিশ্বপ্রাণ—

বন্দে পুরুষোত্তমং বন্দে আর্য্যপিতৃন্
বন্দে মাতৃবর্গান্ বন্দেঽহং কৃষ্টিদৈবতান্ ।২।

ফেনিল ঊর্ম্মি গর্জ্জি' ধায় ঐ
তরঙ্গের তালে নাচি থৈ-থৈ
দীপন দক্ষ অমোঘ অবাধ
টানে টেনে লয় সবারে,
আর্ত্তী ডাকিছে, কে আছ কোথায়?
ধ'রে তোল মোরে রাখ বেদনায়,
মৃত্যুমথিত আঘাত-বিপাকে
ঐ ঐ ওরে সাবাড়ে;
শোন্ ওরে শোন্ হাঁকে নারায়ণ
জ্যোতিনিক্কণ প্রণবে—
ইষ্টস্বার্থী প্রাণে
দীর্ণী বজ্র-টানে
অমরণ পায় মানবে ।৩।

আলোক পায়ে লালচে শাড়ী
প'রে পথটি বেয়ে,
চলছে বোধি-বিনয়গড়া
আমার পল্লীমেয়ে;
মুখে মাখা চাঁদনী আভা
চোখে জীবন-উদ্দীপনী,
কথায় বাজে আগল-ভাঙ্গা
আদর লাজুক সন্দীপনী;
হাতে তাহার সুধার পেলব
স্পর্শে ফোটে পদ্ম-স্নেহী,
নজরপারের সতী যেন
ঘনিয়ে এসে হ'ল দেহী;
সরল আভায় শরীরটি ওই
উঠছে ফুটে দীপ্তি জ্ঞানের,

বুকের মাঝে খেলছে যেন
বীচিমালা ভক্তি-প্রেমের;
স্নেহের গাঁথায় মুক্তি যেন
ছুটছে চ'লে শক্তি পায়,
দেবতা-অসুর যক্ষ-মানব
ভক্তি-বিভোর নতি জানায়;
আর্য্য মেয়ে অমনি হ'য়েই
জ'ন্মে থাকে আর্য্য ঘরে,
সঞ্জীবনী উচ্ছলতায়
ওই কোলই তো আর্য্য ধরে । ৪।

তন্দ্রী অরুণ-ললিত দীপ্তি
লিপ্ত কপোল-প্রতিভা,
স্মিত গৌরব ললাটে ক্ষরিছে
অমর ইন্দু লালিভা;
স্থির চঞ্চল আয়ত নয়ন
খরদর্শন ক্ষরণে,
পলকে মৃদুল ছলকি'-ছলকি'
ধায় সম্বিৎ হরণে;
স্ফীত বহ্নি-দৃপ্ত কুটিল
কঠোর সুন্দর ক্ষপণে,
বীর্য্যগরিমা দ্রোহ-ঈক্ষণে
রুধিছে শীতল মরণে;
বপু-বিচ্ছুরিত অমর নিক্কণ
ঘোষিছে আর্য্য-গরিমা,
নতিবিহ্বল প্রেষ্ঠ-পূজারী
দেখিয়া শিহরে কালিমা;
চরণ-চলনে বিজলী লিখনে
ভরসা করিছে লপনা,
আর্য্যপ্রতীক বালসুন্দর
দীপ্ত ব্রাহ্মী বপনা । ৫।

মিহির রাগে অগ্নিতেজে
জ্বালিয়ে দিয়ে পাপের পাঁজা,
বাঁধন যত খড়্গো কেটে
জাতটা ওরে কর্ রে তাজা ।৬।

আর্য্যকৃষ্টি তপনদীপ্তি
দ্যুতিয়া সৃজিল অযুত ইন্দু,
দ্যুলোকদীপনা তারকা-লসিত
লাজললিত দিকিনী হসিত
বিজয় প্রজ্ঞা অমরা ধ্বনিতে
দানিল তরণ-জীবন-সিন্ধু;
ঋদ্ধি হোমে সকল দিক
নাচায়ে তুলিল ঋষির ঋক্
ছলকিঁ শ্রবণা সম্বিৎতালে
বরিয়া বীজিল ব্রহ্ম-বিন্দু;
অন্ধ তমসা দীপ্ত হৌক
আর্য্যকৃষ্টি জীবিত রৌক
হিন্দোল তালে স্বস্তিমন্ত্র
করুক দীর্ণ জাতির অন্দু ।৭।

আর্য্যশোণিত লাল লালিমায়
নিঝুম গর্ব্বে এখনো রয়,
এখনো শিথিল আর্য্যধমনী
অমরণ-গানে রুধির বয়;
বেতাল বেভুল বাতুলের মত
যদিও আর্য্য আপন-ভোলা,
অমরণ-সুর এখনো তা'দের
স্নায়ুর তন্ত্রে দিচ্ছে দোলা;
শঙ্খচক্রী আজও নারায়ণ
ধর্ম্ম স্থাপনে জনম লন,
বৃত্তিমদির যদিও তাহার
ব্যগ্র তবুও করিতে বোধন;

ওঠ্ রে আর্য্য বজ্রদম্ভে
মুষ্টিকরে ধ'রে আয়ুধ যত,
কৃষ্টি মেখলা বেদ-কিরীটে
তাড়া রে তোদের বিপাক শত ! ৮।

আর্য্যকৃষ্টি সৎনীতি সব
জাগিয়ে রাখতে সংস্কারে
আচার-বিনয়-বিদ্যা-তপে
নিষ্ঠা-ব্রতে সৎকারে,
দান-প্রতিষ্ঠা-আবৃত্তি আর
তীর্থ-পর্য্যটন ক'রে
কুলের ঝাঁঝাল রোখ বিশেষে
সজাগ রাখে অন্তরে,
এমন যে তা'র কুলের ধারা
নিরাবিলই মুক্ত রয়,
কুলীনত্ব সেই তো রাখে
তা'কেই লোকে কুলীন কয় । ৯।

ঝঞ্ঝারাগে ঝড়ের বেগে
বজ্রসুরে ধর্ রে তান,
আর্য্যস্থান, পিতৃস্থান
উচ্চ সবার পূর্য্যমাণ । ১০।

কোন্ বেকুব শিখিয়ে দেছে
আর্য্য যা'রা পৌত্তলিক,
পুতুল-পূজো করে না তা'রা
পূজক আপ্তবীর-প্রতীক;
ভরদুনিয়া দেখ্ খুঁজে তুই
স্মারক-পূজক কেই বা নয়,
যা'র যেমনটি লাগে ভাল
তেমনি পূজোয় সবাই রয় । ১১।

ইষ্টীপূত রক্ত তোদের
বীর্য্যবাহী আলোকময়,

প্রেষ্ঠ একে সংহতি তোর
রুদ্র-শিঙ্গায় গাচ্ছে জয়;
কৃষ্টি-বৃষ্টি সৃষ্টি তোদের
দৃষ্টি নাশে ধৃষ্টতায়,
গবেষণায় মত্ত গভীর
নাচছে জীবন জাতীয়তায় । ১২।

আর্য্য তা'কেই বলে—
কৃষ্টি-পথে দৃষ্টি নিয়ে
ইষ্টতপে চলে,
রক্তে গাঁথা আর্য্য আভা
তপঃ-কুতূহলে । ১৩।

বৃত্তিপথেই কৃষ্টি যা'দের
সত্তা মেরে ভোগ,
ম্লেচ্ছতপার শ্লেষ্য নীতি
অনার্যকৃৎ রোখ । ১৪।

ছোট্ট যা'রা দৃক্‌দূরতার
সহজ জ্ঞানে নাই সঙ্গতি,
কোন হুজুগে প্রাজ্ঞদিগের
হীনত্বে চাস্ পরিণতি?
শ্রেষ্ঠ উচ্চ যাঁ'রাই জানিস্
তাঁ'রাই সাথী বিবর্দ্ধনে,
তাঁদের যদি করিস্ রে হীন
ভ্রষ্ট হ'বি উৎ-চলনে;
তাই, ওরে শোন্, অবোধ বেকুব,
কৃষ্টিধারায় ইষ্টরথে
চল্ ছুটে চল্ মহৎ পেতে
মহান বেগে তাঁ'দের পথে । ১৫।

দীপ্ত-তেজা আর্য্যজাতি
পূরণ-গড়ন স্বভাবপ্রাণ,

এক ত্রাতা এক মন্ত্র
    তন্ত্র একে অধিষ্ঠান ।১৬।

অমর রাগে শম্ভু হাঁকে
    শোন রে আর্য্য! ঐ রে শোন্,
ফণীর মালায় মরার হাড়ে
    বাজে অমরণ ফণাৎ ঠন্ ।১৭।

আর্য্যবিষাণ উঠল হেঁকে
    মন্ত্রসুরে বজ্রদীপী,
সূর্য্য-আলোয় ঝক্‌মকে ওই
    কৃষ্টিমাণিক কপাল-লিপি,
ঋক্-নাচনে সাম-দোলনে
    যজুর সুরে আবার সাধ,
আর্য্য জাতি বাঁচুক উঠুক
    অমর রহুক আর্য্যবাদ ।১৮।

দশবিধ সংস্কার
    আর্য্যাচারে কেন জানিস্?
জন্মগত সংস্কারের
    তোষণ-পোষণ ওতেই মানিস্ ।১৯।

গর্জ্জরোলে চমকভাঙ্গা
    জাগ্ রে ওরে আর্য্য জাত,
ঊষার আলোয় চোখ মেলে চা'
    বিদায় ক'রে দুঃখরাত;
শোন্ ওরে শোন্ বিষাণ বাজে
    চমক-দোলায় ডিডিম ডীন,
ফুল্লতালে ওঁকারে গা'
    ইষ্টস্বার্থী ধ'রে বীণ;
অমল-ধবল মলয় রোলে
    গর্জ্জে পিনাক ঐ গাণ্ডীব,
মরণ-তরণ আহব ডাকে
    সঞ্জীবনীর সৃজনদীপ ।২০।

কার্ম্মুকেরই ঝিমিৎ ঝনক
বজ্রবহ্নি জ্বলন-রোলে
পিনাকেরই দৃপ্ত মাতাল
ডমরুরই ডিডিম বোলে,
গাল বাজিয়ে থিয়াথিয়ায়
পাগলা ভোলার ববম দুলে
চল্ রে ওরে চলন্ত প্রাণ
মুহ্যমানব ধর্ রে তুলে ।২১।

ঝমঝমিয়ে চমচমিয়ে
স্বস্তি-নিশান ধ'রে ধা,
ধাপে-ধাপে দাপে-দাপে
ছেঁটে-কেটে সব বাধা ।২২।

ইষ্টস্বার্থী মাতাল বেগে
মৃত্যু-ঘাতী অমরতা
লভেই লভে আর্য্যকৃষ্টি,—
ওতেই তো তা'র বিশিষ্টতা ।২৩।

বিপ্লব আন্ বিদ্রোহ আন্
রুধিতে মরণ-আয়োজনে,
বজ্ররে ধর্ মরিস্ তো মর্
পেতে নিরন্তর অমরণে ।২৪।

হোক না সাধু পাপী ধনী
হোক না গরীব আর্য্য যা'রা,
হৃদয়-চাপে ফিন্‌কি দিয়ে
রক্তে ছোটে আর্য্যধারা;
যে যেমনই হোক না জানিস্
অবাধ বোধে নিছক বুঝিস্,
মরণ-দানব নিধন-স্পর্দ্ধী
ভারত-আর্য্য শ্রেষ্ঠ তা'রা ।২৫।

অত্যাচারে নির্য্যাতনে
কৃষ্টি আজি মলিনমুখ,
করতে দলন ইষ্টপথে
ঘুচিয়ে ফেল কৃষ্টিদুখ ।২৬।

স্বস্তি-ভেরী অনাহতে
বাজছে শুধুই স্বাধীন হ',
ইষ্টনেশায় কৃষ্টি ধ'রে
ক্ষিপ্ত কৃপাণ-বৃত্তি ব' ।২৭।

আবেগ যদি থাকেই ওরে
অন্তরায়ে ধ্বসিয়ে ধা,
বাধ-হননী তীব্র চালে
দক্ষতাতে রেখেই পা;
ফুৎকারে সব কুটিল কাল
অগ্নিনালের জ্বলনদাপে,
উড়িয়ে দে, পুড়িয়ে দে
অবশ করা যতেক পাপে;
সার্থকতায় বেঘোর নেশায়
কর্ম্মে করি' হাতিয়ার,
ছুটলে ওরে আর্য্য ছেলে
ভরদুনিয়ায় কী ভয় তা'র ।২৮।

সিংহরাগে কাঁপিয়ে কেশর
ওরে আর্য্য প্রবীণ যুবক!
মরণটাকে মুষড়ে এনে
দিবি পুড়িয়ে ধ'রে পাবক;
শোকের আঘাত মর্ম্মদিগ্ধ
হারান ব্যাপার ঘুচিয়ে নিতে,
পারবি কি রে ব্রাহ্মী ছেলে
এক চুমুকেই সাবাড় দিতে?
ওঠ্ ওরে ওঠ্, হান্ ওরে হান,
নিভে গেছে কত দীন প্রধান,

ব্রাহ্মী বজ্রে মরণটাকে
নিকেশ ক'রে জীবনে আন্ ! ২৯।

উৎপাতে সব হকচকিয়ে
স্বস্তি-চলায় অটুট চল্,
পূর্ণতেজে চূর্ণ ক'রে
পাপকে ভেঙ্গে বাড়াও বল । ৩০।

বাঁচন-বাড়ন গানে তোরা
নাচন-দোলায় তান ধরি',
রবাব-বীণার নিলয় তানে
তালে বাজা কিঙ্গরী । ৩১।

আপন ভাল বোঝে না যা'রা
আরাম পেলেই খুশি হয়,
এমনি লোকের মত নিয়ে কি
নিয়ম-নীতি কৃষ্টি রয় ? ৩২।

কুটিল ধুয়োয় চললি ওরে
মিথ্যা স্মৃতির দোহাই নিয়ে,
পূর্ব্ববাহী বর্ত্তমানে
ধরলি না রে হৃদয় দিয়ে;
হ'লি নিপাত মারলি রে জাত
আর্য্যকৃষ্টির গর্ভস্রাব,
বিষাণ-রাবে পিনাক হাঁকে
কী বলে শোন্ রুধির চাপ ! ৩৩।

পিতৃকৃষ্টি পূরণ-প্রবণ
থাকলে অটুট সেই ধারাটি,
শাক্ত হ'স্ আর বৈষ্ণবই হ'স্
খৃষ্টান মুসলিম সবই খাঁটি;
ঐ চলা তোর বাতিল করে
স্বর্গেও যদি যাস্ রে তুই,

জোর গলাতে বলছি আমি
স্বর্গও তোর নরকভুঁই । ৩৪।

আর্য্যজাতির স্বভাব-ধাঁজই
বস্তুপথে ভাবকে দেখা,
সেইটি এনে বাস্তবতায়
ওরই আরো ধরতে শেখা;
বস্তুবিহীন ভাবের বিলাস
অনার্য্যদের পাগলা ধাঁজ,
নাই-এর পথে নাই-নারায়ণ
আর্য্যেতরের স্বপ্নরাজ ! ৩৫।

অঘমর্ষী যজ্ঞ ক'রে
মন্ত্রে করি' হোম,
পঞ্চবর্হির স্মরণ নেওয়াই
পরিশুদ্ধি-ক্রম । ৩৬।

অঘমর্ষী যজ্ঞ ক'রে
পঞ্চবর্হি কর পালন,
শুদ্ধ হ'বি বুদ্ধ হ'বি
নাচবে বুকে সৎবোধন । ৩৭।

অঘমর্ষী যজ্ঞ ক'রে
পাতিত্য সব পুড়িয়ে দে,
সপ্তার্চ্চিকে বরণ ক'রে
পঞ্চবর্হি স্মরণ নে । ৩৮।

দৃপ্ত তপা তৃপ্তি নিয়ে
ভৃত্যজীবন রুধেই ধর্,
জৃম্ভি' কর্ম্মে ধর্ম্মে বর্ম্মে
ঋক্‌দৃকেতে হ' তৎপর;
ঋষির ছেলে আর্য্য তোরা
ছুঁস্ নে কভু গোলামখানা,

অবাধদাপে অন্তরায়ে
কর্‌রে নিকাশ দিয়ে হানা ।৩৯।

শ্রেষ্ঠ-পূজা উবিয়ে দিয়ে
অবজ্ঞা আর অপমানে,
দম্ভী-সেবায় চাটু পালি'
দক্ষ দাঁড়ায় সমুখানে!
হামবড়ায়ী বৃত্তিপূজায়
লাগিয়ে করে বাজিমাৎ,
শিবশ্রেষ্ঠে তখনই সে
অপমানেই করে কাত;
দক্ষের মেয়ে সতী তখন
মর্ম্মদিগ্ধ শিবনিন্দায়,
আত্মাহুতি যজ্ঞে দিয়ে
পুড়িয়ে ফেলে আপনায়;
সতীর ব্যথায় গর্জ্জে' তখন
ভূতরা নাচে থিয়া-থিয়ায়
চুরমারি' সব দিমিক-দিমিক
যজ্ঞ অনল নিভিয়ে দ্যায়;
প্রলয় নাচন ধিন-তা-ধিন
চূর্ণ করি', দীর্ণ করি',
উবিয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয়
চর্ম্ম করীর হাতে ধরি';
সাপের ফণা গর্জ্জে' ওঠে
মরার খুলি ঠঠন্ ঠন্,
শব-সতীরে কাঁধে ল'য়ে
পাগলা তখন শিবনাচন;
দম্ভী অহং অবনতির
কুটিল কঠোর দীর্ণীঘাতে
ওড়ে মাথা, অজের মুণ্ড
শোভেই তখন দক্ষ কাঁধে;
দক্ষতা যদি সার্থকতায়
শ্রেষ্ঠ-পূজা নাই রে ধরে,

দক্ষযজ্ঞ অমনি হ'য়েই
মানুষ-মাথার নিকাশ করে ।৪০।

রক্তে এখনো আর্য্য-আলোক
লুকিয়ে বহে আর্য্যকুলে,
তপের পথে চল্ ছুটে চল্
দেখবি রে তুই চক্ষু খুলে;
বিদ্যুতেরই আর্য্য-চমক
উঠছে ফুটে ধমক-ধমক,
লক্‌লকিয়ে টগবগিয়ে
বহ্নি হোমের উঠছে দুলে' ।৪১।

পূর্ব্বতনে পারম্পর্য্যে
তাঁ'দের দেওয়া কৃষ্টি-পথ,
আবিল কালের ময়লা মাটি
জুটিয়ে যবে আনে বিপদ,
সবগুলি তা'র নিকেশ ক'রে
পরিষ্কারে ফুটিয়ে ফেলে,
আরোতরের অমোঘ খবর
জীব-জগতে দেন রে ঢেলে,
পূর্ব্বানত বিরাটি প্রাণ
পূরণ-গড়ন সিদ্ধ মানুষ,
আর্য্য ভজে পুরুষোত্তম
প্রতীক সেই মহাপুরুষ ।৪২।

ক'জন ওরে মহৎ জোটে
দীন দুনিয়ার সমাজ-পটে,
শ্রেষ্ঠ বিনা কৃষ্টি কোথায়
ব্যষ্টি-বৃদ্ধি কোথায় ঘটে?
বাঁচা-বাড়াই বুদ্ধি যদি
শ্রেষ্ঠ-পথে যদিই প্রীতি,
ধর্ ওরে ধর্ পূজায় বিভোর
হ'য়ে শ্রেষ্ঠে বাড়াস্ স্থিতি ।৪৩।

ফাগুনেরই আগুনফাগে
ভর-দুনিয়া লালে লাল,
দেখিস্ নাকি পুড়ছে ওরে
জগৎজোড়া পাপ-জাঙ্গাল!
অমর-গানের স্বস্তি-হাওয়া
সঙ্গে তা'রই দিয়ে যোগ,
ওরই মাঝে দুলছে রে দেখ্
জীবন-জয়ের অটুট ভোগ । ৪৪।

পদ্ম আসন ধার-ভরা ক্ষেত
মায়ের পায়ে কৃষি-শিল্প,
বাহন মায়ের তা'রই যন্ত্র
ওড়না মায়ের একীতন্ত্র;
আর্য্য-গরিমা কেয়ূরহস্ত
নেত্র মায়ের স্নেহলদীপ্ত,
মায়ের মাথার মুকুটে ঝলসে
ইষ্টস্বার্থ দীপন-মন্ত্র!
অগণিত সুত জড়িমা টুটিয়া
ললাটে লসিত অমর ইন্দু,
ক্ষীরভরা পীন অ,যুত ধারে
ক্ষরিছে জীবন অমিয় সিন্ধু;
স্মৃতির বোধন মাল্য কণ্ঠে
নাকের বেশর উপনিষৎ,
শ্রুতির চুমকি ঝকমকে ওই
চলনে চমকে ওঁ তৎসৎ!
চারিবর্ণে ঝলকে কেশ
আমার মায়ের এমনই বেশ,
.........এই তো দেশ!
স্বস্তি স্বস্তি ওঠে কলরব
সাম্য দুলিয়া ফুলিয়া ধায়,
ইষ্ট-আনত বিপ্লবী প্রাণ
বিদ্রোহ দলি' নতি জানায় ! ৪৫।